কবি, তুমি মরে গেছ, অমর হতেই বুঝি! পৃষ্ঠা ১৫

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 19 December 2024, 8th Year, Issue 405, 40 Pages

অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ, হুমকির মুখে ট্রুডোর প্রধানমন্ত্রিত্ব পৃষ্ঠা ২৮

বৃহস্পতিবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ৪ পৌষ ১৪৩১, ১৭ জমাদিউস সানি ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪০৫, পৃষ্ঠা: ৪০

ড. ইউনূসের ঘোষণার পরও নির্বাচন-সংশয়!

জাতির উদ্দেশে ভাষণ

ভাষণে ড. ইউনুস ২০২৫ সালের শেষে অথবা ২০২৬ সালের শুরুতে সম্ভাব্য নির্বাচনের ইঙ্গিত দেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মুখে নির্বাচনের সময় নিয়ে ধারণা দিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সবাইকে অনেকটা অবাক করে হঠাৎ গত সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে এই ধারণা দেন। তবে এর মধ্যে অনেকগুলো কিন্তুও আছে। ড. ইউনূস ওই ভাষণে বলেছেন, মোটাদাগে বলা যায়, ২০২৫ সালের

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়। তবে এটা জাতীয় সংসদ নির্বাচন না স্থানীয় সরকার নির্বাচন তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি।

এই ধোঁয়াশা কিছুটা কাটানোর চেষ্টা করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ড. ইউনূসের ভাষণের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে হতাশ বিএনপি

ঢাকা ডেস্ক

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নির্বাচনের কোনো রোডম্যাপ দেননি। তিনি নির্বাচন নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন এতে বিএনপি হতাশ বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। মির্জা ফখরুল বলেন, নির্বাচন নিয়ে সরকার যে সময় নিচ্ছে বিএনপি সেটিকে যৌক্তিক মনে করে না। নির্বাচন কমিশন গঠন হয়েছে, এখন নির্বাচনের রোডম্যাপের কোনো বাঁধা নেই।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'বিজয় দিবসে জাতির উদ্দেশে দেওয়া

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

বিজয় দিবসে চোখে পড়েনি আ.লীগের আয়োজন-উৎসব

ক্ষমতার পালাবদল

এবারের বিজয় দিবসে 'দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলটি'র তেমন কোনো আয়োজন চোখে পড়েনি।

■ তবে বিভিন্ন দেশে থাকা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা র‍্যালি, আলোচনা সভা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে বিজয় দিবস উদযাপন করেছেন।

■ ১৬ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও বিজয় দিবসে দেশে এবার এক ভিন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি আওয়ামী লীগ। যার জন্য দলটির কৃতকর্মকে দায়ী করা হচ্ছে।

ঢাকা অফিস

গেলো বছরও বেশ ঘটা করে দেশব্যাপী বিজয় দিবসের উৎসব পালন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। দেশের প্রতিটি অলিতে-গলিতে নামে বেনামে পালিত হয়েছে নানা উৎসব-আয়োজন। কিন্তু ক্ষমতার পালাবদলে চলতি বছর দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলটির তেমন কোন আয়োজন চোখে পড়েনি। যা দু-একটা ঝটিকা মিছিল বা আয়োজন হয়েছে বলে প্রচার হচ্ছে তার অনেকগুলোই আগের বছেরের আয়োজন। আবার কিছুকিছু স্থানে ছোট পরিসরে আয়োজন হলেও ছিলো লুকোচুরিতে ভরা। তবে দেশের বাইরের বেশ কয়েকটি দেশে বিজয়দিবসের উৎসব পালন করেছে রাজনৈতিক দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ ১৬ বছর ক্ষমতায় থাকার পর দলটি এবার ভিন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতায়

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

যা বলেছেন তাই করবেন ট্রাম্প!

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ

সিনেটর মিট রমনির মতে, ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারণার সময় যা যা বলেছিলেন তা বাস্তবায়ন করলে আমেরিকান জনগণের কোন অভিযোগ থাকতে পারে না।

ইব্রাহীম চৌধুরী

মার্কিন প্রবীণ সিনেটর মিট রমনি বলেছেন, যদি নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণার

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সময় যা যা বলেছিলেন তা বাস্তবায়ন করেন, তাহলে আমেরিকান জনগণের কোন অভিযোগ থাকতে পারে না।

"ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়লাভ করেছেন। তিনি বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। তিনি যা যা করবেন বলেছেন, সেটাই করছেন," ১৫ ডিসেম্বর রোববার সিএনএন' এর "স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন" অনুষ্ঠানে সিনেটর রমনি এই কথা বলেন। রমনি বলেছেন, "মানুষ এখন বলছে, 'আমি এই নিয়োগ বা এই নীতির বিষয়ে খুশি নই,' কিন্তু এগুলো সেই বিষয়, যেগুলো নিয়ে ট্রাম্প নির্বাচনি প্রচারণার সময়েই কথা বলেছেন।

সুতরাং, আপনি অভিযোগ করতে পারেন না এমন কারও বিরুদ্ধে, যে তার কথাগুলো বাস্তবায়ন করছে।"

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

'৩১ দফা বাস্তবায়ন করে নির্যাতনের জবাব দিতে চাই'

ঢাকা ডেস্ক

তারেক রহমান

শেখ হাসিনার শাসনামলে বিএনপির প্রতি যে নির্যাতন হয়েছে, ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার জবাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন,

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

টিউলিপের বিরুদ্ধে ৪ বিলিয়ন পাউন্ড ঘুষ নেয়ার অভিযোগ

ডেইলি মেইলের খবর

ঢাকা ডেস্ক

যুক্তরাজ্যের লেবার মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ৪ বিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত ঘুষ নেয়ার অভিযোগের তদন্ত করা হচ্ছে। বৃটেনের আর্থিক খাতে দুর্নীতিরোধের দায়িত্ব রয়েছে সিটি মিনিস্টার টিউলিপ সিদ্দিকের কাঁধে। টিউলিপের জন্মভূমি বাংলাদেশে একটি পারমাণবিক

টিউলিপ সিদ্দিক

বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তির সঙ্গে জড়িত কথিত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে তার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

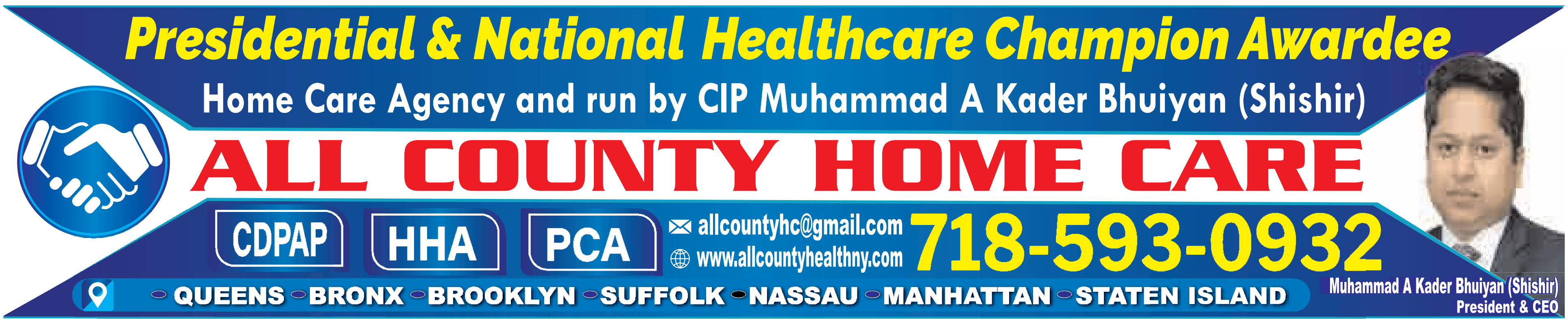

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

সিআইপি স্বীকৃতি পেলেন ব্যবসায়ী আবুল হোসেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আবুল হোসেন

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-এনআরবি) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ব্যবসায়ী আবুল হোসেন। তিনি ফজিলা গ্রুপের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও। এছাড়া তিনি বাংলাদেশে রিপাবলিক অফ উগান্ডার অনারারি কনসাল এবং রিপাবলিক অফ সুরিনামের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ডিপ্লোমেসি ফর ওয়ার্ল্ড পিস (ডিডব্লিউপি)র প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বুধবার রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে তাকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

নিউইয়র্কে ইলহাম একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান ফেইথ এন্ড নলেজ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে ইলহাম একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান ফেইথ এন্ড নলেজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর আল আকসা হলে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়। এসময় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণামূলক ইসলামী পারফরমেন্স ও পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। ফেইথ এন্ড নলেজ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ফাতিমা মাসুদ ও প্রচারক মস।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জম্যাইকা মুসলিম সোসাইটির সভাপতি ড. ইমরান হোসেন, মসজিদ কোয়াবার সভাপতি মো সেলিম খান, দারুস সালাম মসজিদের ইমাম আব্দুল মকিত, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম আবু জাফর বেগ, বাংলাদেশী আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আল মামুর স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডাঃ মহসিন পাটোয়ারী, আল মামুর স্কুলের পরিচালক ইঞ্জি. নাসির উদ্দিন, দারুল হিকমাহ মসজিদের সভাপতি মো শাহাদাত খান,

দারুল ইসলাহ মসজিদ ও স্কুলের অধ্যক্ষ ক্বারী ওয়ালেদ আল বাত্রবিশ, সাপ্তাহিক নবযুগের সম্পাদক ব্রি. শাহাব উদ্দিন সাগর, সাপ্তাহিক সাদা কালোর সম্পাদক আবুল কাশেম, হলি'স মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের বায়ার্ড সদস্য জসিম উদ্দিন।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে ইলহাম একাডেমি। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ, যোগ্য, সৎ ও সাহসী প্রজন্ম গড়ার মহান ব্রত নিয়ে নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে ইসলামি মূল্যবোধের অপূর্ব সমন্বয় করে চলতি বছরের শুরুর দিকে যাত্রা শুরু করে এই দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার বার্ষিক অনুষ্ঠান ফেইথ এন্ড নলেজ অনুষ্ঠান আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটি।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে যা বললেন জয়শঙ্কর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

এস জয়শঙ্কর

ভারতের লোকসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর দেশটির পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা বলেছেন। সেখানে উঠে এসেছে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিও।

১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার লোকসভায় কংগ্রেস সংসদ সদস্য মনিশ তিওয়ারির প্রশ্নের জবাবে এস জয়শঙ্কর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে ভারতের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

জয়শঙ্কর বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অংশীদারত্ব রয়েছে। তবে সেখানে সম্প্রতি উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের নিয়ে।'

তিনি বলেন, 'আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশের পরিবর্তিত ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা পারস্পরিক উপকারী এবং স্থিতিশীল সম্পর্কে আসতে পারব।'

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ইস্যুতে ভারতের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে উদ্বেগ জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন জয়শঙ্কর। তিনি জানান, সাম্প্রতিক কূটনৈতিক তৎপরতা, বিশেষ করে ভারতের পররাষ্ট্রসচিবের ঢাকা সফরের সময়েও বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

জয়শঙ্কর বলেন, 'আমাদের প্রত্যাশা যে, নিজেদের স্বার্থেই বাংলাদেশ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।' এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের অবস্থা তুলে ধরেন। বিশেষ করে প্রতিবেশী অঞ্চলে ভারতের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে অবগত করেন তিনি।

তিনি বলেন, 'পাকিস্তান ও চীন ছাড়া আমাদের প্রতিবেশী প্রায় প্রতিটি দেশেই আমরা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই।'

তিনি বলেন, 'এখানে পরিপক্ব আচরণ করা জরুরি। আমাদের প্রতিবেশী দেশেরও নিজস্ব রাজনীতি আছে। এটা স্বাভাবিক যে সেখানে উত্থান-পতন হবে। আমাদের লক্ষ্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং সহযোগিতা বাড়ানো।

মাকসুদুলের হুমকির প্রতিবাদ ও চ্যালেঞ্জ ভোটের ব্যাখ্যা তাহের-আরিফ প্যানেলের

চট্টগ্রাম সমিতি

নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী মাকসুদুল হক চৌধুরীর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে বর্ণবিদ্বেষী বলে নিগৃহীত করার প্রতিবাদ জানানো হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার ইনকের (চট্টগ্রাম সমিতি) নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন করেছে বিজয়ী তাহের-আরিফ প্যানেল। মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের পালকি সেন্টারে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাচিত সভাপতি মুহাম্মদ আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলামসহ অন্য নেতারা। এতে সংগঠনের করোনাকালীন স্থবিরতা, অন্তর্বর্তী কমিটিসহ সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন এবং এই নিয়ে ওঠা আপত্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, 'করোনাকালীন স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন ও নির্ধারিত সময়ে সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও সে কমিটি নির্ধারিত সময়ে দায়িত্ব শেষ করতে ব্যর্থ হয়। অন্তর্বর্তী কমিটি প্রথমে একটি বিতর্কিত নির্বাচন কমিশন গঠন করে; যা সমিতির বেশীর ভাগ সদস্যই তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান করেন। সকলের সম্মিলিত ও ব্যাপক আপত্তির কারণে নতুন করে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। সে নির্বাচন কমিশনের অধীনে উৎসবমুখর পরিবেশে হাড্ডাহাড্ডি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদসহ নয়টি পদে তাহের-আরিফ পরিষদের নেতারা নির্বাচিত হন।

সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী মাকসুদুল হক চৌধুরীর প্রকাশ্যে ফেসবুক লাইভে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে বর্ণবিদ্বেষী বলে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করার হুমকির জোর প্রতিবাদ জানানো হয়। এ সময় ফল ঘোষণার সময় প্রকাশ্যে আসা চ্যালেঞ্জ ভোটের ব্যাখ্যাও দেয়া হয়।

এছাড়াও পরাজিত প্রার্থীরা চট্টগ্রাম ভবনে ঢুকে অসাংবিধানিকভাবে জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে শপথ গ্রহণের নাটক করে বলেও অভিযোগ আনা হয় সংবাদ সম্মেলনে। মাকসুদ-মাসুদ প্যানেল থেকে নির্বাচন করে যারা নির্বাচিত হয়েও যথাযথভাবে শপথ নেননি, তারা যদি অবিলম্বে শপথ না নেন, তবে নির্বাচন কমিশন বরাবার নির্বাচনে দ্বিতীয় ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীদের শপথ না নেয়া পদে নির্বাচিত ঘোষণা করার দাবীও জানায় তাহের-আরিফ প্যানেল।

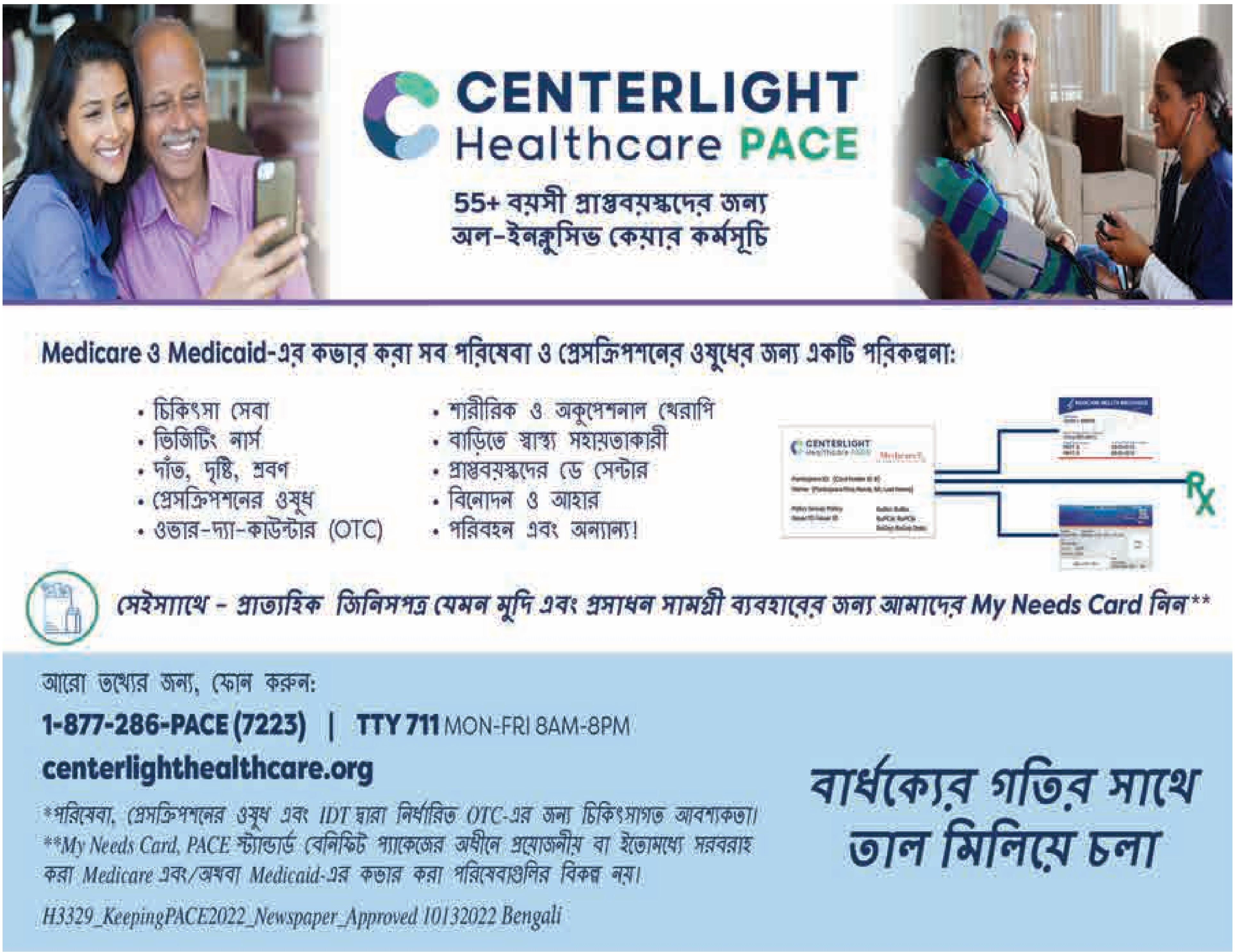

পাকিস্তানকে একাত্তরের বিষয় নিষ্পত্তির আহ্বান

ড. ইউনূস-শাহবাজ বৈঠক

মিসরের রাজধানী কায়রোতে বৃহস্পতিবার ডি-৮ সম্মেলনের ফাঁকে দুজনের বৈঠকে ড. ইউনূস এই আহ্বান জানান।

ঢাকা অফিস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭১ সালের বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মিসরের রাজধানী কায়রোতে গতকাল বৃহস্পতিবার ডি-৮ সম্মেলনের ফাঁকে দুজনের বৈঠকে তিনি এই আহ্বান জানান।

এদিকে গতকাল ডি-৮ ভুক্ত দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্যে ড. ইউনূস যুবসমাজ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) উন্নয়নকে কেন্দ্র করে নতুন উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রেস উইং জানায়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'এই (১৯৭১ সালের) সমস্যাগুলো বারবার উঠে আসে। চলুন, আমরা এগুলো একসঙ্গে মীমাংসা করি, যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এসব বিষয় সমাধান করা উচিত।'

শাহবাজ শরিফ বলেন, ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অনেক সমস্যা মীমাংসা করেছে। যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকে, তিনি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তিনি ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে একটি কৌশলগত সম্পর্ক গড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাঁরা বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চান।

বৈঠকে ড. ইউনূস ও শাহবাজ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময় বাড়ানোর ব্যাপারে একমত হন। তাঁরা চিনিশিল্প এবং ডেঙ্গু মোকাবিলার মতো নতুন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর আগ্রহও প্রকাশ করেন।

বৈঠকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়। ড. ইউনূস তাঁর সরকারের 'প্রয়োজনীয় সংস্কার' কার্যক্রম এবং ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের আগে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানান। শাহবাজ সুবিধামতো সময়ে ড. ইউনূসকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার এবং অধ্যাপক ইউনূসের বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সিদ্দিকী পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে তিনি গ্রহণ করেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কায়রোতে ডি-৮ ভুক্ত দেশগুলোর ১১তম শীর্ষ সম্মেলনে গতকাল বক্তব্য দেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। তিনি যুবসমাজ এবং এসএমই উন্নয়নকে কেন্দ্র করে নতুন উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসি এবং ডি-৮ দেশগুলোর রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরা অংশ নেন। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল যুবসমাজ এবং এসএমই উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন।

প্রধান উপদেষ্টা তাঁর বক্তব্যে একটি বহুপক্ষীয় আলোচনা ফোরামের প্রস্তাব করেন। যেখানে যুবসমাজ, স্টার্টআপ, ব্যবসা ও অর্থায়ন খাতের প্রতিনিধি একত্র হয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেবে। তিনি ২০২৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম বৈঠক আয়োজনের প্রস্তাব দেন।

মিসরের কায়রোয় গতকাল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

সিলেটে আদালতে তোলার সময় আ.লীগ নেতাকে মারধর

ঢাকা ডেস্ক

সিলেটে আদালতে তোলার সময় মারধরের শিকার হয়েছেন পশ্চিম গৌরীপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আমির হোসেন নুরু। তিনি বালাগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সায়েম আহমদ সুহেল হত্যা মামলার প্রধান আসামি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে গ্রেপ্তার আমির হোসেন নুরুকে সিলেটের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলার সময় সিলেটের আদালত প্রাঙ্গনে এ ঘটনা ঘটে। এসময় পুলিশি পাহারা থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে বিক্ষুব্ধ জনগণ নুরুকে লাথি ও কিল-ঘুষি মারেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ নুরুকে আদালত প্রাঙ্গণে নিয়ে এলে তাঁর ওপর হামলা হয়। আদালত চত্বর ও বারান্দায় তাঁকে কয়েকজন কিল-ঘুষি মারতে থাকেন। এ সময় পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। হামলায় তাঁর নাক দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে।

এর আগে গত বুধবার সন্ধ্যায় নগরীর মীরের ময়দান থেকে র‍্যাব-৯ এর একটি দল অভিযান চালিয়ে আমির হুসেন নুরুকে গ্রেপ্তার করে। পরে রাত সাড়ে ৮টায় বালাগঞ্জ থানা পুলিশের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়।

জানা যায়, ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-৩ আসনের অন্তর্ভুক্ত বালাগঞ্জের পশ্চিম গৌরীপুর ইউনিয়নের আজিজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্রে জাল ভোট প্রদানে বাঁধা প্রদান করায় উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সায়েম আহমদ সুহেলকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

পরবর্তীতে নিহত সায়েম আহমদ সুহেলের চাচাতো ভাই পশ্চিম গৌরীপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান লুৎফুর রহমান বাদি হয়ে ৫ জনের নাম উল্লেখ করে ও ২৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে আদালতে মামলা দায়ের করেন।

আবারও সুদের হার কমালো মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ বা ফেড চলতি বছরে তৃতীয় বারের মতো নীতি সুদ হার কমালো। এক বিবৃতিতে ফেড জানায়, কর্মসংস্থানকে গতিশীল করে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ সুদ হার কমানো হয়েছে। ফেডের নতুন সুদের হারের লক্ষ্যমাত্রা ৪ দশমিক ২৫ থেকে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। এবিসি নিউজ।

নীতি সুদ হার শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ কমিয়ে সুদের লক্ষ্যমাত্রা ৪ দশমিক ২৫ থেকে ৪ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে রাখার ঘোষণা দিয়েছে ফেডারেল রিজার্ভ। ফেড বলছে, অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ। মূলত, নিম্নমুখী কর্মসংস্থানের হারকে মাথায় রেখেই সুদের হার কমিয়ে অর্থনীতিতে অর্থের সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হলো। তবে ফেডারেল রিজার্ভের প্রধান মনে করেন, সুদ হার কমানোর ফলে ২০২৬ সালের মধ্যে মূল্যস্ফীতিকে ২ শতাংশে নামিয়ে আনার বিষয়ে তাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নাও হতে পারে। নতুন করে সুদ হার কমানোর ব্যাখ্যা দিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েল জানান, দেশের মূল্যস্ফীতি আর কর্মসংস্থান পরিস্থিতিকে সাধারণ মানুষের অনুকূলে রাখার চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখেই তারা সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গৃহায়ন খাত ছাড়া অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভালো করছে বলে জানান পাওয়েল। তিনি জানান গড়ে ২ শতাংশ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা আরও কিছু বছর অব্যাহত থাকবে। মূল্যস্ফীতির ওপর সুদের হার কমানোর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ফেডারেল রিজার্ভ সচেতন রয়েছে বলেও দাবি করেন জেরোম পাওয়েল।

গত আগস্ট মাসেই ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল বলেছিলেন, নীতি সুদ কমানোর সময় এসেছে। তনি আরও বলেন, মহামারির সময় থেকে যে মূল্যস্ফীতি বাড়তে শুরু করে, সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র পেরিয়ে এসেছে। এ বিষয়ে ফেডের আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছে। জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতির হার ২ দশমিক ৯ শতাংশে নেমে আসার কারণেও এই আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। যদিও পাওয়েল বলেছেন, কবে ও কী হারে এই নীতি সুদহার কমানো হবে, তা নির্ভর করবে তথ্য-উপাত্তের ওপর। এরপর আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি ২ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে আসে; অর্থাৎ ফেডারেল রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা ২ শতাংশের কাছাকাছি চলে আসে মূল্যস্ফীতির হার। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর এটাই যুক্তরাষ্ট্রের সর্বনিম্ন মূল্যস্ফীতি। এরপর আর ফেডের সন্দেহের অবকাশ থাকেনি যে মূল্যস্ফীতি টেকসইভাবে ২ শতাংশের ঘরে নেমে আসছে। সে কারণেই তাদের এই সিদ্ধান্ত।

এ নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০২৪ সালে তৃতীয়বারের মতো সুদের হার কমালো। এ বিবৃতিতে ফেড জানিয়েছে, আসছে ২০২৫ সালে মাত্র দুই বার সুদের হার কমানো হতে পারে। ফেডারেল রিজার্ভের নীতি সুদের হারের ওপর ভিত্তি করেই দেশের সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদের হার নির্ধারিত হয়। উল্লেখ্য, গত ৬ নভেম্বর দ্বিতীয়বারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ভোটে জেতার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সুদহার কমানোর কথা ঘোষণা দেয় ফেডারেল রিজার্ভ।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, অর্থনীতি জগতে ফেডের এই সিদ্ধান্ত বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বড় মাইলফলক। দুই বছর ধরে ফেড উচ্চ মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে যে লড়াই করছিল, এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সেই লড়াইয়ে তাদের বিজয় ঘোষিত হলো বলে মনে করছেন বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

সম্পাদকীয়

ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণই বিজয়ের মূল চেতনা

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলার মানুষ যুদ্ধ করে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করেছিল। এ শুধু একটি ভূখণ্ডের স্বাধীনতার লড়াই ছিল না। ছিল শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্টার লড়াই। এ লড়াই চলমান।

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা সব সময় সহজ ছিল না। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি ঐতিহাসিক সংগ্রাম, যা শুধু একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনের নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল। স্বাধীনতার লড়াই থেমে থাকে না। যতদিন একটি ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ আমরা গড়তে না পারছি, ততদিন লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। একাত্তরে আমরা সে শিক্ষাই পেয়েছি। প্রতি ডিসেম্বরে এটাই হোক আমাদের শপথ— স্বাধীনতা শুধু একটি ভৌগোলিক সীমা নয়, এটি একটি নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বও।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল একটি গঠনমূলক সংগ্রাম, যেখানে জনগণের অধিকারের জন্য, একটি শোষণহীন, সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পেছনে যে ত্যাগ ও সংগ্রাম ছিল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে সমাজ গঠন। কিন্তু স্বাধীনতার বহু বছর পরও দেশের মানুষের জীবনে সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসেনি। এখনও সমাজে বৈষম্য, দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব এবং সমতার অভাব রয়েছে। এই সমস্যাগুলি দূর করতে হলে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

> কর্মসংস্থান তৈরির জন্য উদ্যোক্তা এবং কর্মজীবীদের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে একজন নাগরিক তার মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত সুফল ভোগ করবে।

ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য প্রশাসনিক সংস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদি দুর্নীতির কবলে থাকে, তবে জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা সম্ভব নয়। সরকারী সেবাগুলির কার্যকরী পরিবেশন নিশ্চিত করতে হবে, এবং সর্বোপরি এটি নিশ্চিত করতে হবে যে দেশের সম্পদ জনগণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ প্রাপ্য সুবিধা পাবে এবং তারা স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিত হবে না।

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মৌলিক সুবিধার অভাব প্রকট। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার উন্নতি এবং স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। গ্রামের জনগণের জন্য উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে, তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা জরুরি। পাশাপাশি, শহরের অভ্যন্তরে এবং গ্রামে ন্যায় ও সমতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, যাতে সমাজের প্রতিটি সদস্য সমান অধিকার এবং সুযোগ পায়।

নারী ও শিশুদের অধিকার একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের অপরিহার্য অংশ। আজও বাংলাদেশের অনেক নারী ও শিশু হয় সহিংসতার শিকার, হয় তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। নারীর ক্ষমতায়ন, তাদের নিরাপত্তা এবং সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা। পাশাপাশি, শিশুদের শিক্ষা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা, তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা আমাদের দায়িত্ব।

একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করতে হলে নাগরিকদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন। প্রতিটি নাগরিক যাতে তার কর্মজীবন ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে চিন্তিত না হয়ে একটি স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মসংস্থান তৈরির জন্য উদ্যোক্তা এবং কর্মজীবীদের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে একজন নাগরিক তার মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত সুফল ভোগ করবে।

শিক্ষা সমাজের মূল স্তম্ভ এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের ভিত্তি। দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন, যাতে সবাই সমান সুযোগ পায়। কিন্তু বর্তমানে দেশে কিছু কিছু অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সীমিত। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার অধিকার বুঝতে পারে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করে। এটি একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত— একটি বৈষম্যহীন, শোষণহীন এবং সবার জন্য সমান অধিকার সমৃদ্ধ সমাজ গঠন। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য ছিল একত্রে এগিয়ে যাওয়া, সকলের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। তাই, স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিকে ধরে রেখে, প্রতি ডিসেম্বরে আমাদের শপথ হওয়া উচিত, যাতে আমরা সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারি। আমাদের স্বাধীনতা শুধু একটি রাজনৈতিক অধিকার নয়, এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব, যা আমাদের সবার পালন করতে হবে।

আমেরিকার আর্থিক পতন ও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

সাহিদুর রাহমান

একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। ধরুন, আপনার একজন বন্ধু আছে, যার নাম আমির। আমির সবসময় একটু নেতাগিরি করে আর সবার সব বিষয়ে নাক গলায়। আমিরের একটা বাজে অভ্যাস আছে, যেটা হলো তাঁর হাত খুব খোলা। সবাইকে কম বেশি আর্থিক সাহায্য করে থাকে। বছরে তাঁর যা আয় হয় তাঁর চেয়ে খরচ অনেক বেশি। যার ফলে মানুষের কাছে আমিরের অনেক দেনা। প্রত্যেক বছর এই দেনার জন্য আমিরকে শুধু সুদ বাবদ অনেক টাকা দিতে হয়।

এখন আমির যদি আপনাকে বলে বন্ধু, প্রত্যেক বছর আমার আয়ের চেয়ে খরচ অনেক বেশি। তুমি আমাকে এই অতিরিক্ত খরচের টাকাটা ধার দিবা আর আমি তোমাকে সুদে আসলে তিরিশ বছর পর এই টাকা ফেরত দেব। আপনি কি আমিরকে কোন টাকা ধার দিবেন? অবশ্যই না। কারণ যার নাকি এত টাকা দেনা, আর এই দেনা শোধ করার ইচ্ছা যার নাই, তাকে আর যাই হোক টাকা ধার দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। ধরুন আপনার এই বন্ধুর নাম আসলে আমির না, তার নাম হচ্ছে আমেরিকা। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমেরিকার অবস্থা।

২০২৪ সালে আমেরিকার বাজেটের পরিমাণ ছিল ৬.৭৫ ট্রিলিয়ন ডলার। আমেরিকার বাৎসরিক ট্যাক্স আয়ের পরিমাণ ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। সুতরাং বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১.৭৫ ট্রিলিয়ন ডলার, যেটা মোট বাজেটের ৩৫%। এই ঘাটতির পুরা টাকাটাই আমেরিকাকে ধার করতে হয়েছে ডলার ছাপিয়ে এবং তার বিপরীতে বন্ড ছেড়ে। এভাবে প্রতি বছর ঘাটতির টাকা জমে এখন আমেরিকার মোট দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫ ট্রিলিয়ন ডলার। আর এই দেনার জন্য শুধু সুদ বাবদ বছরে দিতে হচ্ছে ৭০০ বিলিয়ন ডলার, যেটা বাজেটের সবচেয়ে বড় অংশ।

একটা দেশের বাজেটের ঘাটতি যদি ৩৫% হয় আর এর মধ্যে ১৪% যদি সুদই দিতে হয়, তাহলে বুঝতে পারছেন আমেরিকার আর্থিক বাবস্থাপনা কতটা খারাপ? আর কি ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে আমেরিকা এগুচ্ছে। আমেরিকার ৩৫ ট্রিলিয়ন ডলার দেনার মধ্যে ২৬.৮% দেনা হয়েছে বিদেশি দেশগুলির কাছে। আর বাকি ৭৩.২% দেনা নিজের দেশের জনগণ আর ব্যাংকিং খাতের কাছে। আপনার বন্ধু আমিরের মত একদিন যদি আমেরিকাকে আর কেউ টাকা ধার দিতে অর্থাৎ বন্ড কিনতে না চায় তাহলে আমেরিকার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক খাতে মারাত্মক ধস নামবে। বার্ষিক বাজেট যদি ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, তাহলে স্বাস্থ্য, সেবা, শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামরিক খাতে বড় আকারের কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে, যেটা সমাজে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। কারণ হাজার হাজার মানুষ চাকুরি হারাবে, ক্রয় ক্ষমতা হারাবে। বেকারত্বের সংখ্যা বাড়বে এবং সর্বোপরি ধনী আর গরিবের আয়ের ব্যবধানটা আরও বাড়বে।

এই তো গেল আমেরিকান ধার দেনার কথা। আর একটা ব্যাপার সমগ্র পৃথিবীতে নীরবে ঘটে যাচ্ছে, যেটা আমেরিকার অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেটা হলো ডি-ডলারইজেশন এবং ডলার ডি-ভ্যালুঅ্যাশন। হয়ত ভাবছেন এটা আবার কী? এই সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদেরকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চলে যেতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষের দিকে তখন ১৯৪৪ সালে মিত্র বাহিনী ব্রেটেনউড নিউ হ্যাম্পশায়ার আমেরিকাতে মিলিত হয় নতুন এক আর্থিক ব্যবস্থাপনা তৈরি করা জন্য। যে ব্যবস্থাপনাটা দেশগুলো যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বাস্তবায়ান করার জন্য তৈরি করে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে এখন থেকে আমেরিকান ডলার ব্যবহার করা হবে, যেটা আগে ছিল গোল্ডে। আর আমেরিকা ডলারের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ডলারের বিপরীতে সমপরিমাণ গোল্ড রিজার্ভ রাখবে।

আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে গোল্ডের বদলে আমেরিকান ডলার ব্যবহারের এই সিদ্ধান্তটা ইউরোপকে বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছিল। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের সব দেশ আর্থিকভাবে সম্পূর্ণভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। তাদের ভৌত অবকাঠামো সম্পূর্ণ পুনর্নির্মানের জন্য আমেরিকার সাহায্য দরকার ছিল। সুতরাং আমেরিকা যেভাবে চেয়েছে সেটাতে সবাই সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

সেই ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী, পৃথিবীর সব দেশ এখন তাদের রিজার্ভের একটা অংশ আমেরিকান ডলার, বন্ড বা গোল্ডে রাখে। রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে আমেরিকান ডলার হচ্ছে সব দেশের পছন্দের। কারণ পৃথিবীর যে কোন দেশের মুদ্রার চেয়ে আমেরিকান ডলারের উপর আস্থা সবার বেশি। আস্থাটা এতটাই বেশি যে বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত বৈদেশিক লেনদেনের ৮৯% হয়ে থাকে আমেরিকান ডলারে। এখন হঠাৎ করে যদি পৃথিবীর সব দেশ সিদ্ধান্ত নেয় যে এখন থেকে তারা আর আমেরিকান ডলারে লেনদেন করবো না অথবা রিজার্ভ গোল্ডে রাখবে, তাহলে আমেরিকান ডলারের চাহিদাটা কোথায় গিয়ে নামবে ভেবেছেন? এটাকেই বলে ডি-ডলারইজেশন। এই ডি-ডলারইজেশন কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং এটা অনেক হারে বেড়েছে ২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী থেকে, যেদিন রাশিয়া ইউক্রেনকে আক্রমণ করেছে।

আপনি হয়ত ভাবছেন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সাথে ডি-ডি-ডলারইজেশনের সম্পর্কটা কোথায়? হ্যাঁ, সম্পর্ক অবশ্যই আছে। এই সম্পর্কে বলার আগে ইতিহাসের একটা প্রেক্ষাপট জানা দরকার।

১৯৯০ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়, তখন পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো সোভিয়েত ইউনিয়নকে মৌখিকভাবে আশ্বস্ত করেছিল যে, তারা তাদের সামরিক জোট ভেঙ্গে দিবে, আর বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নও তাদের সামরিক জোট ওয়ার্স ভেঙ্গে দিবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের জোট ওয়ার্স ঠিকই ভেঙ্গে দিয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব তাদের জোট ন্যাটো ভাঙ্গে নাই। ভাঙ্গে তো নাই, বরং জোটকে আরও সম্প্রসারণ করেছে। ১৯৯০ সালের পর আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, স্লোভানিয়া, রুমানিয়া, লিথুনিয়া, লাটভিয়া, এস্তনিয়া, ফিনল্যান্ড ন্যাটোর নতুন সদস্য হিসাবে যুক্ত হয়েছে। রাশিয়া এই ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্বকে কয়েক দশক ধরে বলে আসছে যে, এই সম্প্রসারণ তাদের মতৈক্যের পরিপন্থী, এটা তারা করতে পারে না। কারণ ন্যাটোর নতুন সদস্যদের মধ্যে অনেকগুলো দেশের সাথে রাশিয়ার সীমানা আছে। এসব দেশে ন্যাটো তাদের সামরিক সরঞ্জাম, সৈন্য, আর মিসাইল স্থাপন করছে যেটা রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার এই অভিযোগে কোন কর্ণপাত করে নাই, বরং রাশিয়ার সাথে যেই প্রতিবেশী দেশের সবচেয়ে বড় সীমান্ত সেই ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যুক্ত করার চেষ্টা শুরু করে।

ইউক্রেন রাশিয়ার ভূ-নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর একটি দেশ। কারণ ইউক্রেনের অবস্থান কৃষ্ণসাগরের পাড়ে। যেটা গিয়ে মিশেছে ভূমধ্যসাগরের সাথে। ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপের সাথে রাশিয়া পণ্য আনা নেওয়া করে। আরেকটা কারণে ইউক্রেন রাশিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে ইউক্রেনে তেমন কোন পাহাড় পর্বত নাই। ইউক্রেন খুব সমতল ভূমির একটা দেশ। ইউক্রেনের সমতল ভূমির কারণে খুব তাড়াতাড়ি ট্যাঙ্ক বা ঘোড়ার মত বাহন ব্যবহার করে ইউরোপ থেকে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে পৌঁছে যাওয়া যায়। যে কারণে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৮১২ সালে রাশিয়া আক্রমণ করেছিল ইউক্রেন দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারও রাশিয়া আক্রমণ করেছিল এই ইউক্রেন দিয়েই।

অতএব, রাশিয়ার জনগণ কিছুতেই ইউক্রেনে কোন পরাশক্তির উপস্থিতি সহ্য করবে না। সত্যি কথা বলতে কোন দেশই করবে না। এই কথাটাই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পশ্চিমা বিশ্বকে বার বার বলে আসছে, কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব কিছুতেই কর্ণপাত করে নাই। যে কারণে রাশিয়া ইউক্রেনকে আক্রমণ করে দখলে নেওয়ার চেষ্টা করে যখন দেখল ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে।

এবার ডি-ডলারইজেশনের কথায় আসা যাক। যে কারণে ২০২২ সাল থেকে ডি-ডলারইজেশন বেশি হারে শুরু হয়েছে। রাশিয়া যখন ইউক্রেন আক্রমণ করে, তখন পশ্চিমা বিশ্ব অনেকটা ন্যাক্কারজনকভাবেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করেছে। পশ্চিমা বিশ্ব প্রথমে রাশিয়াকে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যম সুইফট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। তারপর রাশিয়ার ৩০০ বিলিয়ন ডলারের মত রিজার্ভ জব্দ করে নিয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের এই রাজনৈতিক কারণে আর নিজেদের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করা অনেক দেশের টনক নড়িয়ে দিয়েছে। কারণ ভারত, চায়না, ব্রাজিল, তুরস্ক, ইরানের মত দেশগুলো ভাবছে ভবিষ্যতে যদি আমাদের সাথে আমেরিকার কোন বিরোধ বাধে তাহলে রাশিয়ার মত আমাদের সমস্ত ডলার রিজার্ভ পশ্চিমা বিশ্ব জব্দ করে নিতে পারে। সুতরাং ডলারে উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। এই কারণে এই দেশগুলো তাদের রিজার্ভ ডলার থেকে গোল্ডে রুপান্তর করা শুরু করে দিয়েছে। যে কারণে গোল্ডের দাম এখন বিশ্ববাজারে সর্বকালের সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া বর্তমানে এই দেশগুলো আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য ডলারের পরিবর্তে নিজেদের মুদ্রা ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। আবার ভবিষ্যতে যাতে সুইফট ব্যবহার করতে না হয় এই জন্য নতুন পন্থায় কিভাবে আন্তর্জাতিক লেনদেন করা যায় সেই ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে।

১৯৪৪ সালে আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে হিসাবে আমেরিকান ডলার ব্যবহারের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেটার পরিণতি যে কত সুদূরপ্রসারী সেটা মনে হয় না সেই সময় কেউ অনুধাবন করতে পেরেছিল। এর পরিণতি আরও ভয়াবহ করে তোলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন। ১৯৭১ সালে রিচার্ড নিক্সন ঘোষণা দেয় যে, আমেরিকা আর ডলারের বিপরীতে গোল্ড রিজার্ভ রাখবে না। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে নিক্সনের এই সিদ্ধান্ত আমেরিকাকে তার খুশি মত যখন প্রয়োজন তখন ডলার ছাপানোর সুযোগ করে দেয়। কারণ ডলারের বিপরীতে গোল্ড রিজার্ভ রাখার তো আর বাধ্য বাধকতা রইল না। অতএব যুদ্ধের জন্য বা বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য যা ডলার দরকার শুধু ছাপাও আর বন্ড ছাড়ো। এই কারণে ভিয়েতনাম, কোরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, ইউক্রেন, গাজার মত ব্যয়বহুল যুদ্ধ আমেরিকা করেছে এবং করে যাচ্ছে। আর আমেরিকার ইচ্ছামত ডলার ছাপানোর জনা সমগ্র পৃথিবীতে যে মুদ্রাস্ফীতি তৈরি হয় সেটা বিশ্বের সব দেশকে বহন করতে হচ্ছে। বলা যায় অনেকটা মগের মুল্লুক।

যুগে যুগে সব সাম্রাজ্যেরই এক সময় অবসান ঘটেছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় কোন সাম্রাজ্যই আর্থিক দেনা নিয়ে বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। সবসময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকা, অতিরিক্ত খরচ এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খরচের ধাক্কায়। আমি মনে করি আমেরিকার রাজনীতিবিদদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। আমেরিকার রাজনীতিবিদরা আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রেখে যে বাজেট করতে হয় এটাই ভুলে গেছেন। ২০০১ সালে আমেরিকা সর্বশেষ উদ্বৃত্ত বাজেট দেয়, তারপর প্রতি বছর বাজেটে ঘাটতি বেড়েই চলছে। এইভাবে বাজেটে ঘাটতি চলতে থাকলে ২০৩৪ সাল নাগাদ শুধু দেনার সুদের পরিমাণ দাঁড়াবে ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। সুতরাং এই ক্রমবর্ধমান জাতীয় দেনা আর ডি-ডলারইজেশনই আমেরিকার আর্থিক পতন ডেকে আনবে এবং এটা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

সাহিদুর রাহমান
মিনেসোটা, আমেরিকা

হকার সমস্যা ও সমাধান

ড. সৈয়দ ইজাজ আহসান

একটা উন্নয়নশীল দেশে সমস্যার কি শেষ আছে। যেখানে অনেক বড় বড় সমস্যারই কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে ছোটখাট সমস্যা নিয়ে কথা বলার কি কোনো সুযোগ আছে। কিন্তু আমার কাছে সমস্যাটা খুব ছোট বলে মনে হয় না। এ কথা সত্যি, অনেক সময় হকার সমস্যা একটা উৎপাত বলে মনে হয়। কেননা যেকোনো দেশেই ফুটপাত রাখা হয় মানুষের হাঁটার জন্য। দোকানের পসরা বসিয়ে সেটা বন্ধ করে দিলে সাধারণ মানুষের বিড়ম্বনার শেষ থাকে না। মানুষ তখন বাধ্য হয়ে গাড়ি চলাচলের রাস্তা ব্যবহার করে। ফলে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটে।

এমনিতেই বাংলাদেশ একটা বিপুল জনসংখ্যার দেশ। এর ওপর বড় শহরগুলোতে উপচে পড়া ভিড়। এখানে আবার যদি ফুটপাত এভাবে বন্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই এটা একটা সমস্যা।

আমাদের সিটি করপোরেশন কর্তাব্যক্তিদের ভাবখানাও তাই। কোনোভাবেই তারা হকারের উৎপাত সহ্য করতে রাজি না। প্রায়ই দেখা যায় তারা তেড়ে আসেন। সাথে থাকে ডজনখানেক টিভি চ্যানেলের ক্যামেরা। মাইক এগিয়ে দিতেই কর্তারা অগ্নিশর্মা হয়ে তাদের শাসিয়ে দেন এই ধরনের কাজ এখন থেকে আর সহ্য করা হবে না। আর তাদের ছোটখাটো টিনশেডের কোনো দোকান থাকলে তা গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যান। বাহবা পান সব মহল থেকে। যেন তিনি এক মহান কাজের কারিগর। দেশ তো এদেরকেই চায়।

মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে সেই হকার নামের প্রাণীগুলো। প্রাণী বললাম, কেননা তাদের আমরা নাগরিক মনে করি না। আবার আমরা যেমন মনে করি ওদের এই ব্যবসা করতে কোনো টাকা পয়সা লাগে না—এমনটাও কিন্তু না। তাহলে ওরা আর ব্যবসা করতে পারত না। পদে পদে ওদের হাদিয়া দিতে হয় বিভিন্ন পক্ষকে। চাঁদা না বলাই ভালো। কারণ, শব্দটা একটু আপত্তিকর যারা এসব আদায় করে থাকেন, তাঁদের জন্য। তাঁরা সমাজের উঁচু শ্রেণির লোক। যেমন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অথবা তাদের নিয়োজিত হাদিয়া আদায়কারী লোকলস্কর বা এলাকার সন্ত্রাসী চক্র। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও নিয়মিত হাদিয়া পেয়ে থাকে বলে অভিযোগ আছে। অতএব তারাও চায় যে হকার থাকুক। কারণ, হকার মানে হকার না, হকার মানে হাদিয়া। অবশ্য মাঝে মাঝে তারা ফিরে আসে। অসহায় মানুষগুলো ওদের পণ্য গুটিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। কেউ কেউ ধরা পড়ে। পুলিশের গাড়িতে তোলা হয় তাদের। পরে যথাযোগ্য সম্মানী দিয়ে রেহাই মেলে।

> বাংলাদেশে এখন সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব। এই হকারদের একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতায় এনে যদি এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা যায়, তবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে অনেক দূর।

কিন্তু এই মানুষগুলো কারা? এরা কী চোর ডাকাত, সন্ত্রাসী? কী করছে ওরা? ওরা কি দেশের বা সমাজের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজের সাথে জড়িত? উত্তর হচ্ছে, কখনোই না। সকাল থেকে সন্ধ্যা রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে ওরা ওদের পরিবারের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত। ওরা যে জিনিসপত্র বিক্রি করে, ওগুলো সাধারণত মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তদের চাহিদা পূরণ করে। সস্তা পণ্য ওই শ্রেণির মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায়।

দেখা যাচ্ছে, এটা একটা বিশাল বাজার। আর এর সাথে জড়িত বিশালসংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকা। তারা যে জিনিস বিক্রি করে, তা তৈরি হয় অসংখ্য ছোট ছোট কারখানায়। ফলে কর্মসংস্থান হচ্ছে প্রচুর মানুষের। কথা হলো, তাহলে কি হকারদের এভাবে ব্যবসা করাটা মেনে নিতে হবে? যারা পথচারী, তাদেরও তো অধিকার আছে রাস্তায় ঝুঁকিমুক্ত চলাচলের। তাহলে সমাধানটা কী? সমাধানটা এ রকম যে, সাপও মরবে আবার আমার লাঠিও ভাঙবে না। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা আর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের।

প্রথমে বড় শহর ঢাকা ও চট্টগ্রামে জরিপ চালিয়ে দেখতে হবে কী পরিমাণ লোক এর সাথে জড়িত। তারা কী কী পণ্য বিক্রি করে? গ্রামীণ ব্যাংক যেভাবে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে লোকদের স্বাবলম্বী করে, সে রকম কোনো ব্যবস্থা হতে পারে আবার সমবায়ের মাধ্যমেও হতে পারে। কীভাবে ভালো হবে–এটা একটা গবেষণার বিষয়। কিন্তু এই ব্যবসাটায় সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে এটার একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। এর মাধ্যমে এদের অর্থায়ন, বিপণন পণ্যের মানোন্নয়ন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হবে। তাহলে ব্যক্তিগতভাবে তাদের অবৈধভাবে ব্যবসার প্রয়োজন হবে না। দ্বিতীয়ত, ফুটপাত শুধু মানুষের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। তাহলে হকারদের জায়গা হবে কোথায়? অনেকভাবে এটা হতে পারে যেমন নিদিষ্ট সময় অথবা নিদিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করে দেওয়া যেতে পারে। করা যাবে, এটা নিশ্চিত। তবে ঠিক কীভাবে করা যাবে, তা মূলত গবেষণার বিষয়।

এ কথা এ জন্য এখন বলছি কেন? কারণ, যার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেয়েছে, সেই ক্ষুদ্রঋণের কারিগর এখন বাংলাদেশের সরকারপ্রধান। তিনি স্বল্পমেয়াদে অন্তত পক্ষে এর একটা ভিত্তি রচনা করে যেতে পারেন, যা পরে ধীরে ধীরে বিকশিত হবে। এর ফলে আরও বেশিসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হবে, দেশজ উৎপাদন বাড়বে, মানুষ চলাচলে স্বস্তি পাবে।

বাংলাদেশে এখন সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব। এই হকারদের একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতায় এনে যদি এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা যায়, তবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে অনেক দূর। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়–বাংলাদেশের যদি প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতি নির্ভর করে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির মধ্যে। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের উন্নতি নিশ্চিতভাবে দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করবে। বর্তমান সরকারের কাছে প্রত্যাশা–এই হতভাগ্য হকারদের প্রতি যেন সুদৃষ্টি দেওয়া হয়। আশা করি এর ফলে বাংলাদেশ এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে।

লেখক: শিক্ষক ও গবেষক

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

বিজয় দিবস স্বাধীনতার না মুক্তির

এম আর খায়রুল উমাম

১৬ ডিসেম্বর। বিজয় দিবস। কিন্তু দেশের সাধারণ জনগণ আজও বুঝতে পারে না এটা স্বাধীনতার বিজয় দিবস, নাকি মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবস। এটা যদি স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয় দিবস হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে এ বিজয়ে জনগণ শুধু স্বজাতির শাসনই উপভোগ করতে পেরেছে। আর এটা যদি মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবস হয়ে থাকে, তাহলে যে মুক্তির আশায় মানুষ বুক বেঁধেছিল, তারা আজও তা খুঁজে পায়নি।

বিজয়ের ৫৩ বছরে দাঁড়িয়ে দেশ আজও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির আশায় প্রতিনিয়ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বাড়া-কমার প্রতিযোগিতার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সাধারণ মানুষের মুক্তিতে সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এসব মানুষের ভূমিকা আজ পর্যন্ত কেউ দেখতে পেয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। আগামীতেও জনগণের প্রত্যাশা, জনগণের স্বপ্ন পূরণের যুদ্ধে সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সেসব মুক্তিযোদ্ধার ঐক্যবদ্ধ অগ্রযাত্রা দেখার আশা করা যাচ্ছে না। বিপরীতে ক্ষমতার বলয়ে থাকা সুবিধাবাদি মানুষেরা যখনই বিপুলসংখ্যক জনগণকে নিজেদের সুবিধা প্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টিকারী মনে করেছে, তখনই রাজাকার বলে গালাগাল দিয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছে। এতে যে আখেরে মৌলবাদীরা লাভবান হয়েছে, সে ভাবনা জাগ্রত হয়নি কারও মনেই। বিশ্বব্যাপী দেখা যায়, দেশে দেশে খারাপ মানুষের তালিকা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশই বোধকরি একমাত্র দেশ, যেখানে স্বাধীনতার ৫৩ বছরের মধ্যে রাজাকারের তালিকা তৈরিতে উদ্যোগ নেয়নি কোনো সরকারই। তাই তো জনবহুল ছোট এই দেশে সাধারণ মানুষ যত না আহত মুক্তিযোদ্ধা দেখতে পায়, তার বিপরীতে একটাও আহত রাজাকার দেখতে পায় না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা দিয়ে জনগণকে মালিক বলা হলে কি হবে, দেশের জনগণ আজও প্রজাই থেকে গেছে। তাই তো প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা তাদের 'স্যার' বলার জন্য আন্দোলন করার সাহস পায় এবং তা বাস্তবায়নেও সফল হয়। কী বিচিত্র আমরা, কী বিচিত্র আমাদের দেশ, যেখানে সেবকেরা 'স্যার' হয়ে গেছে, আর মালিকেরা সেবকদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে তার সমস্যা সমাধানে নিবেদন করছে—এমন একটা পরিবেশ আমাদের তথা সাধারণ জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের এক কর্মশালায় যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে প্রধান বক্তার বক্তব্য শুনেছিলাম, যেখানে তিনি বলেছিলেন—'৩৭ বছর দেশের সর্বোচ্চ সাচিবিক পদে দায়িত্ব পালনের পর সাত বছর গবেষণা করে দেখেছি যে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা উল্টো উটের পিঠে চলেছে। প্রজাতন্ত্রের মালিক ও সেবকদের অবস্থান বিপরীতমুখী।' বক্তব্য শুনে শুধু মনে হলো এই সাধারণ বিষয়টি বুঝতে ওনার ৪৪ বছর লেগে গেল! কী হবে আমাদের এই দেশটার? গ্রামের একটা প্রবাদ আছে, যার হয় না ৯-এ তার হয় না ৯০-এ। জানি না দেশের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনে নিয়োজিত কর্তাব্যক্তিরা আরও কত বছর পার হলে তবে বুঝতে পারবেন মালিকেরা সেবকদের 'স্যার' বলবেন—এটা যৌক্তিক নয়; বরং সেবকেরা মালিককে স্যার বলবেন সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই শ্রেয়।

> এখনো জনগণের প্রত্যাশা মুক্তিযুদ্ধের মূল ভিত্তি বা দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। ক্ষমতাবানেরা দিনে দিনে এই দর্শন থেকে ক্রমে সরে আসার ফল আজকের বাংলাদেশ। এই পতিত বাংলাদেশকে বের করে আনতে যত সংস্কার করা হোক না কেন, তা মুক্তিযুদ্ধের মূল ভিত্তিকে সামনে রেখে করা প্রয়োজন।

১৯৭১-এ দেশের অনক্ষর অনাহারি কৃষক-শ্রমিক জীবনের মায়া ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রত্যাশা ছিল দেশে বৈষম্যহীন একটা সমাজ তারা পাবে, যেখানে তাদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত হবে। গত ৫৩ বছরে সাধারণ জনগণের এ প্রত্যাশার কোনোটাই পূরণ হয়নি। বরং মসনদে বসে ক্ষমতাসীনরা জনগণের প্রত্যাশা পূরণে উদ্যোগ গ্রহণ না করে একটা লুটেরা সমাজ তৈরি করেছে। যে সমাজে ঘুষ, দুর্নীতি, অর্থপাচার, ব্যাংক জালিয়াতি, শেয়ারবাজার লুট, খাল-বিল-নদীসহ জমি দখল, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, সিন্ডিকেট ব্যবসা ইত্যাদি কী যে হয়নি, তাই বলা কঠিন। প্রাগুক্ত এই সব কাজে নিয়োজিত অসামাজিক মানুষগুলোই সমাজকে লুটেরা তৈরি করেছে, নিজেরা ক্ষমতবান হয়েছে, মসনদে বসে লাঠি ঘুরিয়েছে। নির্দ্বিধায় বলা যায় স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত মসনদে আসা ব্যক্তিরা এসব কাজে জীবনপাত করে নিজেদের দক্ষতা আর পারদর্শিতার ডিগ্রিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে।

দৈনিক পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেই এ বিষয়ের ভুরি ভুরি উদাহরণ সামনে আসবে। সম্প্রতি দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে সম্পাদিত মাত্র পাঁচ প্রকল্পেই ব্যয় বেড়েছে ৫৬ হাজার কোটি টাকা। প্রকাশিত প্রতিবেদনে যোগাযোগ খাতের পদ্মা সেতু, পদ্মা রেল সংযোগ, কর্ণফুলী টানেল, দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ ও মেট্রোরেল প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে স্বাধীনতার পর এমন একটা প্রকল্পও আসেনি, যা প্রাক্কালিত ব্যয় এবং সময়ে শেষ হয়েছে। এভাবেই সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে লুটের সাম্রাজ্য তৈরি করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চার মূল ভিত্তি গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের এ চার মূলভিত্তির একটাও মসনদপ্রেমীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। যে যার ইচ্ছামতো এগুলোর ওপর অত্যাচার করে গিয়েছে। ক্ষমতাবানদের এই অত্যাচারের ফলে সাধারণ মানুষ একটা বৈষম্যের সমাজ পেয়েছে, লুটেরা সমাজ পেয়েছে, আর মৌলবাদের চরম বিকশিত রূপ দেখছে দেশ। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির দাবিদাররাও দেশকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যে, আজ অপরপক্ষ সারা দেশ চষে বেড়িয়ে জ্ঞান দিয়ে চলেছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মৌলবাদের উত্থানের এই দায় কোনোদিন সাধারণ জনগণ গ্রহণ করতে না চাইলেও ঘটনার ভুক্তভোগীর তালিকায় একমাত্র নাম রয়েছে এ সাধারণ মানুষেরাই। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীশক্তি আজও মনে করে একাত্তরে তাদের ভূমিকা ভুল ছিল না। তারা ভাবছে দেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার কথা, রাজাকারদের সহিংস রূপের কথা জনমন থেকে মুছে গিয়েছে। সত্যিই সেলুকাস কী বিচিত্র আমাদের অবস্থা!

এখনো জনগণের প্রত্যাশা মুক্তিযুদ্ধের মূল ভিত্তি বা দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। ক্ষমতাবানেরা দিনে দিনে এই দর্শন থেকে ক্রমে সরে আসার ফল আজকের বাংলাদেশ। এই পতিত বাংলাদেশকে বের করে আনতে যত সংস্কার করা হোক না কেন, তা মুক্তিযুদ্ধের মূল ভিত্তিকে সামনে রেখে করা প্রয়োজন। তাহলেই বিজয় দিবস হবে জনগণের মুক্তির বিজয় দিবস। জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিজয় দিবস।

লেখক: সাবেক সভাপতি, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বিজয় দিবসে চোখে পড়েনি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিজয় দিবস উদযাপন করেছে, যার জন্য দলটির কৃতকর্মকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা।

টুঙ্গিপাড়ায় নীরবতা

প্রতিবছর বিজয় দিবসে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপস্থিতি থাকে চোখে পড়ার মতো। কিন্তু এবার সেই চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। সমাধিস্থল ছিল প্রায় জনশূন্য। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, এই প্রথম বিজয় দিবসে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে কোনো নেতাকর্মীকে দেখা যায়নি।

টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খুরশিদ আলম জানান, সমাধিস্থলে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচির খবর আমাদের কাছে নেই। স্থানীয় বাসিন্দা রহিজ মোল্লা বলেন, গত ১৬ বছর ধরে এদিনে সমাধিস্থল জনস্রোতে মুখর থাকত। এবার শেখ হাসিনা ক্ষমতায় নেই বলে কেউ আসেনি।

দেশে নিষ্ক্রিয় আয়োজন, প্রবাসে সক্রিয়তা

গত দেড় দশকে বিজয় দিবসে আওয়ামী লীগের নানা আয়োজন ছিল সাধারণ চিত্র। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে নেতাকর্মীরা বিজয় শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করতেন। ঢাকার রাজপথে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাজানো এবং বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ছিল নিয়মিত চিত্র।

তবে এবছর সেই আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন অনুপস্থিত ছিল। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দলটির নেতাকর্মীদের তৎপরতা তেমনভাবে চোখে পড়েনি। দলীয় ফেসবুক পেজে বিজয় দিবস উপলক্ষে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের বার্তা পোস্ট করা হলেও, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম ছিল অনেকটাই নিস্তব্ধ।

দেশের অভ্যন্তরে তেমন কোনো কার্যক্রম দেখা না গেলেও, প্রবাসে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শাখা সংগঠন বিজয় দিবস পালন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটি দেশে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা র‍্যালি, আলোচনা সভা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের এক নেতা জানান, দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমনই থাকুক, আমরা প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সামনে রেখে বিজয় দিবস উদযাপন করেছি।

> এ বছর বিজয় দিবসে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতি কোনো হস্তক্ষেপের ফলাফল নয়, বরং এটি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি প্রতিফলন। বিশ্লেষকরা বলছেন, স্বাধীনতার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা এখন সংকোচ বোধ করছেন বিজয় দিবসের মতো একটি ঐতিহাসিক দিনের আয়োজন করতে।

বিজয় দিবসে বিএনপি-জামায়াতের বর্ণাঢ্য আয়োজন

বিজয় দিবস উপলক্ষে বিএনপি তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী নানা কর্মসূচি পালন করেছে। দলটি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, যেখানে দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি তারা মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায়। এ ছাড়া, সারাদেশে বিএনপির পক্ষ থেকে আলোচনা সভা, র‍্যালি এবং শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে একটি কনসার্টও অনুষ্ঠিত হয়, যা 'সবার আগে বাংলাদেশ' শিরোনামে আয়োজন করা হয়। এই কনসার্টে বিএনপির নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশের স্বাধীনতার পক্ষে তাদের বার্তা প্রদান করেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন, আজকের দিনটি আমাদের জন্য গর্বের। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের পক্ষে কাজ করার শপথ নিলাম। তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং জনগণের অধিকার রক্ষার প্রতি তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করেন।

বিজয় দিবসে জামায়াতে ইসলামী তাদের নিজস্ব কর্মসূচি পালন করেছে। জামায়াতের পক্ষ থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে র‍্যালি এবং সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তারা তাদের নেতাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং ইসলামের আদর্শে দেশ পরিচালনার দাবি জানান। জামায়াতের র‍্যালি ও সমাবেশে দলের নেতারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নিজেদের রাজনৈতিক দর্শনের সাথে যুক্ত করে বক্তব্য রাখেন। জামায়াতের রাজনৈতিক অবস্থান এবং তাদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডও আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

জামায়াতের নেতারা বিজয় দিবস উপলক্ষে এক বিবৃতিতে বলেন, আজকের দিনটি আমাদের মুক্তির দিন। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার মাধ্যমে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি।" তারা তাদের রাজনৈতিক অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, "দেশে স্বাধীনতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা এবং স্বাধীনতার পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্য তারা তাদের অবস্থান জানাতে দ্বিধা বোধ করেন না।

আয়োজনে এমন পরিবর্তন কেন?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এ বছর বিজয় দিবসে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতি কোনো হস্তক্ষেপের ফলাফল নয়, বরং এটি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি প্রতিফলন। বিশ্লেষকরা বলছেন, স্বাধীনতার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা এখন সংকোচ বোধ করছেন বিজয় দিবসের মতো একটি ঐতিহাসিক দিনের আয়োজন করতে। তাদের মতে, বিগত দেড় দশকের বেশি সময় ক্ষমতায় থাকার পর আওয়ামী লীগ এবং তার নেতাকর্মীরা শোষণ ও নির্যাতনের মাধ্যমে জনগণের ক্ষোভের মুখে পড়েছে, যার ফলে তাদের মধ্যে এখন সংকোচ তৈরি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন বলেন, দলীয় নেতৃত্ব ও সরকার দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার পর জনগণের মধ্যে তৈরি হওয়া ক্ষোভ এবং সরকারী কর্তৃত্বের অতিরিক্ত ব্যবহার, এই সবই এখন দলের সংকোচ এবং রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপন করা অসম্ভব। ক্ষমতার পালাবদল হলেও ইতিহাসের সত্য অস্বীকার করা যাবে না।

এদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবারের বিজয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি নির্বাচনকালীন রূপরেখা এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন।

টিউলিপের বিরুদ্ধে ৪ বিলিয়ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে তদন্ত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) টিউলিপ সিদ্দিক, তার যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী মা শেখ রেহানা সিদ্দিক এবং তার খালা বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। কয়েক সপ্তাহের সহিংস বিক্ষোভের পর বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী শত শত বেসামরিক লোককে হত্যা করে, তার পর অবস্থা বেগতিক দেখে হাসিনা তার বোন রেহানাকে নিয়ে আগস্টে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে যান। বাংলাদেশের হাইকোর্টের আদেশের পরে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে, টিউলিপ সিদ্দিক মোট ১০ বিলিয়ন ডলারের পারমাণবিক চুক্তির 'দালালি' করতে সহায়তা করেছিলেন। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি রোসাটম নামে একটি রাশিয়ান রাষ্ট্র-সমর্থিত কোম্পানি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং ২০১৩ সালে হাসিনা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন টিউলিপ সিদ্দিকের উপস্থিতিতে ক্রেমলিনের অভ্যন্তরে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছিলেন, যিনি তখন একজন লেবার কাউন্সিলর ছিলেন।

দুদক সিদ্দিকের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করছে, যার মধ্যে তার খালাতো ভাই সজীব ওয়াজেদ জয়, যিনি যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন এবং তার চাচা তারিক সিদ্দিক, যিনি বাংলাদেশে লুকিয়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। আদালতের কাগজপত্রে তাদের নাম ছিল। দুদকের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, কমিশন জড়িতদের অবস্থান নির্বিশেষে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে সিদ্দিক এ বিষয়ে অস্বীকার করেছেন।

তার ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলেছে যে, অভিযোগগুলো যা প্রথম আমেরিকান ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে সেটি 'ভুয়া'। আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্যের সাধারণ সম্পাদক এবং সিদ্দিকের পারিবারিক বন্ধু সৈয়দ ফারুক বলেন, 'এই গল্পগুলো বানোয়াট। এগুলো হাসিনা পরিবারের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আক্রমণ। তারা টিউলিপকে আক্রমণ করছে, কারণ সে আমাদের মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্নি। জুলাই মাসে সিটি মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সিদ্দিককে ঘিরে ঘুষের তদন্ত হল বিতর্কিত একটি বিষয়। তিনি প্রায় ১৪ মাস ধরে লন্ডনের একটি সম্পত্তির ভাড়ার আয় ঘোষণা করেননি বলে সংসদীয় মানদণ্ড মেনে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছিল।'

সংসদীয় নিয়ম অনুসারে সদস্যদের ২৮ দিনের মধ্যে এই জাতীয় আয় ঘোষণা করতে হবে। টিউলিপ যার অফিসিয়াল উপাধি ট্রেজারির অর্থনৈতিক সচিব। তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং ভুলটি 'অসাবধানতাবশত' হয়েছিল বলে স্বীকার করেছিলেন। আগস্টে একই সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল কীভাবে সিদ্দিক দুই বছর আগে ২ মিলিয়ন পাউন্ডের পাঁচ বেডরুমের বাড়িতে চলে যান, যেটি তিনি তার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালা শেখ হাসিনার রাজনৈতিক মিত্রের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিলেন। একজন বাংলাদেশি বিরোধী রাজনীতিক ববি হাজ্জাজ সেপ্টেম্বরে হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করার পরে সিদ্দিক এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়।

আদালতের কাগজপত্রে উদ্ধৃত বাংলাদেশি মিডিয়ার বিভিন্ন নিবন্ধের ওপর ভিত্তি করে এটি তৈরি করা হয়েছিল। টিউলিপ সিদ্দিক এবং তার পরিবার পারমাণবিক চুক্তির সময় ঘুষ নিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকা থেকে ১২৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ঈশ্বরদী উপজেলায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তিটি ২০১৩ সালে ক্রেমলিনে একটি জমকালো অনুষ্ঠানে হাসিনা ও পুতিনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল যেখানে সিদ্দিক, তার মা রেহানা (৬৯) ও ছোট বোন আজমিনা (৩৪) উপস্থিত ছিলেন। সিদ্দিক ও তার পরিবার এমনকী পরে রাশিয়ান রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে ছবিও তোলেন।

বাংলাদেশি গণমাধ্যমের রিপোর্টগুলো গ্লোবাল ডিফেন্স কর্প নামে মার্কিন ভিত্তিক নিউজ ওয়েবসাইটের একটি নিবন্ধের দ্বারা আলোড়িত হয়েছিল, যেখানে টিউলিপ সিদ্দিক এবং তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা ৪ বিলিয়ন পাউন্ড কীভাবে চুরি করা হয়েছিল তা বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

রিট পিটিশনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের বিষয়ে রাশিয়ান সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক পরিচালনা ও সমন্বয় সাধনে টিউলিপ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তা জানানো হয়। নথিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১০ বিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ের ৯০ শতাংশ ক্রেমলিন থেকে হাসিনা সরকারের কাছে ঋণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছিল, কিন্তু হাসিনা পরিবার মালয়েশিয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে 'রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে ৪ বিলিয়ন পাউন্ড আত্মসাৎ করেছে।

নথিতে বলা হয়েছে, সিদ্দিক, হাসিনা ও তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মধ্যস্থতার বিনিময়ে আত্মসাৎকৃত তহবিলের ৩০শতাংশ পেয়েছেন। এমনকি দাবি করা হয়েছে যে, প্রচ্ছয়া লিমিটেড নামের একটি 'ভুয়া' কোম্পানির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ৭০৯ মিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত পাচার করা হয়েছে 'যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে'। হাসিনার শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের গুম করা।

অ্যামনেস্টির মতো গ্রুপ তাদের প্রতিবেদনে হাসিনা সরকারের অপব্যবহারের কথা তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের একটি আদালত তার জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে এবং তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ গত মাসে বলেছিলেন যে, তার মা বিচারের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত এবং 'কোনো ভুল করেননি'। কিন্তু হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকে তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি অন্যান্য দুর্নীতির বিষয়ে আদালতে বিভিন্ন কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে। সিদ্দিক অতীতে তার খালা হাসিনাকে একজন 'রোল মডেল' হিসেবে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু আগস্টে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি টিউলিপ। তার খালার কট্টরপন্থী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে অর্থমন্ত্রী টিউলিপের সম্পৃক্ততা এক দশকেরও বেশি পুরোনো, কারণ এরপর তিনি বৃটিশ মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন।

উইট ইস্টের টোরি এমপি জো রবার্টসন বলেছেন, 'এটি স্পষ্ট যে অভিযোগ গুরুতর, এখানে মন্ত্রী টিউলিপের সম্পৃক্ততা কতখানি ছিল তা জানা প্রয়োজন। গুরুতর তদন্তের অধীনে থেকেও সিদ্দিক কি তার মন্ত্রী পদে বহাল থাকবেন ?'

ট্রেজারি বিভাগ লেবার পার্টি এবং সিদ্দিক মন্তব্য করতে চাননি, তবে একটি সূত্র জানিয়েছে যে এই বিষয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। রোসাটমের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে এর আগে বলা হয়েছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত উস্কানিমূলক খবর রোসাটম প্রত্যাখ্যান করে। আমরা স্বচ্ছ অনুশীলন, কঠোর দুর্নীতিবিরোধী নীতি এবং সমস্ত লেনদেন প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ততার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা মিডিয়ায় প্রকাশিত এবং প্রচারিত মিথ্যা তথ্যকে প্রকল্পটিকে অসম্মান করার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখি, এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তি এবং একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পে স্বাক্ষর করার সময় একটি সরকারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ভিডিও প্রকাশের পরে নগর মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। ফুটেজে সিদ্দিককে ক্রেমলিনে তার খালা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি দলের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। দ্য মেইল অন সানডে প্রকাশ করার নয় বছর পর এটি প্রকাশ্যে আসে যে ২০১৩ সালের অনুষ্ঠানে পুতিন এবং তার খালার সঙ্গে সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন। হাসিনা বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেই সময়ে লেবার জোর দিয়ে বলেছিল যে তৎকালীন সংসদীয় প্রার্থী সিদ্দিক যেকোনো সরকারি প্রতিনিধিদলের অংশ ছিলেন না, তার পরিবারের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন। তবে ভিডিওগুলো প্রকাশ করে যে ক্রেমলিনের অভ্যন্তরে এটি একটি 'পারিবারিক অনুষ্ঠান' ছিল। ছবিতে পুতিন ও হাসিনাকে একটি অলঙ্কৃত ডেস্কে বসে ছবি তুলতে দেখা যায়। তাদের পেছনের দেয়ালে ছিল রুশ ও বাংলাদেশের পতাকা। ১ বিলিয়ন পাউন্ডের অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষরের আগে উভয় নেতা একে অপরের দেশের প্রশংসা করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিতর্কিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চুক্তি, যা এখন বাংলাদেশে তদন্তের অধীন এই অনুষ্ঠানেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পুতিনের সঙ্গে হাসিনার চুক্তি স্বাক্ষরের পরে একই ঘরে এই পারিবারিক ছবি তোলা হয়েছিল।

ভিডিওতে দেখা গেছে, টিউলিপ সিদ্দিক ও তার বোন আজমিনা বাংলাদেশি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তাদের খালার পেছনে হাঁটছেন। একজন লেবার মুখপাত্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এটি টিউলিপ এমপি হওয়ার ১১ বছর আগের ঘটনা। টিউলিপ শুধুমাত্র তার খালাকে দেখতে এবং তার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে রাশিয়া গিয়েছিলেন। পারিবারিক সদস্য হওয়ায় তিনি যেকোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, তাতে তার কোনো ভূমিকা ছিল না।'

যদিও টোরি দলের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'এটি টিউলিপ সিদ্দিকের তথাকথিত পারিবারিক মস্কো সফরের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে। এক দশকেরও বেশি সময় পরে অবশেষে সিদ্দিকের রাশিয়া সফর এবং এই ছবির পেছনের সত্য উদ্ঘাটনের সময় এসেছে।'

সৌজন্যে: মানবজমিন

ড. ইউনূসের ঘোষণার পরও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক দিন পরে গত মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে বলে মানুষ আশা করতে পারে। তিনি বলেন, "আমার তো মনে হয়, রোডম্যাপ খুব স্পষ্ট দেওয়া হয়েছে। যদি কম সংস্কার হয়, সে ক্ষেত্রে ডিসেম্বরের (২০২৫ সালের) মধ্যে হতে পারে। ওনি একটা আলোকপাত করেছেন। আর চূড়ান্ত তারিখ কী, এটা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করবে সংস্কারের ওপর। তিনি একটা সময় দিয়ে দিয়েছেন। এর চেয়ে আর পরিষ্কার রোডম্যাপ কী হতে পারে? আপনি আশা করতে পারেন যে, নির্বাচন হচ্ছে ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে।" অর্থাৎ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকার দেড় বছরের মতো সময় চায়, এটা পরিষ্কার।

এই সময়সীমার কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উদ্বেগ কাটছে না। সবচেয়ে বড় দল হিসেবে বিএনপির প্রতিক্রিয়া থেকে তা পরিষ্কার। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, অন্তর্বর্তী সরকার আন্তরিক হলে চার থেকে ছয় মাসের মধ্যেই নির্বাচন সম্ভব। তিনি বলেন, ভোটের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে, তাই যত দ্রুত সম্ভব সংস্কার সেরে ভোটের আয়োজন করতে হবে। গত বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, "ভোটের রোডম্যাপ নিয়ে বিএনপির যে প্রত্যাশা ছিল, তা পূরণ হয়নি। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ব্যর্থতায় সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ফ্যাসিবাদের অনেক দোসর পালিয়ে গেছে। দোসরদের পালাতে যারা সহযোগিতা করেছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে।"

জামায়তে ইসলামী অবশ্য প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণায় সন্তুষ্ট। তবে অন্যান্য বাম ও ডানপন্থী দলগুলোর প্রতিক্রিয়া মিশ্র। এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, "অনেকে বলেন, আমরা শুধু ভোটের কথা বলি। আমরা রাজনীতি করি, আমরা ভোটের কথা বলব, এটাই স্বাভাবিক।" নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এখন কথায় চিড়া ভিজবে না, কাজ করে মানুষের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে।

> জামায়তে ইসলামী অবশ্য প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণায় সন্তুষ্ট। তবে অন্যান্য বাম ও ডানপন্থী দলগুলোর প্রতিক্রিয়া মিশ্র। এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, "অনেকে বলেন, আমরা শুধু ভোটের কথা বলি। আমরা রাজনীতি করি, আমরা ভোটের কথা বলব, এটাই স্বাভাবিক।"

জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন সময়ের বিষয়টি আলোচনায় চলে আসে। এরই মধ্যে নির্বাচনে পথে কাঁটা হয়ে বসে সংস্কার। অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র কাঠামোর বিভিন্ন অংশ আমূল অথবা আংশিক সংস্কার করে নির্বাচন দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। এখন সেখান থেকে কিছুটা নমনীয় হয়েছে। বিজয় দিবসে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ড. ইউনূস বলেন, "আমি সকল প্রধান সংস্কারগুলি সম্পন্ন করে নির্বাচন আয়োজন করার ব্যাপারে বারবার আপনাদের কাছে আবেদন জানিয়ে এসেছি। তবে রাজনৈতিক ঐকমত্যের কারণে আমাদেরকে যদি, আবার বলছি 'যদি', অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয়, তাহলে ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে। আর যদি এর সঙ্গে নির্বাচনপ্রক্রিয়া, নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রার সংস্কার যোগ করি, তাহলে অন্তত আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে। মোটাদাগে বলা যায়, ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়।"

ড. ইউনূসের 'যদি'র কারণে বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার হয়নি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেনের বক্তব্য, 'নির্বাচন নিয়ে ওনাদের (অন্তর্বর্তী সরকারের) বক্তব্য কোনটা বিশ্বাস করব?' তিনি বলেন, "প্রধান উপদেষ্টাকে সবাই মিলে, দেশের মানুষ মিলে মনোনীত করেছেন। কিন্তু প্রেস সচিব মহোদয়...আপনি তো সরকারি চাকরি করেন, সরকারের বেতন নেন... আপনি (প্রেস সচিব) কোত্থেকে এই ক্ষমতা পেলেন, আপনি আপনার প্রধান উপদেষ্টাকেও ক্রস করে চলে গেলেন। প্রধান উপদেষ্টা বললেন, ডিসেম্বরের শেষের দিকে (২৫ সাল) এবং ২৬ সালের প্রথম দিকে নির্বাচন হতে পারে। পরের দিনই ওনার (প্রধান উপদেষ্টা) প্রেস সচিব বললেন, এটা আবার ২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত যেতে পারে। উনাকে (প্রেস সচিব) ক্ষমতা কে দিল?"

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সরকার চাইলে আগামী ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। কারণ নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইতিমধ্যে বলেছেন, তারা নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুত। সরকার বা প্রধান উপদেষ্টা যখনই বলবেন, তখনই নির্বাচন হবে।

ফিরলো নির্বাচন-কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার

ঢাকা অফিস

সংবিধানের যে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়েছিল, তার কিছু অংশ বাতিল করেছেন হাইকোর্ট। আদালত বলেছেন, সংসদীয় কার্যপ্রণালীর ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটি যথাযথ হয়নি। এর ফলে দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের বিধান বাতিল হয়ে গেল। তার জায়গায় ফিরল নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা।

১৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। রায়ের পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট বলেছেন, পঞ্চদশ সংশোধনী ছিল সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংক্ষিপ্ত রায়ের পরিপন্থি।

এর আগে পৃথক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা নিয়ে জারি করা রুলের রায় ঘোষণা করার জন্য ১৭ ডিসেম্বর দিন ঠিক করেন হাইকোর্টের একই বেঞ্চ।

৩১ দফা বাস্তবায়ন করে নির্যাতনের জবাব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

‘আমাদের প্রতি নির্যাতনের জবাব হিংসায় নয়, ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিতে চাই।’

গতকাল বুধবার বিএনপির প্রশিক্ষণবিষয়ক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত ‘রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও জনসম্পৃক্ততা’

শীর্ষক কর্মশালায় ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান এসব কথা বলেন। কর্মশালায় গাজীপুর মহানগর, নারায়ণগঞ্জ মহানগর ও টাঙ্গাইল জেলার বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতারা অংশ নেন।

তারেক রহমান বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে বললে আমার ওপর নির্যাতন হয়েছে। আমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। আমার মাকে নির্যাতন করা হয়েছে। আমার ভাই তাদের অত্যাচারে মারা গেছে। এ ছাড়া আমাদের বহু সহকর্মী খুন হয়েছেন। জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে আমাদের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন। আর কোনো রাজনৈতিক দলের এত মানুষ মারা গেছে কি না, জানি না আমরা।

গত ১৬ বছরে আমাদের দলের বহু নেতা-কর্মীর বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই নির্যাতনের জবাব যদি তাদের মতো দিই, তাহলে তো হবে না। তারা অধম বলে আমরা অধম হব নাকি? আমরা এর জবাব ৩১ দফা সফল করার মাধ্যমে দেব। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই তাদের জবাব দেওয়া হবে।’

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘এখানে যাঁরাই আছেন, প্রত্যেকের নামে একটি হলেও গায়েবি মামলা রয়েছে। এত নির্যাতন সহ্য করে জেল খেটেছেন আপনারা, কষ্ট করেছেন। কিছু লোক তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমাদের সব কষ্টে পানি ঢেলে দিচ্ছে। কেন তাদের সেই সুযোগ দেবেন আপনারা?’

তারেক রহমান বলেন, মানুষ বিএনপির দিকে তাকিয়ে আছে। আপনাদেরও জনগণের দিকে তাকাতে হবে। আপনাদেরও বুঝতে হবে কী করলে জনগণ আপনাকে আরও পছন্দ করবে। আপনার অধীনে অনেক নেতা-কর্মী থাকবে। তাদের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। পরিবারের দুষ্টু বাচ্চাদের যেমন টাইট দিয়ে রাখতে হয়, তেমনি দলের ভেতরও দুষ্টুরা আছে, থাকতে পারে। আমাদের এই দুষ্টুদের টাইট দিয়ে রাখতে হবে। তারা হয়তো দলের অনেক ক্ষতি করে ফেলছে।

যা বলেছেন তাই করবেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০১৯ সাল থেকে সিনেটে দায়িত্ব পালনকারী রমনি গত রোববার সিএনএন নেটওয়ার্কের সঙ্গে তার কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। ৭৭ বছর বয়সী ইউটাহ থেকে নির্বাচিত এ আইনপ্রণেতা গত বছর ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তিনি সিনেট থেকে অবসর নেবেন, যাতে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব এগিয়ে আসতে পারে।

সিনেটর রমনি রিপাবলিকান দলেই ট্রাম্পের একজন সমালোচক ছিলেন। তবে রোববারের সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেন যে তিনি অনেক নীতিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একমত। রমনি বলেন, চরিত্রগত মতবিরোধের কারণে তিনি ট্রাম্পকে তার সাম্প্রতিক দুটি নির্বাচনে সমর্থন করেননি। "আমি তার সঙ্গে কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করি, তবে ব্যাপারটা হলো, ঠিক আছে, তাকে তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দিন এবং দেখুন কেমন কাজ করে," রমনি বলেন।

রমনি আরও বলেন, তিনি ট্রাম্পের কাছ থেকে কোনো ধরনের বিচারিক হুমকির বিষয়ে চিন্তিত নন এবং আশা করেন যে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তার পরবর্তী মেয়াদে "ভবিষ্যতের দিকে মনোযোগ" দেবেন।

এই মাসের শুরুতে সিনেটে তার বিদায়ী ভাষণে, রমনি আমেরিকার স্বার্থে দ্বিদলীয় ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বান জানান এবং আইনপ্রণেতাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সিনেটর রমনি যে মুহূর্তে এ ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন, সে মুহূর্তে আমেরিকায় দলীয় বিভাজন আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে বেশি।

বগুড়া-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রিপু গ্রেপ্তার

ঢাকা অফিস

বগুড়া-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রাগিবুল আহসান রিপুকে গতকাল বুধবার রাতে নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ পৌর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১৪-এর একটি বিশেষ দল। র‍্যাবের সদর দপ্তরের মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

র‍্যাব জানিয়েছে, সাবেক সংসদ সদস্য রাগিবুল আহসান রিপুর বিরুদ্ধে বগুড়া জেলার বিভিন্ন থানায় হত্যা মামলাসহ মোট ১৩টি মামলা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে পলাতক ছিলেন। তবে র‍্যাবের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

র‍্যাব-১৪-এর সদস্যরা তাঁকে মোহনগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তারের পর নেত্রকোনায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এরপর তাঁকে আইনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

র‍্যাবের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রিপুর বিরুদ্ধে থাকা প্রতিটি মামলার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত বগুড়া-৬ (সদর) আসনের উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। পরে বগুড়া-৬ আসন মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টির নুরুল ইসলাম ওমরকে ছেড়ে দেওয়া হলে নৌকার প্রার্থী রিপু প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরপরই অগ্নিসংযোগ করা হয় রিপুর বাড়ি ও গাড়িতে। সেদিনের পর থেকেই তাঁর প্রাসাদসম বাড়িতে ঝুলছে তালা, পরিবারসহ আত্মগোপনে ছিলেন তিনি।

আইএমএফ প্রধান

বাংলাদেশের অর্থনীতি আশাব্যঞ্জক নয়

ঢাকা অফিস

আগস্টে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব পড়েছে অর্থনীতিতে, গতি হয়েছে ধীর। যা সামলানো অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ। ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে চলমান কিস্তি আর আর্থিক খাতের নানা প্রসঙ্গে সংস্থার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন বাংলাদেশে আইএমএফের রিভিউ মিশন প্রধান ক্রিস পাপাজর্জিও।

হতাশ বিএনপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ড. ইউনূসের ভাষণে নির্বাচনের সময় একেবারে অস্পষ্ট। নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ নেই। তিনি ও তাঁর প্রেস সচিবের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী। এমন বক্তব্য বিভ্রান্তি ছড়াবে। আমরা হতাশ হয়েছি। রাজনৈতিক দলগুলো সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রত্যাশা করে।'

বিএনপির এই জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, নির্বাচন কেন্দ্রীক সংস্কার দ্রুত সম্পন্ন করে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। রাজনৈতিক দল ও অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা উচিত।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে পতন হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের সরকারের। এর পর ৮ আগস্ট দায়িত্ব নেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। পরবর্তী সংসদ নির্বাচন কবে হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে বেশ কিছু দিন ধরেই। সরকার বলছে, সংস্কার শেষ হলেই নির্বাচন।

এ পরিস্থিতিতে সম্প্রতি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান–পরবর্তী প্রথম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'মোটাদাগে বলা যায়, ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়।'

পরদিন সন্ধ্যায় রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে সংসদ নির্বাচনের আয়োজন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ভোট হবে।

কোটির বেশি বেকার!

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুযায়ী চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত দেশে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ লাখ ৪০ হাজার। বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) এ সংখ্যা ছিল ২৫ লাখ ৯০ হাজার। ১৭ কোটি মানুষের দেশে বেকারত্বের এ হারটা খুব বেশি উদ্বেগজনক। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখ্যা কয়েক কোটি। চিত্রটা ভয়াবহ হলেও শুধু সংজ্ঞার কারণে বেকারত্বের প্রকৃত চিত্র জরিপে উঠে আসছে না।

ধারণা করা হচ্ছে- অর্থনৈতিক অস্থিরতা, একে একে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে বেকারের সংখ্যা আরও বেড়েছে। বিবিএস'র তৃতীয় প্রান্তিকের রিপোর্টে উঠে আসবে সেই চিত্র। সাধারণত রিপোর্টটি প্রতি বছর অক্টোবরে প্রকাশ হয়। তবে ডিসেম্বরে এসেও রিপোর্টটি প্রকাশ করেনি বিবিএস। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিবিএস'র পরিচালক (ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড লেবার উইং) মুহাম্মদ আতিকুল কবীর বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, রিপোর্ট প্রস্তুত হয়েছে। কিছু স্বাক্ষর বাকি। এ মাসেই প্রকাশ করা হবে। রাজধানীর ভাটারার বাসিন্দা আবদুল মতিন দুই বছর ধরে চাকরি খুঁজছেন। ড্রাইভিং শিখে পরিচিত অনেকের কাছে গিয়েও মেলেনি কাজ। এখন জমি বিক্রি করে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছেন। গত রবিবার তিনি একজনকে জমি রেজিস্ট্রিতে সহযোগিতা করে ২ হাজার টাকা পেয়েছেন। সেটা দিয়ে চার দিন কোনোরকমে চলার পর বর্তমানে পকেট ফাঁকা। দিতে পারেননি বাসা ভাড়া ও বাচ্চার স্কুলের বেতন। ঘরে নেই বাজার। তবে সরকারের হিসাবে তিনি বেকার নন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংজ্ঞা অনুযায়ী, ৩০ দিন ধরে কাজপ্রত্যাশী একজন মানুষ যদি শেষের সাত দিনে এক ঘণ্টা কাজ করার সুযোগ না পান, তাহলেই কেবল তাঁকে বেকার হিসেবে ধরা হয়। বিবিএসও এ সংজ্ঞা ব্যবহার করে। সেই হিসেবে দুটি টিউশনি করে এক বছর ধরে চাকরির আবেদন করে যাওয়া রংপুরের মুক্তাও বেকার নন। একইভাবে সংসারে আয় বাড়াতে গত মাসে স্বামীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিছু শীতের কাপড় কিনে আনেন আফরোজা নামের এক গৃহবধূ। খিলক্ষেত এলাকায় বাসায় বসেই বিক্রি করেন

আশপাশের ফ্ল্যাটে ও বাচ্চার স্কুলের অভিভাবকদের কাছে। তবে পুঁজি উঠে আসার আগেই তার বিক্রি কমে যায়। সাত দিনে দুটি ড্রেস বিক্রি করে লাভ পেয়েছেন ১২০ টাকা। সেই হিসেবে তিনিও বেকার নন। বিবিএসের তথ্য বলছে, চলতি বছরের এপ্রিল-জুন সময়ে দেশে মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছরের বেশি বয়স্ক) ৭ কোটি ২২ লাখ ৮০ হাজার। এর মধ্যে কর্মে নিয়োজিত ৬ কোটি ৯৬ লাখ ৪০ হাজার, যারা সাত দিনে অন্তত এক ঘণ্টা বেতন-মজুরি বা মুনাফার বিনিময়ে কাজ করেছেন। বেকার জনগোষ্ঠী ২৬ লাখ ৪০ হাজার। এ ছাড়া শ্রমশক্তির বাইরে থাকা মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৯৫ লাখ। যারা বেকারও নন, কাজেও নিয়োজিত নন। ছাত্র, বয়স্ক, অসুস্থ, কাজে অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও কাজে অনিচ্ছুক গৃহিণীদের এ শ্রেণিতে রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) রিসার্চ ফেলো ড. এস এম জাহেদুল ইসলাম চৌধুরী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, আইএলওর যে সংজ্ঞা ধরে বেকার হিসাব করা হচ্ছে, সেটা হলে দেশে বেকার পাবেন না। কেউ হাত খরচের জন্য টিউশনির পাশাপাশি চাকরি খুঁজছেন। তিনি নিজেকে বেকার মনে করলেও সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনি বেকার নন। তাদের ধরলে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। আইএলওর নতুন একটা নির্দেশনা আছে। সেখানে সংজ্ঞায় কিছুটা পরিবর্তন আছে। সেটা বিবেচনায় নিলে হিসাব আরেকটু পরিষ্কার হবে। এদিকে চলতি বছরের ২৪ মার্চ প্রকাশিত বিআইডিএসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশনের তিন বছর পরও শিক্ষার্থীদের ২৮ শতাংশ বেকার থাকছেন। লন্ডনের ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) তথ্য মতে, বাংলাদেশে ১০০ জন স্নাতকধারীর ৪৭ জনই বেকার।

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

‘৪০০ কোটি’ টাকার সেই পিয়ন জাহাঙ্গীর এখন নিউইয়র্কে!

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুল আলোচিত পিয়ন ও ৪০০ কোটি টাকার মালিক জাহাঙ্গীর আলম এখন নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। প্রথমে ব্রুকলিনে আশ্রয় নিলেও এখন তিনি সীমান্ত শহর বাফেলোতে আছেন বলে জানা যায়। গত সপ্তাহে দেশের সম্পত্তি বিক্রি করার পাওয়ার অব এটর্নি সত্যায়িত করার জন্য নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট কার্যালয়ে এসেছিলেন।

কনস্যুলেটে জাহাঙ্গীরের অবস্থান চাউর হলে বিব্রত হয়ে পড়েন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। পরে কনসাল জেনারেল বিষয়টি জানতে পেরে জাহাঙ্গীরের পাওয়ার অব এটর্নীর সেবা দিতে অসম্মতি জানান। পরে জাহাঙ্গীর কিছুক্ষণ অবস্থান করে চলে যান।

গত জুলাইয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে দূর্নীতির বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘আমার বাসার পিওন (জাহাঙ্গীর) ৪০০ কোটি টাকার মালিক, হেলিক্যাপ্টার ছাড়া সে চলেই না’। এমন বক্তব্য প্রচারের পরই দেশ ছাড়েন জাহাঙ্গীর। পরে তার আত্মীয়ের বরাতে নিউইয়র্কে তার অবস্থানের সত্যতা পাওয়া যায়। তবে নিউইয়র্কে কোথায় আছেন সেটি কেউ নিশ্চিত হতে পারেননি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের প্রায় ৪ মাস পর অবশেষে আলোচিত পিয়ন জাহাঙ্গীরের দেখা মিললো।

গত ৪ ডিসেম্বর বুধবার তার দেখা মিলে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিসে। নীল-সাদা-হলুদ রংয়ের হুডি, ধূসর রংয়ের টুপি আর নীল রংয়ের জিন্স পড়ে এসেছিলোন ৪০০ কোটি টাকার আলোচিত এই পিওন। খয়েরি ফ্রেমের একটি চশমা ছিলো তাঁর চোখে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, কনস্যুলাট অফিসের একজন অন্যতম উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিশেষ একটি ফোনে, তার কাজ দ্রুতগতিতে শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়। যেহেতু অন্যতম উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার ফোন, কাজেই তার নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ দ্রুততা দেখান অফিসের লোকজন। জাহাঙ্গীর আলমের পাওয়ার অব এটর্নীর কাজ প্রায় শেষ

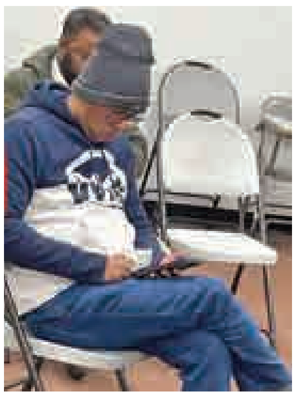

ছিলো, শুধু বাকি ছিলো চূড়ান্ত স্বাক্ষরের।

কনস্যুলেটে সেবা নিতে যাওয়া লোকজন তাকে দেখে চিনে ফেলায় জাহাঙ্গীর নিজেকে আড়াল করতে কখনো টুপি দিয়ে আবার কখনো হুডি দিয়ে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করেন। এ সময় অফিসের দায়িত্বরত কাউন্টারে কর্মকর্তার কাছে কাজের অগ্রগতি জানতে চান। ঠিক সে সময়ে সেবা নিতে যাওয়া একজন ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেন। কনস্যুলেটে জাহাঙ্গীরের অবস্থানের বিষয়টি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লে কনস্যুলেট অফিসে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বিষয়টি নজরে আসে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদার। চূড়ান্ত স্বাক্ষরের জন্য জাহাঙ্গীরের ফাইলটি তার কাছে নেওয়া হলে আলোচিত স্পর্শকাতর ঘটনা হওয়ায় তখন নাজমুল হুদা সেবা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। এরপরও বেশ কিছুসময় অপেক্ষারত অবস্থায় ছিলেন।

সূত্র আরও জানায়, কনস্যুলেটে দায়িত্বরত ওই উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার পরামর্শে জাহাঙ্গীর অপেক্ষারত ছিলেন। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসার আগ পর্যন্ত, জাহাঙ্গীর আলমের কনস্যুলেট অফিসে অবস্থানের বিষয়ে অবগত ছিলেন না কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা।

তথ্যমতে, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকারের শেষের চার মেয়াদের প্রথম দুই মেয়াদের পুরোটা এবং তৃতীয় মেয়াদের প্রথম কিছুদিন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘পার্সোনাল এইড’ পদে কর্মরত ছিলেন জাহাঙ্গীর। তিনি ‘প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী’ পরিচয়ে তদবির, টেন্ডারবাজি, নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানা অপকর্ম ছাড়াও গাজীপুরের ইপিজেড এলাকার ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতির পদ বাগিয়ে নিয়ে এতটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন যে, চাটখিল ও মাইজদীতে তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা।

তাঁর নির্দেশেই চলত পুলিশ ও প্রশাসনের সব রদবদল। এলাকায় গেলে তাঁর গাড়ির সামনে পেছনে থাকত পুলিশের গাড়ি। এমপি হতে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে বহর নিয়ে এলাকায় সভা-সমাবেশ করতেন। যাতায়াতে ব্যবহার করতেন হেলিকপ্টার। মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েও সরে দাঁড়ান। ২০২৩ সালের ৬ ডিসেম্বর গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানানো হয়।

ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে জাহাঙ্গীর বিপুল সম্পদ করেছেন। তাঁর সম্পদের মধ্যে রয়েছে– নোয়াখালীর চাটখিলে পৈতৃক ভিটায় চার তলা বাড়ি ও ৭০০ শতক জমি, খিলপাড়া পূর্ববাজারে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ, মাইজদী শহরের হরিনারায়ণপুরে স্ত্রীর নামে আট তলা বিলাসবহুল ভবন, চট্টগ্রাম কর্ণফুলী টানেলের পাশে ১০০ বিঘা জমি এবং রাজধানীর ধানমন্ডিতে স্ত্রীর নামে সাড়ে ৫ হাজার বর্গফুটের আলিশান ফ্ল্যাট, মিরপুরে সাত তলা ভবন ও দুটি ফ্ল্যাট এবং মোহাম্মদপুর ও নিউমার্কেটে দুটি দোকান রয়েছে তাঁর। ব্যাংকে তাঁর ডিপোজিট ছিল কয়েকশ কোটি টাকা। স্ত্রী-শাশুড়িসহ নামে-বেনামে গড়ে তোলেন সম্পদের পাহাড়।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় জাহাঙ্গীর নিজ নামে আড়াই কোটি টাকা, স্ত্রীর নামে ব্যাংকে সোয়া এক কোটি টাকা, এফডিআর সোয়া ১ কোটি টাকা, স্ত্রীর নামে বিলাসবহুল গাড়ি, বিভিন্ন কোম্পানিতে কোটি টাকার শেয়ার এবং একটি প্রতিষ্ঠানে ৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ আছে বলে দেখান। হলফনামায় বিভিন্ন খাত মিলিয়ে বছরে তাঁর প্রায় ৫০ লাখ টাকা আয়ের কথা জানান। জাহাঙ্গীর তিনটি বিয়েও করেছেন বলে জানা যায়।

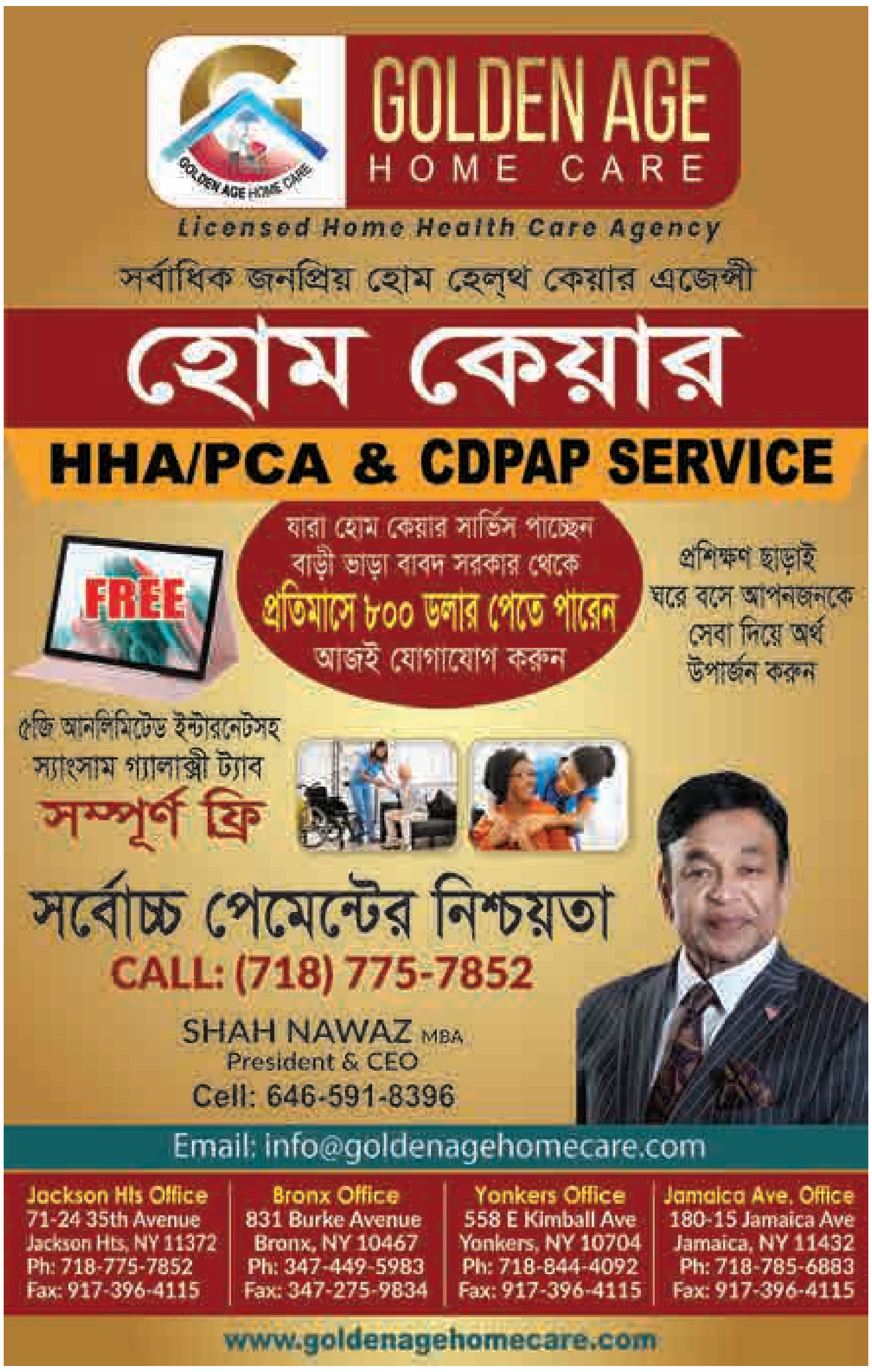

বিজয় দিবসের সমাবেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের ৫৫তম বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) জ্যাকসস হাইটসের শেফ মহল পার্টি হলে এ বিজয় সমাবেশের আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র শাখা। এসময় প্রবাসে বসবাসরত অন্তত ৩৩ জন মুক্তিযোদ্ধাকে লাল-সবুজের উত্তরীয় পরিয়ে বিপুল করতালির মধ্যে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

বিজয় সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট আব্দুল কাদের মিয়া সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করেও বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছেন বলেই আজকের বিজয় সমাবেশ সফল হলো।

এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রাশেদা হক কনিকা, জেনোসাইড একাত্তর ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. প্রদীপ কর, ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. ফজলুল হক, ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন চৌধুরী লিটন, হাজী জাফরউল্লাহ, চট্টগ্রাম সমিতির সেক্রেটারি আরিফুল ইসলাম আরিফ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের নেতা মতিউর রহমান, নিউজার্সি স্টেট আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাদিক রহমান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সদস্য আমিনুল ইসলাম কলিন্স, ম্যানহাটান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আবুল কাশেম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফুল হক চৌধুরী, ছাত্রলীগ নেতা তারিকুল ইসলাম মাসুম প্রমুখ।

সমাবেশে অসুস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হাসান, মোহাম্মদ নাজিমউদ্দিন, নাজমুল হক, গোলাম মোস্তফা খান মিরাজের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম।

ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন মিঠুর পরিচালনায় বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের মধ্যে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, আবুল বাশার চুন্নু, আব্দুর রহমান, গুলজার হোসেন, আশরাফুল হক চৌধুরী, আশরাফ আলী, এম এ হাসান, মোহাম্মদ আলী, নাসির উদ্দিন, ইমদাদুল হক, মোজাম্মেল হক, প্রাণ গোপাল কুন্ডু, হেলাল মজিদ, নূরল ইসলাম মিয়া, জাহিদ হোসেন, হাসান মাহমুদ, আবুল বাশার ভূইয়া, ড. প্রদীপ কর।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালিত

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ১৪ ডিসেম্বর যথাযথ মর্যাদায় ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালন করেছে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল। দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের একেবারে চূড়ান্তকালে বাংলাদেশের যে সব সূর্য-সন্তান, জাতির অত্যন্ত মেধাবী মানুষ বর্বর হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

তিনি শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন ও দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য তাদের অতুলনীয় অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

নাজমুল হুদা বলেন, ‘স্বধীনতার ঊষালগ্নে দেশের প্রথিতযশা চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, লেখক-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ গুণী মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করে জাতিকে মেধাশূণ্য করার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াস চালায় স্বাধীনতাবিরোধীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোফাজ্জাল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, শহীদুল্লাহ কায়সার, গিয়াস উদ্দীন, ডাক্তার ফজলে রাব্বী, আব্দুল আলীম চৌধুরী, সিরাজ উদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাসহ আরো অনেকে এই জঘন্য হত্যাকান্ডের শিকার হন।’

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতা বিরোধীরা এই পরিকল্পিত নৃশংস হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জঘন্য পথ বেছে নেয়।’

কনসাল জেনারেল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সবাইকে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এবং বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে শহিদ বুদ্ধিজীবী ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

শাহেদ আলমকে টাকা দেয়ার খাত স্পষ্ট করলেন খলিল বিরিয়ানির সিইও

ডেস্ক রিপোর্ট

খলিলুর রহমান

শাহেদ আলমকে টাকা দেওয়ার বিষয়টি ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন খলিল বিরিয়ানির সিইও খলিলুর রহমান। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বিষয়টির ব্যাখ্যা দেন। খলিলুর রহমান বলেন, শাহেদ আলম বিগত এক বছর যাবৎ আমার প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল মার্কেটিং ও সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং দেখাশোনা করেন। যার পারিশ্রমিক বাবদ আমি তাকে মাসে এক হাজার ডলার পে করি।

সম্প্রতি খলিল বিরিয়ানির সিইও ও সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইনের একটি কলরেকর্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। কল রেকর্ডে শোনা যায়, সাংবাদিক শাহেদ আলমকে মাসে এক হাজার ডলার মাসোয়ারা দেন খলিল বিরিয়ানীর সিইও। এবং অন্য সাংবাদিকদেরও দিয়ে থাকেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। সবাইকে মাসোয়ারা দিলেও সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইনকে কেন কোন মাসোয়ারা দেওয়া হয়না— কল রেকর্ডে অনেকটা হাসির ছলে এমন প্রশ্ন করতে শোনা যায় ইলিয়াস হোসাইনকে।

এদিকে খলিলুর রহমান বলেন, আমেরিকার মতো জায়গায় কেউ কারো থেকে জোর করে অর্থ আদায় করতে পারেনা। কেউ তা করেও না। আমাদের ব্যবসার প্রমোশন ও প্রচারের জন্য বিশেষ করে স্যোসাল মিডিয়া, অনলাইন, কমিউটিটিতে প্রচারসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার হলে তার বিল পরিশোধ করি। সেটা কোনভাবেই কোন ব্যক্তিকে মাসোয়ারা হিসেবে নয়।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ইস্যুতে অবস্থান জানাল আমেরিকা

নিউজ ডেস্ক

জন কিরবি

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলে একাধিকবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। এবার এ বিষয়টি হোয়াইট হাউসের ব্রিফিংয়ে উঠে এসেছে। এ বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অবস্থানও জানতে চাওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয়ে আমেরিকার অবস্থান জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের বিফ্রিংয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। ব্রিফিংয়ে জানতে চাওয়া হয়, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশজুড়ে কয়েকটি আমেরিকান হিন্দু গোষ্ঠী হোয়াইট হাউসের বাইরে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। তারা শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যা ও মন্দিরে হামলার অভিযোগ করে আসছে। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট অবগত কিনা। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জাতিসংঘ সম্মেলনে সাইডলাইন বৈঠকে এ বিষয়টি তিনি উত্থাপন করেছেন কিনা। এ বিষয়ে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন পরিচালক অ্যাডমিরাল জন কিরবি বলেন, আমরা বিষয়টি অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। এমনকি প্রেসিডেন্টও এ বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য তাদের আইন প্রয়োগকারী এবং নিরাপত্তা পরিসেবার সক্ষমতা বাড়াতে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। কিরবি বলেন, আমরা বাংলাদেশি নেতাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনার সময় ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করছি। অন্তর্বর্তী সরকারও বারবার ধর্ম বা জাতি নির্বিশেষে সবার নিরাপত্তার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। এর ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে ভারতে বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। ব্রিফিংয়ে জানতে চাওয়া হয়, ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বাংলাদেশ সফর করেছেন। বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ই ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের একটি কূটনৈতিক মিশনে সহিংস হামলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ হামলার ঘটনা এবং বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারতের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী বক্তব্য নিয়ে আপনার কোনো মন্তব্য আছে কিনা।জবাবে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমরা চাই শান্তিপূর্ণভাবে সব পক্ষ তাদের মধ্যকার বিরোধ সমাধান করবে।এর আগে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার বিষয়টি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে উঠে আসে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের উর্দু ও হিন্দিভাষী মুখপাত্র মার্গারেট ম্যাকলিয়ডের ব্রিফিংয়ে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশে সংখ্যালঘু, বিশেষত হিন্দুদের প্রতি সহিংসতার বিষয়টি নিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যমের খবরকে বারবার অতিরঞ্জন বলে আসছেন। এরই মধ্যে বিষয়টি আবারও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আলোচনায় উঠে এসেছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে পাওয়া খবরের (সংখ্যালঘুদের বিচার) ব্যাপারে দপ্তরের পক্ষ থেকে আবারও গভীর উদ্বেগ জানানো হয়েছে। জবাবে তিনি বলেন, আমরা বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা আশা করছি, অঞ্চলের প্রতিটি ব্যক্তি তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবে।

এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ খারিজের আবেদন নাকচ

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ খারিজ করার আবেদন আদালত নাকচ করেছে। মেয়র অ্যাডামস গত সেপ্টেম্বর মাসে ঘুষ গ্রহণ এবং অবৈধ ক্যাম্পেইন অনুদানের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। তিনি বিভিন্ন বিলাসবহুল ভ্রমণ সুবিধা গ্রহণের বিনিময়ে রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা বলেন, অ্যাডামস ফায়ার ডিপার্টমেন্টের পরিদর্শকদের চাপ দিয়ে ম্যানহাটনে নতুন তুর্কি কনসুলেটের অনুমোদন করিয়েছিলেন এবং এর বিনিময়ে তিনি বিলাসবহুল ভ্রমণ সুবিধা পেয়েছিলেন।

অ্যাডামস তার বিরুদ্ধে আনা ঘুষের অভিযোগ খারিজ করার জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু বিচারক ডেল হো তার আবেদন নাকচ করে দিয়ে বলেন, এই অভিযোগ সেকেন্ড সার্কিটের আইনি মানদণ্ড পূরণ করে। অ্যাডামস নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন।

এদিকে, সোমবার (১৭ ডিসেম্বর) নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, তিনি অ্যাডামসকে ক্ষমা করার বিষয়টি বিবেচনা করবেন, তবে তিনি অ্যাডামসের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না।

অ্যাডামস এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করে বলেছেন, আমরা শুধু এই শহরের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করি।

এ ছাড়া, অ্যাডামস প্রশাসনের একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এর মধ্যে ইঙ্গ্রিড লুইস-মার্টিন, মেয়রের প্রধান উপদেষ্টা গত রবিবার পদত্যাগ করেছেন।

কবি, তুমি মরে গেছ, অমর হতেই বুঝি!

জাহান রিমা

এ তোমার মৃত্যুদিনেও আমার উপহার। তেরো-বারো- দুই হাজার চব্বিশ।

'যেভাবে সে এলো' কে'? ১৯৪৮ সালের ৭ অক্টোবর 'নেত্রকোনা'য় এক 'যুগল জীবনী'র 'সন্ধি' স্বরূপ এক 'জোড়া কবুতর'-এর ঘরোয়া' আয়োজনে 'প্রত্যাবর্তন' ঘটে মানুষটার। 'হিজলতলীর সুখে'র মত মায়ের কোলে মাতৃত্বের 'তৃষ্ণা' মিটিয়ে পৃথিবীতে আসেন স্বল্পপ্রজ কবি হেলাল হাফিজ!

সেদিন যেন 'পরানের পাখি' কুহু কুহু কলরবে করছিল ডাকাডাকি, 'ভূমিহীন কৃষকের গানে' মেতেছে 'রাখাল', 'হিরণবালা'র আঁচলে ফুটেছে 'লাবণ্যের লতা'। 'ক্যাকটাস' বৃক্ষে ফুটেছে দুর্লভ গোলাপি ফুল। যেন, 'পৃথক পাহাড়' সবুজে আকুল... 'শামুকে' হঠাৎ মুক্তোর সন্ধান পাওয়াকে মনে হয়েছে, নয়তো সুদূর... কেননা সেদিন- 'কবি ও কবিতা'র কাব্যে যুক্ত হয়েছিল নতুন 'অহংকার' 'হেলাল হাফিজ'!

সেসব যেন 'একটি পতাকা পেলে' কাব্যের 'প্রতিমা' 'কবিতার কসম খেয়ে' বলেছিল 'বাম হাত তোমাকে দিলাম'! তুমি যে কবিতার 'ফেরিওয়ালা! 'তোমাকেই চাই' বিংশ শতাব্দী, হে 'দুঃখের আরেক নাম' হেলাল হাফিজ!

কবি কথা কাব্যে, জানিয়ে দেয়- মাত্র তিন বছর বয়সে তার মাতৃ বিয়োগের 'নিখুঁত স্ট্র্যাটেজীর কথা'। তার মাতৃহীনতায় মূলত তাকে করেছে কবি। কবি। মাকে হারিয়ে তুমি 'নিরাশ্রয় পাঁচটি আঙুলে' লিখতে শুরু কর। যার ফল- যে জলে আগুন জ্বলে! বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যা তুমুল জনপ্রিয় এবং এখন পর্যন্ত কবির একমাত্র কাব্যগ্রন্থ। যার সখ্যতায় পড়ে কবি বেছে নিয়েছিল 'অনির্ণীত' নারী। যার জন্য 'দুঃসময়ে আমার যৌবনে'র মত কবিতাদের লিখে লিখেই কবি রয়ে গেলেন কুমার!

চিরকুমারই বলতাম এখানে। বলিনি কারণ, কবিই আমাকে শুধরে দিয়েছিল এক দিন- যে মৃত্যুর আগ মুহুর্ত পর্যন্ত বলা মুশকিল সে কুমার আদৌ চিরকুমার রবে কীনা! আহা, এইতো কবি। যার কাছ থেকে শিখব বলে 'রাডার' পেতে রাখি! কবি 'অন্য রকম সংসার' জোড়ানো আর দশটা মানুষের মত 'ইদানীং জীবন যাপন'কে নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়'র মত আড়ালেই সম্পাদনা করলেন। করছেন। একা এবং একাই। তীর্থের কাকের মত মানবী নয়, অপেক্ষা করছেন যেন এক একটা 'মানবানল' প্রেমের কবিতার। এরই মাঝে 'সম্প্রদান' করেছেন আমাদের বাইল্যাঙ্গুয়াল বই 'কবিতা ৭১'-এর মত ৫৮টা কবিতা।

প্রেমের কবি, দ্রোহের কবি, জীবনের কবি হেলাল হাফিজ তুমি মূলত 'ডাকাত! ডাক দিলে কবিতায় আর তাতেই প্রেমিকা খামে ভরে দিল মন, কত শত প্রেমিককে! তোমার কবিতার রক্তবর্ণ তেজ, স্লোগান হল রাজনীতিতে! তুমি ডাক দিলে কবিতায় তাতেই 'অশ্লীল সভ্যতা'র রুপ পাল্টে কাগজের 'কোমল কংক্রীটে' ছেপে কাব্য হল কথারা! তোমার কবিতার নায়ে চড়ে কতো জীবনের অমীমাংসিত' 'অগ্নুৎসবে'র মিলন হল! হল 'হৃদয়ের ঋণে'র ঋণাত্বক 'উপসংহার'! তোমার কবিতার পঙক্তি লিখে কত ধনী দরিদ্র জুটি 'ব্যবধান' ভুলে 'যাতায়ত' করল একই রিকশায়! তোমার কাব্য বলে বলে পুলকিত হল কত শিহরণ! তুমিই তো শিখিয়েছো নাগরকে বলতে, 'তোমার বুকের ওড়না আমার প্রেমের জায়নামায'!

কোমলপ্রাণ কবি, তখন তোমার ৬৫তম জন্ম বার্ষিকী। এই লেখার সালটি ২০১৩। ইচ্ছে হয়েছিল করব তোমায় আমার বাক্য বিলাসের সকল 'অস্ত্র সমর্পণ'! আমার সকল আয়োজন জানাব বলে ধরণীকে; ধরেছে বলে তোমায় বুকে; এমন দিনে তাই তাকে করব সম্ভাষণ!

বলেছিলাম কবি তুমি কবি দীর্ঘায়ু হও.. জেন এই ভুবনে তোমার 'প্রস্থান' হবার জো আর নেই। তুমি বাংলা কবিতায় বেঁচে রবে কাল থেকে কালান্তর- 'যার যেখানে জায়গা'!

বলেছিলাম তুমি দীর্ঘায়ু হও... এ আমার ত্রিকালদর্শীর কাছে 'উৎসর্গ' বার্তা। 'নাম ভূমিকা'য় হয়নি বলা, চেয়ে দেখো, এই লেখাতেও আমি জীবিত রেখেছি তোমার সর্বমোট রচিত ৫৮টা কবিতার সবগুলো নাম!

এ তোমার জন্মদিনে আমার উপহার।

সাত-দশ-দুই হাজার তেরো।

কবি, তুমি মরে গেছ, অমর হতেই বুঝি!

এ তোমার মৃত্যুদিনেও আমার উপহার।

তেরো-বারো-দুই হাজার চব্বিশ

নিউইয়র্কে কুকুর-বিড়ালের খুচরা বিক্রি নিষিদ্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে পোষা প্রাণী ব্যবসায় পরিবর্তন আনতে নতুন একটি আইন পাস করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় রাজ্যব্যাপী কুকুর, বিড়াল এবং খরগোশের খুচরা বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গত রবিবার, ১৫ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া এই আইনটিকে পশুপ্রেমীরা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

জানা গেছে, নতুন আইনের লক্ষ্য হলো পাপি মিলগুলোতে (কুকুর পালন ও প্রজননের কারখানা) চলা অমানবিক আচরণ বন্ধ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রে পশুদের অধিক পশুসংখ্যার কারণে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় হত্যা রোধ করা। বিগত বছরগুলোতে পাপি মিলগুলোর অমানবিক প্রজনন প্রক্রিয়া এবং পশুদের প্রতি নির্যাতনের ঘটনায় ব্যাপক প্রতিবাদ উঠে আসছিলো।

আইনটি সেই সব নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করতে সহায়তা করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিডিওই-এর প্রেসিডেন্ট লেসলি গ্রেঞ্জার বলেন, পাপি মিলগুলোতে কুকুরের চাহিদা কমলে তাদের দুর্দশাও কমবে। এই আইনটি পশুদের কল্যাণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বেস্ট ফ্রেন্ডস অ্যানিমেল সোসাইটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ৪ লাখ ১৫ হাজারের বেশি কুকুর ও বিড়াল অপ্রয়োজনীয়ভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে হত্যা করা হয়েছিল। আইন পাস হওয়ার পর প্রাণী অধিকারকর্মীরা আশা করছেন, আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে প্রাণী হত্যার সংখ্যা কমে যাবে এবং সঠিক পরিচর্যা হবে।

নতুন আইনে পোষা প্রাণী দোকানগুলোতে কুকুর এবং বিড়াল প্রদর্শন করা এখনো সম্ভব। তবে তা হবে আশ্রয়কেন্দ্র এবং অ-লাভজনক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে। এর ফলে, পোষা প্রাণী প্রেমীরা এক জায়গাতেই প্রাণী দত্তক নিতে পারবেন এবং সেইসঙ্গে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, খেলনা ও অন্যান্য সামগ্রীও কিনতে পারবেন।

এর আগে, ২০২২ সালে গভর্নর ক্যাথি হোকুল এই আইনে সই করেন। তখন থেকে পোষ্য বিক্রেতা ও প্রজনন ব্যবসায়ীদের জন্য কিছুটা সময় দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি এই ধরনের ব্যবসায়ীদের 'অনাথ' কুকর-বিড়ালদের নিয়ে কাজ করার সুপারিশ করা হয়।

২০১৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় ঠিক এই ধরনেরই একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। তাতে এমন পোষ্য কেনা-বেচায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তবে এই আইনে ব্যক্তিগত প্রজননকারীদের কুকুর ছানা বিক্রিতে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।

এর পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই ধরনের নীতি গ্রহণ করা হয়। ২০২০ সালে মেরিল্যান্ড দোকানে বিড়াল এবং কুকুরের বিক্রি নিষিদ্ধ করে। দোকান মালিকরা এবং প্রজননকারীরা সেই সময়ে এই আইনের বিরুদ্ধে আদালতে যান। এর এক বছর পরে ইলিনয়তেও পোষ্য প্রাণীর দোকানে কুকুর এবং বিড়ালছানা বিক্রি করা নিষিদ্ধ করা হয়।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:

718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হক্কসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজোনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়

করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan) 917-631-5050
Licensed Real Estate Agent

EXIT
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com

EXIT REALTY PRIME
REBNY

Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.

মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

MIJAN Real Estate
Reg.No.C-187784

বাড়ি-জমি

ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়

বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা
বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা
ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট,
ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে সানাই রেস্টুরেন্টের গ্র্যান্ড ওপেনিং

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে সানাই রেস্টুরেন্ট ও পার্টি হলের গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেস্টুরেন্টের পার্টনার রনজীত দেব, গোপাল সাহা, সমীক রঞ্জন, ফারজানা আলম, সামসুন্নাহার রিমিসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী, স্থানীয় লোকজন ও বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্কের বুকে বাঙালী মালিকানাধীন সানাই রেস্টুরেন্ট খাবারে বাঙালীয়ানা স্বাদ দেয়ার অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বেশ কয়েক পদের ভর্তা আইটেম নতুন এ রেস্তোরার খাবারে বিশেষত্ব নিয়ে আসবে বলে অভিমত প্রকাশ করে আগত অতিথিরা।

সানাই রেস্টুরেন্টের অন্যতম পরিচালক রনজিত দেব বলেন, আমাদের রেস্টুরেন্টে ১৪ পদের ভর্তা নিয়মিত পাওয়া যাবে। এছাড়াও সব ধরনের দেশীয় মাছ আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রাখার চেষ্টা করব। আর আমাদের রেস্টুরেন্টের সবগুলো খাবার সম্পূর্ণ হালাল ভাবে প্রসেস করা হবে। রেস্টুরেন্টের পাশাপাশি বেজমেন্টে ২শ মানুষের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং রেস্টুরেন্টের দ্বিতীয় তলায় ৮০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পার্টি হল রয়েছে। যে কোন পার্টি, বিয়ের অনুষ্ঠান, সভা-সমিতির প্রোগ্রামসহ যে কোন আয়োজনে পার্টিহল ভাড়া দেওয়া হবে।

শিক্ষক ও সহপাঠীকে গুলি করে আত্মহত্যা কিশোরী শিক্ষার্থীর

যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনের একটি স্কুলে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরী গুলি চালিয়ে তার সহপাঠী ও শিক্ষককে হত্যা করেছে। এরপর সে নিজে আত্মহত্যা করেছে। এ সময় আহত হয়েছে আরও অন্তত ছয়জন। পুলিশের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এসব তথ্য জানিয়েছে।

পুলিশ জানায়, স্থানীয় সময় সোমবার উইসকনসিনের অ্যাবান্ডেন্ট লাইফ ক্রিশ্চিয়ান স্কুলে এ ঘটনা ঘটেছে। স্কুলটিতে কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে এই স্কুলে।

ম্যাডিসন পুলিশ প্রধান শন বার্নস সংবাদ সম্মেলনে বলেন, গুলিতে আহত দুই শিক্ষার্থীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ ছাড়া একজন শিক্ষক এবং আরও তিনজন শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আশা করা হচ্ছে তারা বেঁচে যাবেন।

এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে কোনো মেয়ের হামলা চালানোর ঘটনা বিরল। গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সমস্ত হত্যাকাণ্ডের মাত্র ৩ শতাংশ নারীদের মাধ্যমে ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, কীভাবে কিশোরী মেয়েটি গুলির ঘটনা ঘটালো, তা তদন্ত করা হচ্ছে। মেয়েটির পরিবার পুলিশকে তদন্তে সহযোগিতা করছে।

শন বার্নস বলেন, দ্বিতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থী প্রথমে ৯১১ নম্বরে ফোন করে স্কুলে গুলির ঘটনাটি জানায়। এরপর দ্রুত পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনজনকে মৃত অবস্থায় পায়। নিহতদের মধ্যে হামলাকারীও রয়েছে। সে ওই স্কুলেরই শিক্ষার্থী। কে-১২ স্কুল শুটিং ডেটাবেজ ওয়েবসাইটের তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছর স্কুলে ৩২২টি গুলির ঘটনা ঘটেছে।

Immigrant Elder Home Care LLC.

Home Care

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
HEATING & COOLING
914-222-9477 / 917-459-9483
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

www.banglabosoti.com
টাউন হোম
TW-2250
১,৩২০ বর্গফুট জমি +
২,২৫০ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী
মাত্র ৩১,৩৮৮ US$
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির
সাফ-কবলা মালিকানা দলিল
বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র
৫০৭ US$, ৬০ মাস পর ভাড়া
দিয়ে কিস্তি পরিশোধ
টেরেস হোম
TR-1900
৯৯০ বর্গফুট জমি +
১,৯০০ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী
মাত্র ২৪,০৫৩ US$
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির
সাফ-কবলা মালিকানা দলিল
বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র
৩৮৮ US$, ৬০ মাস পর ভাড়া
দিয়ে কিস্তি পরিশোধ
গার্ডেন হোম
RX-5 (I)
৩,৬০০ বর্গফুট জমি +
৩,২৯২ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী
মাত্র ৭৮,৬৫০ US$
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির
সাফ-কবলা মালিকানা দলিল
বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র
১,২৭০ US$, ৬০ মাস পর ভাড়া
দিয়ে কিস্তি পরিশোধ
এ মাটি আমার,
এ জমিন আমার...
Bangla Bosoti
বাংলা বসতি
Hotline +88 09644100800
For Details Please Call
+88 01321100800, +88 01708152444-7
Corporate Office: 49, Lake Circus, Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka-1205, Sales Office: Axis Delvista (3rd Floor), 7/1, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. E-mail : info@banglabosoti.com

نُسُك
nusuk

إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

ZAMZAM
TRAVEL US

رواف منى لخدمات الحجاج
Rawaf Mina for Pilgrims Services

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

HAJJ REGISTRATION IS OPEN

FOR US PASSPORT AND GREENCARD HOLDERS

ZAM ZAM TRAVEL US in a Partnership with
ITHRAA ALKHAIR & RAWAF MINA

Our Services

- Flight Ticket
- Visa Processing
- Hajj & Umrah Service Provider

আমরা সারা বছর
আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী
উমরাহ প্যাকেজ করে থাকি

zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com

+1 (718) 395-9697 zamzamtravelus@gmail.com

37-15 73 Street (Suite-207), Jackson Heights, NY-11372

Utshob Group

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে

বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইন্যান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

- সারা বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তে আমরা ফ্ল্যাট ফাইন্যান্স করে থাকি।
- মাত্র ৩০% ডাউন পেমেন্ট এবং ২০ বছরের কিস্তিতে কিনে নিন আপনার স্বপ্নের আবাসন।
- NID কার্ড এবং সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রসেস করে দেওয়ার সুবিধা দিচ্ছি।
- ডাউন পেমেন্ট এবং মাসিক পেমেন্ট দুইটাই USA তে পরিশোধ করার সুব্যবস্থা।
- ফাইন্যান্স থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট কেনা পর্যন্ত পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
- রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টের জন্য বাড়ি ভাড়া এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা নিয়ে থাকি।

ঠিকানা- শ্যামলী হাউজিং সোসাইটি, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা ১২০৭।
ফ্ল্যাটের আয়তন- ১৩০৫ বর্গফুট
[৩ বেড, ৩ বাথ, ৩ বারান্দা]

২০০০০ ডলার ডাউন পেমেন্ট
৫৯৫ ডলার লোনের মাসিক ইন্সটলমেন্ট
২০ বছর মেয়াদি
(কার পার্কিং ও ইউটিলিটি সংযোগ বাবদ বাড়তি মূল্য ধার্য করা হয়েছে।)

প্রজেক্টের নাম- রাফিজ গার্ডেন
ঠিকানা- উত্তরা, ঢাকা
ফ্ল্যাটের আয়তন- ১১৮০ বর্গফুট
৩ বেড... ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন

১১১১৫ ডলার ডাউন পেমেন্ট
৫১৫ ডলার লোনের মাসিক ইন্সটলমেন্ট
২০ বছর মেয়াদি
(কার পার্কিং ও ইউটিলিটি সংযোগের বাবদ বাড়তি মূল্য ধার্য করা হয়েছে।)

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন
516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিজিট করুন
www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK · BUILD · RUPAYAN GROUP · FDL lifestyle awaits

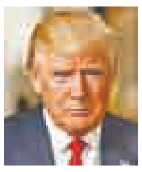
ডোনাল্ড ট্রাম্প

স্টর্মি ড্যানিয়েলস

ঘুষ দেওয়ার মামলা থেকে অব্যাহতি পাননি ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা অফিস

স্টর্মিকাণ্ডে অস্বস্তি বেড়ে গেলো যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়া নিয়ে করা মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে এক আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ট্রাম্পের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। মাত্র এক মাস পরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন ট্রাম্প। তার আগে নিউ ইয়র্কের এক প্রাদেশিক আদালতে ধাক্কা খেলেন তিনি।

পর্নো তারকাকে ঘুষ দেওয়ার মামলায় ট্রাম্পকে নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘ দিন ধরেই চলছে। ট্রাম্প যখন ২০১৭ সালে প্রথম বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন, তারও আগে এই বিতর্কের সূত্রপাত। ২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে যৌন সম্পর্কের বিষয়ে মুখ না খুলতে পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার ঘুষ দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ড্যানিয়েলসের হাতে ওই অর্থ তুলে দিয়েছিলেন ট্রাম্পের আইনজীবী মাইকেল কোহেন। জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যবসায়িক নথিতে বিষয়টি গোপন রাখেন ট্রাম্প। এ-সংক্রান্ত মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে ৩৪টি অভিযোগ আনা হয় এবং গত মে মাসে নিউইয়র্কের একটি আদালতে তাঁকে সব কটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। গত ১১ জুলাই তার সাজা ঘোষণার তারিখও জানিয়েছিলেন আদালত।

কিন্তু তার আগেই মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট একটি আদেশ জারি করেন। ওই আদেশে প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ট্রাম্প যেসব প্রাতিষ্ঠানিক কাজ করেছেন, সেসবের জন্য তিনি দায়মুক্ত থাকবেন বলে ঘোষণা করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের ওই আদেশের ভিত্তিতে ট্রাম্পের আইনজীবীরা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে হওয়া ঘুষ ও নথিপত্র জালিয়াতির মামলা বাতিল করার আবেদন করেছিলেন। আদালতের কাছে তাঁদের যুক্তি ছিল, সুপ্রিম কোর্টের আদেশের কারণে ট্রাম্প বিচারের আওতামুক্ত। তা ছাড়া ট্রাম্পই এখন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। যদি তার মাথার ওপর এ মামলা ঝুলে থাকে, তবে তার সরকার পরিচালনার কাজ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন ট্রাম্প। আগামী ২০ জানুয়ারি শপথ গ্রহণ করবেন তিনি।

এই মামলায় ট্রাম্পের সাজা ঘোষণার তারিখ ছিল গত ২৬ নভেম্বর। কিন্তু গত ৫ নভেম্বরের ভোটে ট্রাম্প জিতে যাওয়ায় বিচারপতি হুয়ান মার্চান সাজা ঘোষণার তারিখ অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিয়েছিলেন।

জ্যাকসন হাইটসে সানাই রেস্টুরেন্টের গ্র্যান্ড ওপেনিং

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে সানাই রেস্টুরেন্ট ও পার্টি হলের গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেস্টুরেন্টের পার্টনার রনজীত দেব, গোপাল সাহা, সমীক রঞ্জন, ফারজানা আলম, সামসুন্নাহার রিমিসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী, স্থানীয় লোকজন ও বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। নিউইয়র্কের বুকে বাঙালী মালিকানাধীন সানাই রেস্টুরেন্ট খাবারে বাঙালীয়ানা স্বাদ দেয়ার অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বেশ কয়েক পদের ভর্তা আইটেম নতুন এ রেস্তোরার খাবারে বিশেষত্ব নিয়ে আসবে বলে অভিমত প্রকাশ করে আগত অতিথিরা। সানাই রেস্টুরেন্টের অন্যতম পরিচালক রনজিত দেব বলেন, আমাদের রেস্টুরেন্টে ১৪ পদের ভর্তা নিয়মিত পাওয়া যাবে। এছাড়াও সব ধরনের দেশীয় মাছ আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রাখার চেষ্টা করব। আর আমাদের রেস্টুরেন্টের সবগুলো খাবার সম্পূর্ণ হালাল ভাবে প্রসেস করা হবে। রেস্টুরেন্টের পাশাপাশি বেজমেন্টে ২শ মানুষের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং রেস্টুরেন্টের দ্বিতীয় তলায় ৮০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পার্টি হল রয়েছে। যে কোন পার্টি, বিয়ের অনুষ্ঠান, সভা-সমিতির প্রোগ্রামসহ যে কোন আয়োজনে পার্টিহল ভাড়া দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ প্রেস ইউনিটির বিজয়ের আলোচনা সভা

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশ প্রেস ইউনিটির আয়োজনে বিজয়ের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত অর্ধশত সংবাদকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

রাজধানীর তোপখানা রোডস্থ বিজয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রেস ইন্সটিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) সদ্য সাবেক পরিচালক মিজানুর রহমান গ্রামসি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মো. শাহজাহান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রেস ইউনিটির প্রতিষ্ঠাতা মোমিন মেহেদী।

প্রেস ইউনিটির আহ্বায়ক এফ রহমান রূপকের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব শাহাজালাল ভূঁইয়া উজ্জলের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম আহ্বায়ক শান্তা ফারজানা, বাংলাদেশ টেলিভিশনের রিপোর্টার খায়রুল বাসার, স্বদেশ প্রতিদিনের সিনিয়র রিপোর্টার ইকবাল হোসেন, দৈনিক সংবাদের ওসমান গণি প্রমুখ।

সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন, বিজয়ের ৫৪ বছরে এসে সাংবাদিকরা যে ভূমিকা দেশ-সমাজ-স্বাধীনতার জন্য রেখেছে, সে অনুযায়ী ন্যায্য সম্মান-সম্মানী, নিরাপত্তা তারা পায়নি, যা খুবই বেদনার। বাংলাদেশে সাংবাদিকদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সম্মানের সাথে বাঁচার ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে অতীতের সকল সরকার। আশা করি বাংলাদেশ প্রেস ইউনিটির এই ঐক্যবদ্ধ পথচলা সরকারকে সাংবাদিকবান্ধব বাংলাদেশ সৃষ্টিতে প্রেশার গ্রুপ হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

২০০৯ সালে সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে 'প্রেস ইউনিটির অঙ্গীকার, অপসাংবাদিকতা থাকবে না আর' শ্লোগানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে আত্মপ্রকাশ করে অনলাইন প্রেস ইউনিটি। পরবর্তীতে ২০২০ সালে এর নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ প্রেস ইউনিটি করা হয়।

উইসকনসিন স্কুলে গুলিতে নিহত ৫

উত্তর আমেরিকা অফিস

উইসকনসিন রাজ্যের একটি খ্রিস্টান স্কুলে ১৬ ডিসেম্বর সোমবার বন্দুকধারীর গুলিতে এক শিশুসহ পাঁচজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ প্রধান এ কথা জানান।

ম্যাডিসন পুলিশ প্রধান শোন বার্নস বলেছেন, নিহতদের মধ্যে সন্দেহভাজন বন্দুকধারীও রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যের রাজধানী ম্যাডিসনের অ্যাবন্ড্যান্ট লাইফ ক্রিশ্চিয়ান স্কুলে এই গোলাগুলি ঘটে।

সোমবার দুপুরে স্কুলের আশপাশের রাস্তা বন্ধ করে দেয় পুলিশ।

এটিএফ এজেন্টরা স্থানীয় আইন প্রয়োগকারীকে সহায়তা করার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে।

উইসকনসিনের গভর্নর টনি ইভার্স এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমরা বাচ্চাদের, শিক্ষাবিদদের এবং সমগ্র অ্যাবন্ডেন্ট লাইফ স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য প্রার্থনা করছি। আমরা আরো

তথ্যের জন্য অপেক্ষায় আছি এবং ফার্স্ট রেস্পন্ডারদের প্রতি কৃতজ্ঞ যারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করছে।'

অ্যাবন্ড্যান্ট লাইফ ক্রিশ্চিয়ান স্কুল একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এবং তাদের ওয়েবসাইট অনুসারে কিন্ডারগার্টেন থেকে হাই স্কুল পর্যন্ত প্রায় ৩৯০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

সিএনএন তাদের প্রতিবেদনে বলছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে উইসকনসিনের স্কুলে গোলাগুলির বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় গরুর দুধে বার্ড ফ্লু শনাক্ত, জরুরি অবস্থা

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় বেশ কয়েকটি গরুর দুধে বার্ড ফ্লু ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর বুধবার এক বিবৃতিতে রাজ্য জুড়ে জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা করেন সেখানকার গভর্নর গ্যাভিন নিউজ।

ফেডারেল এবং রাজ্যের কর্মকর্তারা বার্ড ফ্লু ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো দুগ্ধজাত গবাদি পশুকে সংক্রামিত করেছে। এক বিবৃতিতে গ্যাভিন নিউজম জানান, সরকারি সংস্থাগুলো যাতে বার্ড ফ্লু রোধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে সেই জন্য রাজ্য জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

এনবিসি নিউজ জানিয়েছে, বুধবার প্রথম একজন গুরুতর বার্ড ফ্লু আক্রান্ত ব্যক্তির খবর পাওয়া গেছে। ৬৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির অবস্থান গুরুতর। তার শরীরে নানা লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

গভর্নর নিউজম বলেছেন, সরকারি সংস্থাগুলো যাতে এই প্রাদুর্ভাব কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে সেজন্য রাজ্যজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

লুইসিয়ানার এক বাসিন্দার শরীরে গুরুতর বার্ড ফ্লুর লক্ষণ দেখা দেয়। বুধবার সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন লুইসিয়ানায় প্রথম গুরুতর বার্ড ফ্লু আক্রান্ত এক ব্যক্তির খবর জানিয়েছে। তবে, ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এখন পর্যন্ত সেখানে একজন থেকে অন্যের শরীরে বার্ড ফ্লু সংক্রমণের খবর পাননি বলে জানিয়েছেন।

এই ভাইরাস মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়া নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে মানুষের জন্য ঝুঁকির মাত্রা খুব সামান্য।

ওয়াশিংটন ডিসিতে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ

ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র

'সত্যি বল ও ভুল মেনে নাও' স্লোগানকে সামনে রেখে ভারতের আগ্রাসন এবং বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনে হামলা ও মিথ্যা খবর প্রচারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বাংলাদেশী স্টুডেন্ট এন্ড কমিউনিটি এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফরিদ আহমেদ ও শিক্ষক হাসমত সিকদার, মোহাম্মদ তফাদার, আবু সাইদ মাহফুজ, মঞ্জুরুল আলম, মোহাম্মদ তোফায়েল, বোরহান উদ্দিন।

সমাবেশ পরিচালনা করেন মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষক নজরুল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মঞ্জুরুল আলম, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মোহাম্মদ তোফায়েল এবং এসএম জাহিদুর রহমান।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'ভারতের মানুষ বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনে হামলা, ভাংচুরের মাধ্যমে হীন মন-মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে।'

ভারতের সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ প্রস্তুত আছে বলেও মন্তব্য করেন তারা।

বক্তারা আরোও বলেন, 'আওয়ামী ফ্যাস্টিট দলের সদস্যরা ভারতের সাথে ইন্ধন করে ইসকনের নামে বাংলাদেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তাদের সব ধরনের অপতৎপরতা নস্যাৎ করা হবে।

সিলমি রহমানের মৃত্যুতে শোকের ছায়া

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ, বন্ধু, বিএডিভির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পেনসিলভেনিয়ার সম্মানিত সদস্য, সাউথ জার্সির বাসিন্দা নাইমুর রহমানের সহধর্মিণী ইঞ্জিনিয়ার সিলমি রহমান ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সিলমি রহমান মৃত্যুকালে মাত্র ৪ মাস বয়সী একটি কন্যা সন্তান এবং ৫ বছর বয়সী একটি পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। দুই সপ্তাহ আগে থেকেই তিনি নিউ জার্সির একটি স্থানীয়

হাসপাতালে ব্রেন ডেথ অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলেন।

১৬ ডিসেম্বর সোমবার যোহরের নামাজের পর নিউজার্সির মুসলিম আমেরিকান কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে মরহুমাকে স্থানীয় মর্গান সেমেটারিতে সমাহিত করার কথা পারিবারিকভাবে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটি অফ নিউজার্সির বিজয় দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ সোসাইটি অফ নিউজার্সি বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ১৪ ডিসেম্বর শনিবার। নিউজার্সির রাটগার্টস নিউ ব্রান্সউইক স্টুডেন্ট সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেছেন প্রবাসীরা। দেশের বাইরে প্রবাসীরা গেয়েছেন বিজয়ের গান। দেশ মাতৃকার জন্য বুকে ভালোবাসা ধারণ করে একের পর এক দেশের গানে কণ্ঠ মিলাতে দেখা গেছে দর্শক স্রোতাদের। বাংলা গানের জনপ্রিয় শিল্পী সামিনা চৌধুরীর সাথে পাল্লা দিয়ে গেয়েছেন স্থানীয় শিল্পীরা।

সামিনা চৌধুরীর সাথে গাইছেন নিউজার্সি প্রবাসী সেরাজুল করিম জুয়েল। প্রথম আলো

হিউম্যান রাইট কনসার্নের তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে এনজিন আলতান

রোকেয়া দীপা

উত্তর আমেরিকায় বৃহত্তম মুসলিম চ্যারিটি সংগঠন হিউম্যান কনসার্ন ইউএসএ নিউজার্সিতে সফল তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৪ ডিসেম্বর, শনিবার নিউজার্সির একটি অভিজাত হোটেলে এ তহবিল সংগ্রহ ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে যোগ দেন তুরস্কের সাড়া জাগানো অভিনেতা এনজিন আলতান। মানবাধিকার কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশ্বজুড়ে কাজ করার জন্য অভিনেতা আলতান ইতিমধ্যে তার অভিনয় জগতের বাইরেও খ্যাতি অর্জন করেছেন।

হিউম্যান কনসার্ন ইউএসএ'র মতো মানবাধিকার সংগঠন সরাসরি মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের সমস্ত বিপন্ন মানুষের পাশে দ্রুততার সাথে দাড়ায় বলে এনজিন আলতান তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। প্রিয় অভিনেতাকে একজনজর দেখার ছিল উপচে পড়া ভিড়। শুধুমাত্র আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মুসলিম দেশের গুরুত্বপূর্ণ লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

অথিতিরা সংক্ষিপ্ত ভিডিও চিত্রে হিউম্যান কনসার্ন ইউএসএ'র কার্যক্রম অবলোকন করেন। অল্প সময়ের আলাপচারিতায় প্রতিষ্ঠানটি নিউজার্সিতে তাদের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার লেখক, সাংবাদিকসহ বাংলাদেশি কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নিউজার্সির কাউন্সিলউওম্যান শিফা উদ্দিন বলেন, উত্তর আমেরিকা থেকে হিউম্যান কনসার্ন ইউএসএ বিশ্বব্যাপী যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে, যা বেশি করে লোকজনের কাজে প্রচার করলে মানুষ আরও বেশি করে পাশে দাড়াবে। তিনি মানবিক এ প্রতিষ্ঠানটির পাশে থাকার কথা বলেছেন এবং বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ সবাইকে মানবিক কাজে বেশি করে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান।

হিউম্যান কনসার্ন ইউ এসএ'র নির্বাহী পরিচালক মাসুম বাহবুব, অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। সবাইকে সম্পৃক্ত করে আগামী দিনে মানবতার পক্ষে কাজ করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন জার্মান চ্যান্সেলর শোলজ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে হেরে গেলেন জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ। আজ সোমবার এই আস্থা ভোটের ডাক দিয়েছিলেন তিনি। এবং তাতে তিনি হেরে যাবেন বলেই ধরে নিয়েছিলেন। এর মধ্য দিয়ে আগামী বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি আগাম নির্বাচনের পথ তৈরি হলো জার্মানিতে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি বলছে, জার্মানিতে অর্থনৈতিক সংস্কার আনার বিষয়ে জোট সরকারের অংশীদার তিন দলের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় রাজনৈতিক সংকটে পড়েছিল দেশটি। এর জেরে গত নভেম্বরে জার্মানির কোয়ালিশন সরকার ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দেন চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ। এরপরই জানানো হয়, ১৬ ডিসেম্বর আস্থা ভোট ডাকা হবে।

আর শোলজের ধারণাই ছিল, তাতে হেরে যাবেন তিনি। আজ সোমবার এই আস্থা ভোটে হলোও তাই। এতে করে তাঁর রাজনীতিতে টিকে থাকার পথ এখনো রয়ে গেল। এমনকি তাঁর দল আবারও নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করতে পারবে।

জার্মানি সামাজিক গণতন্ত্রী এসপিডি দলের নেতা ওলাফ শোলজের নেতৃত্বে ২০২১ সালে জোট সরকার গঠন করেছিল ব্যবসাবান্ধব দল এফডিপি ও পরিবেশবান্ধব দল গ্রিন পার্টি।

অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে কয়েক মাস ধরে এই তিন দলের নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য চলছে। সে কারণে জুলাইয়ে একবার জোট সরকার ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

বাসা ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ষ্টুডিওরুম ১ জনকে ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: 917 330 0374

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।
যোগাযোগ।
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ন নতুন রেনোভেটেড, ২ বেডরুম,
১ বাথরুম। 82-72, 161 st, Jamaica 11432
যোগাযোগ-718 790 7593

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

ষ্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে ষ্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com
Phone 850-866-9012

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সা-বওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি :সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বৈশ্বিক মানবিক সংকট নিয়ে হিউম্যান কনসার্নের আলোচনা

রোকেয়া দীপা

বিশ্বব্যাপী মানবিক সংকট ও তা উত্তরণে সাহায্য কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে হিউম্যান কনসার্ন ইউএসএ।

শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) নিউজার্সির হিলটন হাসব্রুক হাইটস হোটেলে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাড়া জাগানো তুর্কী অভিনেতা এনগিন অলতান দুজিয়াতান।

সংগঠনের সিইও মাসুম মাহবুব সভায় আগতদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "আমরা একসঙ্গে শুধু ত্রাণ প্রদানই নয়, গাজাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের বিপন্ন শিশুদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশাও বয়ে নিয়ে আসতে পারি।"

তিনি আরও বলেন, "আজকের রাতে আমরা গভীরভাবে সম্মানিত বোধ করছি যে আমাদের সাথে রয়েছেন বিশ্বখ্যাত অভিনেতা এনগিন আলতান দুজিয়াতান। তিনি সাহস ও ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগে আমাদের সহযোগী হয়েছেন।"

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন হিউম্যান কনসার্ন ইন্টারন্যাশনালের গ্লোবাল সিইও মাহমুদা খান।

আলোচনা সভায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ অংশ নিয়ে গাজাসহ সারা বিশ্বের অসহায় শিশুদের প্রতি তাঁদের সমর্থন ও ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

এদিকে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অতিথিরা এনগিনের সাথে দেখা করা, গল্প করা ও

তাঁর সাথে ছবি তোলার সুযোগ পান। পাশাপাশি মানবিক সাহায্যে অনুদান প্রদান করেন। যার পরিমান ২,৫০,০০০ ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৩ কোটি।

নায়ক এনগিন তাঁর বক্তব্য জীবনের নানাবিধ ঘটনা উপস্থিত অতিথিদের সামনে তুলে ধরেন। পাশাপাশি তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। পরে অনুদান দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

এনগিনের পুরো নাম হল এনগিন আলতান দুজিয়াতান এবং দিরিলিস এরতুগ্রুল সিরিজে (তুর্কি টিভি শো) তাঁর ভূমিকার কারণে লোকেরা তাকে এরতুগ্রুল বলে ডাকে। এটি এরতুগ্রুল গাজী নামেও পরিচিত যা উর্দুতে ভাষান্তর করা হয়। শক্তিমান এ অভিনেতা এরমধ্যেই ২৫টি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে পাঁচটিই আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড।

এনগিন আলতান দুজিয়াতান জন্ম ২৬ জুলাই ১৯৭৯। জনপ্রিয় এই চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অভিনেতা তুরস্কের ইজমির প্রদেশের কারসিয়াকাতে জন্মগ্রহণ করেন। ডুজিয়াতান রুহসারের (২০০১) সাথে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করার আগে তাঁর নিজ প্রদেশের ডোকুজ ইলুল বিশ্ববিদ্যালয়ে থিয়েটার অধ্যয়ন করেছিলেন। এরপর তিনি তুরস্কের চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে যান।

তিনি মোশন পিকচার্সেও অভিনয় করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে, কালবিন জামানি, এলিফ্যান্ট স্টেপস, দুনিয়া ভার্মিস, সিলা, ফাদার্স ভায়োলিন, হারেম সুলতান, বেইজানিন কাদিনলারি, সেনেট, রোমান্টিক কমেডি, নিউইয়র্ক'টা বেস মিনারে, বীর আউক ডেনিজ, আনাদোলু কার্তাল্লারি, বু সন ওলসুন, রোমান্টিক কোমেডি ২, বু ইস্তে বীর ইয়ালনিজলিক ভার, ভে পানাইর এবং কোয়েডেন গিডার।

গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনার সম্পৃক্ততার প্রশ্নে যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশে গুমের ঘটনায় নির্দেশদাতা হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেয়েছে গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন (দ্য কমিশন অব এনকোয়ারি অন এনফোর্সড ডিসাপিয়ারেন্স)। গত ১৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে দেওয়া অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

এই প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে উঠে এসেছে। এ সময় গুমের ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের তদন্তের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

১৮ ডিসেম্বর নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখ্য উপমুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল এসব কথা বলেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে একজন সাংবাদিক বলেন, বাংলাদেশের একটি তদন্ত কমিশনের প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে নিউইয়র্ক টাইমস। এই কমিশন বাংলাদেশে গুমের ঘটনা নিয়ে তদন্ত করেছে। কমিশনের প্রতিবেদনে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর (শেখ হাসিনা) সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার কোনো বক্তব্য আছে কী?

জবাবে প্যাটেল বলেন, গত দুই দশকে শত শত বাংলাদেশিকে গুম করার প্রতিবেদনগুলো নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ মিশিগানের বিজয় দিবস উদযাপন

মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস উদযাপন করেছে বঙ্গবন্ধু পরিষদ মিশিগান।

এ উপলক্ষে রাজ্যের ওয়ারেন সিটির একটি রেস্টুরেন্টে শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল আলোচনা সভা।

সংগঠনের সভাপতি আহাদ আহমেদের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি নুরুন নবি।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে বক্তব্য দেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৬৯'-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০'-এর নির্বাচন, নয় মাসব্যাপী ৭১'-এর মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের আত্ম বলিদান, দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ায় প্রবাস থেকে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আলী আহমদ ফারিসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন নুরুল ইসলাম বাঙালি, আমিনুর রশিদ চৌধুরী, জাবেদ চৌধুরী, সৈয়দ মতিউর রহমান শিমু।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র 'আজীবন মুক্তিযোদ্ধা' দেখানো হয়।

অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ, হুমকির মুখে ট্রুডোর প্রধানমন্ত্রিত্ব

কানাডা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

টানা নয় বছর ধরে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এ দীর্ঘ পথচলায় এতটা অস্থিতিশীল অবস্থায় পড়তে হয়নি তাঁকে, যতটা বর্তমানে আছেন তিনি। জনপ্রিয়তা ঠেকেছে তলানিতে। এমনকি তাঁর নিজ দল থেকে পদত্যাগের আহ্বান উঠছে। এমন সময় অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ডের পদত্যাগ তাঁর জন্য বড় ধাক্কাই বলা যায়।

মঙ্গলবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ট্রুডোর সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বিশ্বস্ত মন্ত্রী হিসেবে পরিচিত ক্রিস্টিয়া গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। ক্রিস্টিনা অর্থমন্ত্রীর পাশাপাশি ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন।

ক্রিস্টিয়ার এ পদত্যাগকে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর মন্ত্রিসভায় প্রথম প্রকাশ্য বিরোধের বহিঃপ্রকাশ বলা হচ্ছে। এ সিদ্ধান্ত ট্রুডোর ক্ষমতায় থাকার অধিকারকেও প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।

জনমত জরিপে লিবারেল পার্টির নেতা ট্রুডো তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ নেতা পিয়েরে পয়লিভারের চেয়ে ২০ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছেন। গত সেপ্টেম্বর থেকে তিনবার সরকার পতনের চেষ্টা করেছেন পয়লিভার এবং দ্রুত একটি নির্বাচন ঘোষণার দাবি করেছেন।

এক্সে এক পোস্টে নিজের পদত্যাগের কথা জানিয়ে ক্রিস্টিয়া বলেন, গত সপ্তাহে ট্রুডো তাঁকে জানান, তিনি তাঁকে আর অর্থমন্ত্রীর পদে চান না। তিনি তাঁকে মন্ত্রিপরিষদের অন্য একটি দায়িত্ব দিতে চান। ক্রিস্টিনা বলেন, 'তখন আমার মনে হয়েছিল, আমার একমাত্র সঠিক ও কাজের সিদ্ধান্ত হবে মন্ত্রিসভা ছেড়ে যাওয়া।'

ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড

কানাডার প্রধান বাণিজ্য অংশীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিবছর দেশটির ৭৫ শতাংশ রপ্তানি আয় আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এ অবস্থায় ট্রাম্প কানাডা থেকে আমদানি পণ্যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ পরিকল্পনার ঘোষণার প্রতি ইঙ্গিত করে ক্রিস্টিনা তাঁর পদত্যাগপত্রে লিখেছেন, 'আজ আমাদের দেশ একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে, আপনি এবং আমি কানাডার জন্য সঠিক পথ নিয়ে মতবিরোধে রয়েছি।'

অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি ট্রাম্পের শুল্ক হুমকিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

তিনি সতর্ক করে বলেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধে রূপ নিতে পারে। এ জন্য অটোয়াকে আর্থিক শক্তি সঞ্চয় করার আহ্বান জানান তিনি।

ক্রিস্টিয়া বলেন, রাজনৈতিক বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকতে হবে আমাদের। এর ভার আমরা বহন করতে পারব না।

২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন সাবেক সাংবাদিক ফ্রিল্যান্ড। ২০১৫ সালে লিবারেলদের জয়ের পর ট্রুডোর মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন ক্রিস্টিনা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য আলোচনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

সর্বশেষ তাঁকে ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপের প্রতি কানাডার প্রতিক্রিয়া জানাতে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

ক্রিস্টিয়ার পদত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় পিয়েরে পয়লিভারের ডেপুটি অ্যান্ড্রু শিয়ার বলেছেন, 'এই সরকার সম্পূর্ণ অস্থির, এমনকি তিনিও ট্রুডোর প্রতি আস্থা হারিয়েছেন।'

ক্রিস্টিয়ার পদত্যাগ ট্রুডোর জন্য বিপর্যয় হিসেবে অভিহিত করেছেন ডালহৌসি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক লরি টার্নবুল। তিনি বলেন, ট্রুডোর প্রতি আস্থা সংকট তুলে ধরছে এই পদত্যাগ। এই ঘটনা ট্রুডোর প্রধানমন্ত্রিত্ব হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে বলা যায়।

অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেনেভিয়েভ তেলিয়ার বলেন, মন্ত্রিসভা এত দিন ট্রুডোর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তবে, অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে ফ্রিল্যান্ডের বিরোধিতা একটি বড় সমস্যা। পদত্যাগে বোঝা যাচ্ছে ট্রুডোর দল তাঁর পেছনে আগের মতো ঐক্যবদ্ধ নয়।

'যারা বক্তা, তারাই শ্রোতা'

যুক্তরাষ্ট্র জাপা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ৫৩তম মহান বিজয় দিবস পালন করেছে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস্থ ঢাকা গার্ডেন রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে এই দিবস পালন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় এতে কয়েকজন অতিথি অংশ নেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এই অতিথিরাই ছিলেন অনুষ্ঠানের শ্রোতা। অতিথিদের বাহিরে তেমন কোন কর্মী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি। প্রতিবছরের মতো এবারও কয়েকজনকে নিয়ে বিজয় দিবস পালন করে সংগঠনটি। পরবর্তীতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু বড়সর আয়োজন দেখিয়ে গণমাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করে।

বিষয়টিকে এক ধরনের প্রতারণা হিসেবে দেখছেন সংগঠনেরই অনেকে। কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা যায়, কয়েক বছর ধরে একইভাবে দায়সারা

আয়োজনে বিজয় দিবস পালন করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি। কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়েই আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠান। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অতিথিদের যে সারির ছবি পাঠানো হয়, এর বাহিরে তেমন কোন উপস্থিতি থাকে না।

এদিকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাপার উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা জসিম চৌধুরী, উপদেষ্টা মো. আলী, জাপার সিনিয়র সহসভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহসভাপতি ডা. মোহাং সেলিম আহমেদ, সহসভাপতি শফিউল আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল করিম, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ জি. এম ইলিয়াস, প্রচার সম্পাদক ফেরদৌস ওয়াহিদ, জাতীয় ছাত্র সমাজের সভপতি মোহাং ফয়েজ উদ্দিন, যুব সম্পাদক আবদুল মোতালেব, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মো. মুসলিম।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, সভার শুরুতে ৭১ সালে যারা যুদ্ধে নিজের জীবন ত্যাগ করেন তাহাদের আত্যার মাগফেরাত কামনা করা হয়। শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

আটলান্টিক সিটি, নিউ জার্সি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে (বিএএসজ) 'ফুড ব্যাংক' আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ফেয়ারমাউন্ড এভিনিউর বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এ কার্যক্রম চলে।

'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রমের আওতায় মাংস, তাজা শাকসব্জি, ফল ও টিনজাত খাবারসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই কার্যক্রমে অংশ নেন।

কার্যক্রমে সহায়তা করে 'কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি'।

কমিউনিটির ব্যক্তিত্ব মো. আইয়ুব, বেলাল হোসেন, বেলাল উদ্দিন, মো. নাসিরের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো. জহিরুল ইসলাম বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক মো. জাকিরুল ইসলাম খোকা ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ভারতকে 'অসহযোগী' দেশ হিসেবে ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা অফিস

ভারতকে 'অসহযোগী' দেশগুলোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা (আইসিই)। এটি এমন একটি তালিকা, যেখানে উল্লেখিত দেশগুলো প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ায় যথাযথ সহযোগিতা করে না বলে মনে করে মার্কিন কর্তৃপক্ষ।

এই তালিকায় ভারত ছাড়াও রয়েছে ভুটান, কিউবা, ইরান, পাকিস্তান, রাশিয়া এবং ভেনেজুয়েলা। আইসিই জানিয়েছে, এই দেশগুলো সাক্ষাৎকার গ্রহণ, সময়মতো ভ্রমণ নথি ইস্যু এবং নির্ধারিত ফ্লাইটে তাদের নাগরিকদের ফেরত নিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রত্যর্পণের মুখে ১৮ হাজার ভারতীয়

আইসিই'র তালিকা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৪ লাখ ৫০ হাজার অবৈধ অভিবাসীকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ হাজার অভিবাসীই ভারতীয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রায় ৯০ হাজার ভারতীয়কে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টাকালে আটক করা হয়েছে। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, এদের অধিকাংশই পাঞ্জাব, গুজরাট এবং অন্ধ্র প্রদেশের বাসিন্দা।

বৈধতার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা

অনেক ভারতীয় অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে তাদের অবস্থান বৈধ করার চেষ্টা করলেও এই প্রক্রিয়া বেশ সময়সাপেক্ষ। বৈধতার আবেদনে দুই থেকে তিন বছর সময় লাগতে পারে। অবশ্য, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যায় ভারত সবার ওপরে নয়। ২ লাখ ৬১ হাজার অবৈধ অভিবাসী নিয়ে শীর্ষে রয়েছে হন্ডুরাস, এরপর গুয়াতেমালার রয়েছে ২ লাখ ৫৩ হাজার অবৈধ অভিবাসী। এশিয়ার মধ্যে চীন ৩৭ হাজার ৯০৮ জন অভিবাসী নিয়ে শীর্ষে রয়েছে, আর ভারত রয়েছে ১৩তম স্থানে।

কার্যকর হবে কঠোর অভিবাসন নীতি

যুক্তরাষ্ট্রের নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী এক মাসের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণায় অভিবাসন নীতি কঠোর করার অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বৃহত্তম প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া পরিচালনার পরিকল্পনা করেছেন। এর ফলে, চূড়ান্ত আদেশপ্রাপ্ত হাজার হাজার ভারতীয় অভিবাসীকেও ফেরত পাঠানো হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ ভারত-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্কেও চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মামলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

গাজা উপক্যতায় চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীকে সহায়তা দেয়া কমাতে বা অভিযুক্ত ইউনিটগুলোর সামরিক সহায়তা বন্ধ করতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন পাঁচজন ফিলিস্তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় ১৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার এই মামলাটি করা হয়েছে বলে আল জাজিরার খবরে নিশ্চিত করা হয়েছে।

গাজা, অধিকৃত পশ্চিম তীর ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী পাঁচ ফিলিস্তিনি এই মামলাটি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের গত শতকের ৯০-এর দশকের 'লেহি আইনের' আওতায় মামলাটি করা হয়েছে। মামলায় বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার অভিযোগে ওই পাঁচ ফিলিস্তিনি বলেছেন, 'লেহি আইন পররাষ্ট্র দপ্তর চাইলে প্রয়োগ করতে পারত। কিন্তু তারা তা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

দেখানো হয়।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং বীরাঙ্গনা, রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সব স্তরের নেতা-কর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

তিনি বলেন, 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও আন্তরিক সচেষ্ট থাকতে হবে।'

নাজমুল হুদা বলেন, '২০২৪ সাল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে। ২০২৪ সালের ফ্যসিবাদ বিরোধী ও বৈষম্য বিরোধী গণ-অভ্যুথান বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা মেরামত তথা সংস্কারের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে।'

তিনি জুলাই আগষ্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং যারা এই অভ্যুত্থানে আহত হয়েছেন, তাদের আশু সুস্থ্যতা কামনা করেন। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকার যে সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন, তা বাস্তবায়নের জন্য নাজমুল হুদা সকলের ঐকান্তিক সহযোগীতা কামনা করেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রে বাসবাসরত প্রবাসী ভাই-বোনদের অধিক অবদান রাখার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশ নেনন এবং বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে তারা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে ৭১'-এর শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ২৪'-এর জুলাই-আগষ্টে গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ ছাত্র-জনতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। কমিউনিটির শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ।

বাঙালিকে মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর

মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ দেশের সব বীর যোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু করেন উপস্থাপিকা সোহানা নাজনীন।

ফোবানা সম্পর্কিত ও নানা প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা বলেন মীর চোধুরী। শুরুতেই তিনি প্রবাসী বাঙ্গালিদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগে সক্রিয় ভূমিকা পালন নিয়ে অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে থাকাকালীন বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম, চট্রগ্রামের বিখ্যাত নাট্যগোষ্ঠীর সাথেও কাজ করেছি। আমার কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নেই, সামাজিক প্রেক্ষাপটেই থেকেছি এ পর্যন্ত। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন নিউ জার্সির বাঙালি সংগঠনের সাথে জড়িত হই। ১৯৮৭ সালে উত্তর আমেরিকার ওয়াশিংটনে প্রথম ফোবানা সংগঠিত হয়। ১৯৮৮ সালে নিউইয়র্কে ফোবানার দ্বিতীয় কনভেনশনের সাথে জড়িত হয়ে আজ পর্যন্ত আছি। সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে মানুষের খুব কাছাকছি থেকে কাজ করার সুবাদে আমি ভাল বোধ করি। ছোটবেলা থেকেই সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতি আগ্রহ ছিল, এ দেশে আসার পরেও সেটা অব্যাহত রেখেছি।'

এরপর ফোবানার সাথে দীর্ঘ সময়ের সম্পর্কের প্রেক্ষাপট জানতে চান সোহানা নাজনীন।

মীর চোধুরী বলেন, 'ফোবানার আগেই আমি নিউ জার্সির বাঙালি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলাম। ফোবানা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে উত্তর আমেরিকার বাঙালি সংগঠনের সবাই বছরের নির্দিষ্ট একটা দিনে জমায়েত হন। এতে করে একটা পারিবারিক বন্ধন তৈরি হয়, এই ব্যাপারটা আমাকে প্রভাবিত করেছিল। ফোবানার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা বাঙালিদের সাথে পরিচিত হতাম। আমার কাছে ফোবানা একটা মিলনমেলা। এটা নিয়ে কাজের মাধ্যমে বৃহৎ আকারে আরো এগিয়ে নেবার চিন্তা ভাবনা আমার ভিতরে কাজ করে।'

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের ঐক্য আর সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যেই তিন দশক আগে ফোবানা সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, অনেকেই মনে করছেন, নেতৃত্ব আর দখলদারির কবলে পড়ে জৌলুশ হারাচ্ছে ফোবানা। একই নামে আমেরিকার একাধিক শহরে ফোবানা সম্মেলন হয়। এ প্রসঙ্গে মীর চৌধুরী অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানান, মানুষ দশ বছর আগে যে ফোবানাকে সম্মান দেখাত, সেই ফোবানা আর নেই। ফোবানা থেকে ২০২২ সালে কিছু মানুষ বের হয়ে নতুন ফোবানা তৈরি করেছে বলেই এমনটা।

তিনি বলেন, 'ফোবানা কোন ব্যাক্তিগত সংগঠন নয়। বরং, এটি সংগঠনের সংগঠন। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে ৬০-৭০টা সংগঠন মহৎ কাজের লক্ষ্য নিয়েই প্রথমদিকে ফোবানা গঠিন করেছিল। ফোবানার মাধ্যমে শুধু প্রবাসে থাকা বাঙালিরা একসাথে মিলিত হওয়া নয় বরং বাংলাদেশের জন্যে কিছু করতে চেয়েছিলাম। মূলধারায় রাজনীতির মাধ্যমে কিছু সাহায্য পাব এই উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু করেছিলাম। কিন্তু, ক্রমান্বয়ে এর পরিধি বাড়তে থাকলেও দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে অনিয়ম শুরু হয়। কে নেতৃত্ব দেবে, কে কি কাজ করবে- এই নিয়ে নানা মতভেদ দেখা দেয়। মতামত, চিন্তা-ভাবনা, পছন্দ-অপছন্দে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ফোবানা নিয়ে অনেক দূর এগিয়েছি আমরা।'

ফোবানার বা অন্যান্য কাজের বাইরে

> উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের ঐক্য আর সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যেই তিন দশক আগে ফোবানা সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, অনেকেই মনে করছেন, নেতৃত্ব আর দখলদারির কবলে পড়ে জৌলুশ হারাচ্ছে ফোবানা। একই নামে আমেরিকার একাধিক শহরে ফোবানা সম্মেলন হয়। এ প্রসঙ্গে মীর চৌধুরী অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানান, মানুষ দশ বছর আগে যে ফোবানাকে সম্মান দেখাত, সেই ফোবানা আর নেই। ফোবানা থেকে ২০২২ সালে কিছু মানুষ বের হয়ে নতুন ফোবানা তৈরি করেছে বলেই এমনটা।

মীর চৌধুরী তার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনাস-মাষ্টার্স পাশের পর ১৯৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। এ দেশে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এবং একাউন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করে প্রথম চাকরি করেছিলেন হেলথ কেয়ার ফাইন্যান্সে। ট্যাক্সেশনের উপরে ভাল অভিজ্ঞতা থাকায় ২০১৫ সালের পর থেকে নিজের ট্যাক্সেশন ব্যবসায়ের সাথেই নিয়োজিত আছেন।

মীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ২০১৩ সালে হিউস্টন অ্যাকর্ডের পেছনের গল্পটি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এই ব্যাপারটা আমাকে সব সময় উৎসাহিত করে, গর্বিত করে। ১৯৮৮'র পর ফোবানা দ্বিতীয় বারের মত ভেঙ্গে গেলে আমরা দুইটা ফোবানা একটা প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালাই। বিপক্ষীয় কিছু নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে ২০১৩ সালে আমরা সবাই একটা পরিবারে মিলিত হই। সেই একত্রিত হবার পিছনে আমার পরিশ্রম ও নেতৃত্ব ছিল। সেই থেকে আবারো আমাদের পথচলা শুরু হয়। কিন্তু, আবারো ২০২২ সালে কিছু বন্ধুবান্ধব বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে গেছেন।'

মীর চৌধুরী পেশাগত জীবনের পাশাপাশি কমিউনিটির বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করেন। এসব করতে গিয়ে মুখোমুখি হয়েছেন কিছু চ্যালেঞ্জের। অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, '১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ নিউজার্সির সাথে যুক্ত হবার মাধ্যমেই আমার উত্তরণ। কোভিডের সময় আমরা নির্ভীকভাবে ঘরে ঘরে ফোবানা সংগঠনের মাধ্যমে সাহায্য করেছিলাম। কমিউনিটির মানুষকে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সাহায্য, ফান্ডের মাধ্যমে টাকা তুলে কন্স্যুলেটের মাধ্যমে দেশে বন্যা কবলিত মানুষদেরকে সাহায্য করেছিলাম। এই কাজগুলো করতে যেয়েই আমার ভিতরে উৎসাহ বেড়েছে, মানুষের প্রতি ভালবাসা জন্মেছে। তবে, এসব কাজে কখনো সমালোচনায়ও পড়তে হয়। মানুষের ভিন্ন মত থাকবেই। কেউ ভাল কাজগুলোতে মন্দ কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। কেউ বাধা দিবেন। কিন্তু, আমাদের কাজ হল ভাল কিছু করার চেষ্টা করে যাওয়া।'

বাংলাদেশ এডুকেশন ফান্ডের একজন উপদেষ্টা হিসাবে ফান্ডের কাজগুলো কীভাবে হয়, কারা এতে সম্পৃক্ত ও বিষয়টি কী আরো বৃহৎ পরিসরে নেওয়ার কোন প্লান আছে কিনা- জানতে চাইলে তিনি বলেন, '১৫-২০ বছর আগে কিছু বন্ধুর সাথে এই সংগঠন শুরু করি। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আমার স্ত্রী, আমি একজন সিনিয়র এডভাইজার। আমাদের দেশে বহু গরিব মেধাবী ছাত্র অর্থের কারণে পড়াশোনা করতে পারে না। যাদের জিপিএ ভাল তাদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তার মাধ্যমে পরবর্তী পড়ালেখা করার সুযোগ করে দেই। প্রথম দিকে ১৫-২০ জন ছাত্রকে সাহায্য করেছিলাম, পরে অনেকের কাছ থেকে সাধুবাদ পাই। অনেকেই ডোনেট করেছেন, আমাদের ফান্ড বেড়েছে। এই সংগঠনকে বৃহৎ আকারে নেওয়ার জন্যে চেষ্টা করছি। গত বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ জন মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশে আমাদের কিছু কো-অর্ডিনেটর কাজ করে, তাদের কাছে জিপিএ ৩.৫'-এর উপরে পাওয়া ছাত্রদের মার্কশিট, হেড অফ দ্যা ইন্সটিটিউশন থেকে পরিচিতিসহ একটা সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। সেগুলো ইমেইলের মাধ্যমে পাবার পর বিবেচিত ছাত্রদের যাচাই বাছাই করে স্কলারশিপ দেয়া হয়।'

'আমেরিকা-বাংলাদেশ এডুকেশন ফান্ড নামের ওয়েবসাইটে সব প্রক্রিয়া উল্লেখ আছে।'

মীর চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক সহায়কমূলক অনেক কিছুই করে থাকেন। তিনি বলেন, 'আমি চেষ্টা করি, নিজ গ্রামঞ্চলের মানুষদেরকে বার্ষিক কিংবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে সাহায্য করতে। গরির আত্মীয়দের বাড়ি করে দিয়েছি, কাউকে ব্যবসায় করার পুঁজি দিয়েছি, স্কুলে-মসজিদ-মাদ্রাসায় খাবার, বিদ্যুৎ বিল দেয়ার চেষ্টা করি।'

মীর চৌধুরী মনে করেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের কমিউনিটি সচেতনতায় আরও উদ্যোগ নেওয়া উচিত। প্রবাসী বাঙালিরা এ দেশের মূলধারার রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে যেমন ব্যাক্তিগতভাবে উপকৃত হবেন, তেমনি আমাদের দেশও উপকৃত হবে। তাছাড়া, এ দেশের প্রতি আমাদেরকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, এ দেশকে ভালবাসতে হবে।'

বরাবরের মতই কারিগরি সহযোগিতায় থাকা এইচবি রিতা প্রশ্ন করেন, বহু সময় কমিউনিটির কাজগুলো করতে গিয়ে কিছু বাঙালিদের কটূক্তিমূলক ও সন্দেহমূলক আচরণের শিকার হতে হয়। আমরা যারা কমিউনিটিতে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, তারা আসলে কিভাবে বাংলাদেশের দুঃস্থদের সেবায় নিজেদেরকে একত্রিত করে কাজ করতে পারি?

মীর চৌধুরী জানান, 'বাঙালিদের সবার মানসিকতা এক নয়। সমষ্টিগতভাবে কাজ করলে এই আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে ব্যাপক সাহায্য সম্ভব। তবে নানাজনের নানা মতের কারণে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আর তাতেই আসল উদ্দেশ্য থেকে আমরা সরে যাই। নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা পরিবর্তন করে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং ভাল কিছুর উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে হবে।'

নানা রকম সামাজিক সংগঠনমূলক কাজের আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ করেন সোহানা নাজনীন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

গর্তমুক্ত রাস্তা নাগরিকদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

শহরের ৭০ শতাংশ আবর্জনা এখন থেকে ঢাকনাযুক্ত সিল করা বিনে ফেলা বাধ্যতামূলক হয়েছে, যা রাস্তার ময়লার ব্যাগের সমস্যা অনেকটাই কমাবে। আগামী ২ জানুয়ারি থেকে ১-৯ ইউনিটের আবাসিক ভবন, একক পরিবার বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, সরকারী দপ্তর, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অলাভজনক অফিসের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করা হবে, যদি তারা লিডযুক্ত বিন ব্যবহার না করে। প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড আবর্জনা রাস্তা থেকে ফুটপাত মুক্ত থাকবে, যা দুর্গন্ধ, লিকেজ ও ইঁদুরের উৎপাত রোধ করবে।'

তিনি বলেন, 'নিউ ইয়র্কবাসী একটি পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর শহর পাওয়ার যোগ্য, আর কন্টেনারাইজেশন সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে। বড় ভবনগুলো থেকে বাকি ৩০ শতাংশ আবর্জনা নিয়ন্ত্রণে আনার কাজও চলছে, যাতে রাস্তায় কালো আবর্জনার ব্যাগের স্তুপ না থাকে।'

সিটির রাস্তাগুলোর উন্নয়নে কাজ করছে অ্যাডামস্ প্রশাসন। ফিফথ অ্যাভিনিউর (ব্রায়ান্ট পার্ক থেকে সেন্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত বিস্তৃত) রাস্তাগুলো যেন পথচারীবান্ধব হয় এবং আশপাশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ায়, এ জন্য প্রসাশন অ্যাভিনিউয়ের ২০০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্পে ফুটপাতের প্রস্থ দ্বিগুণ করা হবে, যাতে মানুষ কোলাহলমুক্ত ফিফথ অ্যাভিনিউ উপভোগ করতে পারে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'নিউ ইয়র্ক সিটিকে বিশ্বের সেরা শহর হিসেবে ধরে রাখতে হলে প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, যাতে এটি সকলের জন্য বাসযোগ্য ও সাশ্রয়ী থাকে। এই ছুটির মৌসুমে গর্তমুক্ত রাস্তা ও উন্নত শহর আমাদের নাগরিকদের জন্য একটি বড় স্বস্তি বয়ে আনবে।'

সন্দ্বীপে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ার

শেষ পৃষ্ঠার পর

নির্বিশেষে সন্দ্বীপের দুঃস্থ মানুষের মাঝে ৩২ লাখ টাকার ঔষধ, খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছেন।

তৃণমূলে ব্যাপক জনপ্রিয় এই নেতা বিভিন্ন সময় দলের জন্য কাজ করতে গিয়ে আহত বা নিহত হয়েছেন, এমন ৫২ টি পরিবারকে ১০ বছর ধরে প্রতি ঈদে ৫ হাজার করে ঈদ উপহার প্রদান করে আসছেন। যাদের খবর অন্য নেতাকর্মীরা তেমন একটা নেন না।

তিনি বছরে কয়েকবার সন্দ্বীপ এসে দলীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে থাকেন। ১৬ বছর ধরে চলা আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী সব আন্দোলন সংগ্রামে তিনি অর্থ সহায়তা করে পাশে ছিলেন।

সর্বশেষ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের মাঝে ৪ লাখ টাকার খাবার বিতরণ করেছেন। বিভিন্ন সময় আন্দোলন সংগ্রামে সন্দ্বীপের যেসব নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়েছেন, তাদের জামিন করতে তিনি আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

এই আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আরেক যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টনের বাড়িও বাউরিয়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডে।

তিনি বর্তমানে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। এর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য সচিব ছিলেন। জিয়া স্মৃতি পাঠাগারের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যাচেষ্টার ষড়যন্ত্রের মামলার আসামি। সর্বশেষ গত ১২ ডিসেম্বর এই মামলায় জামিন পেয়েছেন তিনি।

দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, দীর্ঘ ৯ বছর পর দেশে ফেরা বিএনপির এই কেন্দ্রীয় নেতা আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সন্দ্বীপে তেমন সক্রিয় না থাকলেও সরকার পতনের পর সন্দ্বীপে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে তিনি সভা সমাবেশ করেছেন। অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক ও দলীয় অনুষ্ঠানেও।

এর আগে তিনি ঈদের ছুটি সন্দ্বীপগামী শিক্ষার্থী ও অসহায়দের বিনামূল্যে সন্দ্বীপ যাত্রার একটি উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা করেছেন। এছাড়া তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সন্দ্বীপ উপজেলার জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসীদে নিয়ে 'বহির্বিশ্ব সন্দ্বীপ জাতীয়তাবাদী ফোরাম' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। এটির মাধ্যমে ফান্ড সংগ্রহ তিনি বিএনপির নিপীড়িত, নির্যাতিত নেতাকর্মীদের প্রায় ৮০/৯০ লাখ টাকার সহায়তা প্রদান করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময় দলীয় নেতাকর্মীদের নিজ উদ্যোগেও আর্থিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন বলেও জানা যায়।

দীর্ঘ ১৪ বছর পর দেশে ফিরেছেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

মানুষকে গুম, খুন ও হত্যা করেছে। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের নামে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে। এই ১৫ বছর শেখ হাসিনা ভোট চুরি, ব্যাংক ডাকাতি ও দেশ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার করেছে।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। তার বাবার মৃত্যুর পর কয়েকদিন লাশ পড়ে থাকলেও দেশের জনগণ প্রতিবাদ মিছিল করেনি, জানাজায় আসেনি। সে জাতির উপর তিনি চরমভাবে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন এবং সেটিই করে দেখালেন। পর পর তিনবার ভুয়া নির্বাচন করে ক্ষমতায় টিকে থাকলেও তাকে দেশের মানুষ কখনোই ভোট দেয়নি। ভোটের মাধ্যমে তিনি পরাজিত হয়েছেন সাদেক হোসেন খোকার কাছে, তিনি পরাজিত হয়েছেন মেজর মান্নানের কাছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা দেখেছি ইতিহাস বলে, যে দেশ একবার স্বাধীন হয় সে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজীবন রক্ত দিতে হয়। কারন হায়েনারা বার বার সে দেশের উপর শকুনের মতো কু-দৃষ্টি দিয়ে থাকে। তাই ২৪ এর অভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন এবং যারা সামনে ও পিছন থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। সেই আহত এবং শহীদ পরিবারের প্রতি আমাদের যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি থেকে যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার অফ কমার্স, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির এ নেতা জানান, আমি বাংলাদেশে থাকাকালীন সময় ঢাকা

> আগামী ২৩ ডিসেম্বর ঢাকায় হোটেল শেরাটনে বাংলাদেশে আমেরিকান ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় আয়োজক হিসেবে গিয়াস আহমেদ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। সে আয়োজনে বাংলাদেশে আমেরিকান অ্যাম্বাসেডর উপস্থিত থাকবেন বলে নিশ্চিত করেছে আয়োজক কমিটি।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ছিলাম, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ঢাকার রাজপথে আন্দোলন করেছি। আমেরিকায় এসেও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম। আপনারা জানেন, আমি বাংলাদেশ থেকে ১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি। এখানে এসেই আমরা যুক্তরাষ্ট্রে ছাত্রদল গঠন করি এবং আমি ছিলাম যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। আমাদের হাত ধরেই যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি তৈরি হয়েছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি একটি বৃহৎ পরিবার। বাংলাদেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ব্যাপক অবদান রয়েছে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি হোয়াইট হাউজ, জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশে আমরা এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করেছি। মইনদ্দিন, ফখরুদ্দীনদের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করেছি। যখন বাংলাদেশে কেউ সাহস পায়নি, তখন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে হোয়াইট হাউজ, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশে আন্দোলনের মাধ্যমে জনমত গড়ে তুলেছি।

প্রবাসীদের প্রসঙ্গে গিয়াস আহমেদ বলেন, আমরা যারা প্রবাসী আছি আমাদের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আবেদন, তারা যেন প্রবাসীদেরকে মূল্যায়ন করেন। তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেন যে যারা প্রবাসে বিজনেস করে সফলতা অর্জন করেছে তাদেরকে নিয়ে যেন সরকার নতুন করে চিন্তা করে। প্রবাসী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য যেন সংসদে ১০ শতাংশ কোটার মাধ্যমে সংসদ নির্বাচনের সুযোগ থাকে সেই ব্যবস্থা করা।

এদিকে, আগামী ২৩ ডিসেম্বর রাজধানীর হোটেল শেরাটনে বাংলাদেশে আমেরিকান ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় আয়োজক হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। সে আয়োজনে বাংলাদেশে আমেরিকান অ্যাম্বাসেডর উপস্থিত থাকবেন বলে নিশ্চিত করেছে আয়োজক কমিটি।

এতে আমেরিকান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স (এবিসিসিআই) জুলাই গণঅভ্যুত্থান তথা গণতন্ত্রের লড়াইয়ে ভোটের অধিকার নিশ্চিতকরনে যারা শহীদ ও আহত হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য ড. ইউনূসের জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনে ১ কোটি টাকা অনুদান দেওয়ারও ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

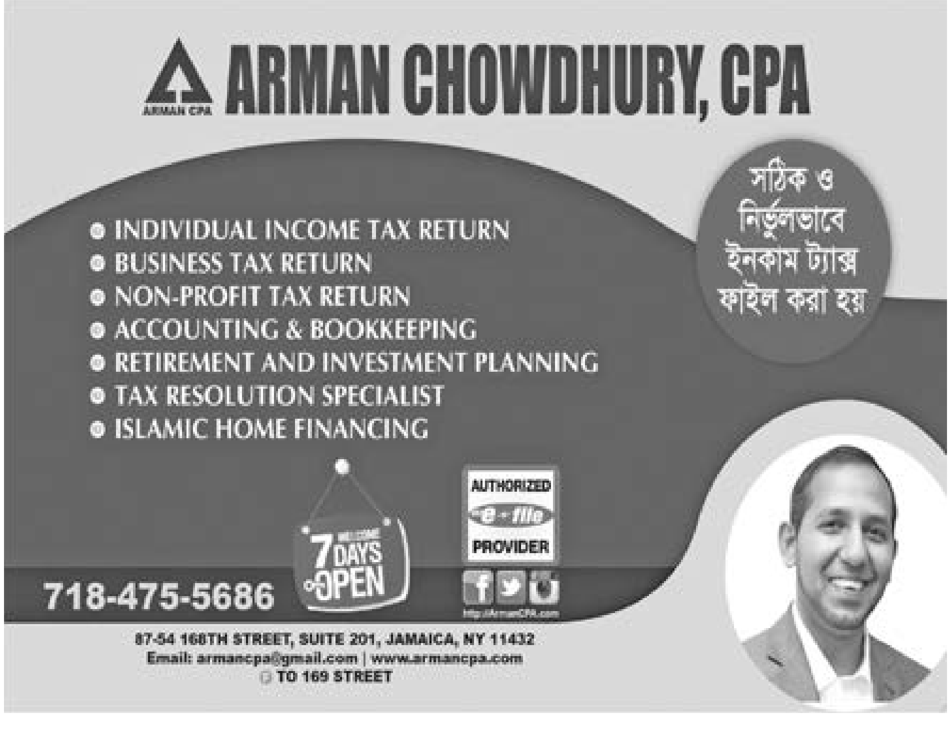

অন্তর্বর্তী সরকারই হতে পারে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার

জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল

ঢাকা অফিস

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারই নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে রুপান্তরিত হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

এবিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বলেন, 'এই (অন্তর্বর্তীকালীন) সরকারই তত্ত্বাবধায়ক সরকারে রিনেমড হতে পারে। যেমন জেলা ও দায়রা জজ একই ব্যক্তি যখন সিভিল মামলা করেন তখন তাকে বলা হয় জেলা জজ, আবার ওই একই ব্যক্তি যখন ক্রিমিনাল মামলা পরিচালনা করেন তখন তিনি দায়রা জজ। তেমনি এই অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যক্তিরা যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সিস্টেমে চলে যাবে উনারাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হবেন। এটায় সাংবিধানিক সাংঘর্ষিকতার কোনো জায়গা নেই।'

মো. আসাদুজ্জামান

সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, আপিল বিভাগে (ত্রেয়দশ সংশোধনী মামলার) যে রিভিউ পেন্ডিং আছে তা বাইপাশ করেই হাইকোর্টের এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেন আছে? কারণ, তত্ত্বাবধায়কের ত্রোয়োদশ সংশোধনীতে দুটি পার্ট। এক হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বৈধ নাকি অবৈধ। এই পার্টে চারজন বলছেন অবৈধ, তিনজন বলেছেন, বৈধ। আবার দ্বিতীয় পার্টে সব বিচারপতি বললেন, পরবর্তি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হবে। এই যে পরবর্তী নির্বাচন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হবে এটা বলার আগেই পঞ্চদশ সংশোধনী চলে এসেছে। তাহলে ধরে নেয়া হবে, ওই জাজমেন্ট কার্যকর আছে। তাহলে কমপক্ষে আগামী দুটি নির্বাচন তো আপিল বিভাগের এটেনশন লাগে না।অর্থাৎ আপিল বিভাগে থাকা ত্রেয়দশ সংশোধনীর রিভিউ রায়ের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয় না।

বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন বাতিল প্রশ্নে জারি করা রুল আংশিক যথাযথ ঘোষণা করে ১৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্তি-সংক্রান্ত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ ও ২১ ধারা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বাতিল ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। আদালত বলেছেন, পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের এই ধারা দুটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে ধ্বংস করেছে, যেটি হচ্ছে গণতন্ত্র। এছাড়া পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংবিধানে যুক্ত ৭ক,৭খ, ৪৪ (২) অনুচ্ছেদ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বাতিল ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।

পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পুরোটা বাতিল করা হচ্ছে না উল্লেখ করে রায়ে হাইকোর্ট বলেন, সংশোধনী আইনের বাকি বিধানগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার আগামী জাতীয় সংসদের।

জর্জিয়ায় বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু

আটলান্টা প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মোকাদ্দেস হাসান খান (সানিন) নামের এক প্রবাসী এক বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর।

শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুর একটায় জর্জিয়ার বেথেলহামে নিউ মুসলিম কবরস্থানে তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মোকাদ্দেস হাসান দুপুর আড়াইটার দিকে জর্জিয়ার নিজের বাসায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে গুনেইট নর্থ সাইড হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যেতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মোকাদ্দেস হাসান জর্জিয়ার টাকার শহরে পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই মেয়ে, স্ত্রীসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জের অধিবাসী মোকাদ্দেস হাসান ১৯৯৬ সাল থেকে প্রবাসে বসবাস করছিলেন। তিনি জর্জিয়া বিএনপির সহকারী আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাহিদুল খান সাহেলের বড় ভাই।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেলস ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER

حلال HALAL

FREE WiFi

দেশীয় স্বাদ নবান্নেই

- আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
- পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
- আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।

- সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

DOORDASH Uber Eats GRUBHUB

www.nabannorestaurant.com

Nabanno Restaurant

37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)

Our Services

- TLC Insurance
- DMV & TLC Service
- TLC Car & Plate Rent
- Auto, Home & Business Ins.
- TLC Base (Black & Green Cab)

ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO

NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211

Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

ইরানের দুর্বল হওয়া ভারতের জন্য কতটা উদ্বেগের

সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের শাসনের অবসানকে ইরানের জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। ইরানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতন হয়েছে। তিনি সিরিয়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

সিরিয়ায় আসাদ সরকারের পতনের পর সেখানে ইরানি দূতাবাসেও হামলা চালিয়েছে বিদ্রোহীরা।

এর আগে লেবাননে ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহকে দুর্বল করে দিয়েছে ইসরাইল। আর হিজবুল্লাহ দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে লেবাননে ইরানের উপস্থিতিও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, ইসরাইল হামাসের শীর্ষ নেতাকে হত্যা করে তাদের (হামাসের) ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং গত মেয়াদে তাকে ইরানের প্রতি অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিতে দেখা যায়। এই সব মিলিয়ে ইরানের পরিস্থিতি এখন বেশ উদ্বেগজনক।

সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ইরাকেও প্রভাব ফেলতে পারে। সিরিয়ার পর ইরাক ও লেবাননে তুরস্ক তার প্রভাব বাড়াতে পারেও অনুমান করা হচ্ছে।

এই সমস্ত কিছুর প্রভাব পশ্চিম এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্যের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সিরিয়ায় ইরানের দুর্বল হয়ে পড়াটা সে দেশের ভাবমূর্তি এবং আঞ্চলিক কৌশলের জন্য মারাত্মক আঘাত। এই অঞ্চলে তুরস্কের অগ্রসর হওয়ার বিষয়টা ইরানের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ।

ইরান কিন্তু তুরস্ককে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। একদিকে তুরস্ক আজারবাইজানের সমর্থক আর অন্যদিকে ইরান সমর্থন করে আর্মেনিয়াকে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে তুরস্কের সহায়তায় নাগোরনো-কারাবাখে জয় পেয়েছিল আজারবাইজান। অর্থাৎ এখানেও ইরানকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

সিরিয়ায় সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আবহে 'উৎসাহিত' হয়ে তুরস্ক জাঙ্গাজুর করিডোর বাণিজ্য রুট নিয়ন্ত্রণের জন্য আজারবাইজানকে সমর্থন করতে পারে। তারা যদি সেটা করে, তাহলে আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া সরাসরি তুরস্কের সাথে যুক্ত হবে আর ইরান ককেশাস থেকে বেরিয়ে যাবে।

এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে, এই মুহূর্তে সিরিয়ার কিন্তু আগের মতো শক্ত পরিস্থিতিতে নেই বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর প্রভাব একাধিক দেশের ওপর পড়তে পারে, ওই তালিকায় ভারতও রয়েছে।

ইরান কি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়ছে?

ইরানকে পশ্চিম এশিয়ার একটা শক্তি হিসেবে দেখা হয়, যা ওই অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখে। কারণ পাশ্চাত্যের মিত্র সৌদি আরব, ইসরাইল ও তুরস্কের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে ইরান।

সৌদি আরব ও অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করা তালমিজ আহমেদ সম্প্রতি করণ থাপারকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ইসরায়েল এখন পুরো অঞ্চলকে দীর্ঘ যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। এমনটা যদি হয়, তাহলে সেটা কোনোভাবেই ভারতের জন্য মঙ্গলজনক হবে না।'

কেন এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে তাও ব্যাখ্যা করেছেন তালমিজ আহমেদ।

তার কথায়, 'ভারতের উচিত ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সেটা বন্ধ করা। যদি এই অঞ্চলে সংঘাত বাড়তে থাকে, তাহলে উপসাগরীয় দেশগুলোতে বসবাসকারী প্রায় ৮৫ লাখ ভারতীয় নাগরিককে দেশে ফিরে আসতে হবে।' তিনি বলেন, 'ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ওই অঞ্চলে ইরান দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে ভারতের স্বার্থও দুর্বল হয়ে পড়বে।'

এই বিষয়ে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ওয়েস্ট এশিয়ান স্টাডিজের অধ্যাপক অশ্বিনী মহাপাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, বর্তমানে ইরানের অবস্থান দুর্বল হয়েছে বটে তবে চিরকালের জন্য তারা দুর্বল হয়ে যায়নি।

অধ্যাপক মহাপাত্র বলছেন, 'ইরানকে পশ্চিম এশিয়ায় একটা শক্তি হিসেবে ধরে রাখা ভারতের স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন। ইরান দুর্বল হলে সুন্নি শাসকদের আধিপত্য বাড়বে এবং তারা পাকিস্তানকে সমর্থন করবে। তুরস্কের প্রভাব বাড়বে এবং সেটা পাকিস্তানকেও সাহায্য করবে। এই পরিস্থিতিতে ইরানই পশ্চিম এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য আনে।'

কিভাবে ভারতের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক মহাপাত্র। তিনি বলেছেন, 'ইরানের মাধ্যমেই ভারত মধ্য এশিয়ার বাজারে পৌঁছায়। ইরানে চাবাহার বন্দর নির্মাণ করছে ভারত। এই পরিস্থিতিতে ইরান অস্থির হয়ে উঠলে নানান দিক থেকে ভারতের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে ইরান এই ক্ষমতা আবার ফিরে পাবে। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। ইরান প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। তারা নিজেদের পরমাণু কর্মসূচিও ত্বরান্বিত করবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ইরান জানে কীভাবে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়।'

ভারতের স্বার্থের ওপর প্রভাব

বাশার আল-আসাদের পরিবার ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে ইরানের প্রধান আঞ্চলিক মিত্র। শুধু তাই নয়, ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইরান এবং ইরাকের মধ্যে যুদ্ধে সিরিয়াই একমাত্র আরব দেশ ছিল যারা ইরানকে সমর্থন করেছিল। বাকি আরব দেশগুলো কিন্তু ইরাকের সাথে ছিল।

এরপর ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে বাশার আল-আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাড়তে থাকে, কিন্তু ইরান তার সঙ্গ ছাড়েনি। এদিকে ইরান কিন্তু সিরিয়া হয়ে লেবাননে হিজবুল্লাহ এবং গাজায় হামাসকে সহায়তা পাঠাত।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ওয়েস্ট এশিয়া স্টাডিজের অধ্যাপক আফতাব কমল পাশা মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের সমস্যা হয়তো বেড়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক কিছুই দেশটির অনুকূলে যাবে।

অধ্যাপক পাশা বলছেন, 'প্রথমত, ইরান দুর্বল হয়নি। ইরান হিজবুল্লাহকে তিন হাজার কোটি ডলার দিয়েছে। সিরিয়াকেও তারা এক শ' কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে। এখন এই সমস্ত অর্থ নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যয় করবে ইরান। এতে তাদের পরমাণু কর্মসূচি ত্বরান্বিত হবে।'

এর পাশাপাশি, অন্য একটা বিষয়ও উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক পাশা। তার কথায়, 'এরদোগান হয়তো এখনো মনে করতে পারেন যে তিনি জয়ী হয়েছেন, কিন্তু তার পুরো মনোযোগ ২০২৮ সালের নির্বাচনের দিকে। সিরিয়ায় কিন্তু এই অস্থির অবস্থা বজায় থাকবে। আমি মনে করি, সিরিয়াকে অনেক ভাগে ভাগ হতে পারে। কিছু এলাকা ইসরাইলের দখলে চলে যাবে।'

তিনি বলেন, 'ইসরাইল ইতোমধ্যেই সেই কাজ শুরুও করে দিয়েছে। কিছু অংশ তুরস্কের দখলে চলে যাবে। সুন্নি ও আলবীয় একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দেবে। কুর্দিরাও তাদের ভাগ দাবি করবে। এই অবস্থায় ইরানের পক্ষে সিরিয়ায় প্রবেশ করা কিন্তু কঠিন কাজ হবে না।'

পশ্চিম এশিয়ায় ইরান দুর্বল হলে ভারতের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন অধ্যাপক পাশা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ

ইরান দুর্বল হওয়ার ফলে কী হতে পারে তা ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক পাশা। তিনি বলছেন, 'ইরান দুর্বল হওয়ার অর্থ হলো তুরস্ক ও অন্যান্য সুন্নি দেশগুলোর শক্তিশালী হয়ে ওঠা। এই পরিস্থিতি পাকিস্তানের জন্য আরো অনুকূল হবে। ভারত ও ইরান থেকে সস্তায় গ্যাস পেতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ে তারা (ভারত) সেই সাহস দেখাচ্ছে না।'

তিনি বলেন, 'ইরান বরাবরই অভিযোগ করে আসছে, তাদের বিষয়ে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সামনে মাথা নত করে। কিন্তু ভারত বুঝতে পেরেছে ইরান তার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশ। মধ্যপ্রাচ্যে শক্তিশালী ইসরাইলের চাইতে শক্তিশালী ইরানকে বেশি প্রয়োজন ভারতের।'

২০১৯ সালের নভেম্বরে ইরানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ মন্তব্য করেছিলেন, ভারতের উচিত তার মেরুদণ্ড শক্ত করা, যাতে তারা মার্কিন চাপের কাছে মাথা নত না করে।

জাভেদ জারিফ ভারত ও ইরানের সম্পর্কে সুফি ঐতিহ্যের কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

তিনি জানিয়েছিলেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আগে তাদের আশা ছিল যে ভারত ইরানের তেলের বৃহত্তম ক্রেতা হয়ে উঠবে। কিন্তু তা না হওয়ায়, তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ জানিয়েছিলেন, মার্কিন চাপের মুখে ভারতের আরো প্রতিরোধ দেখানো উচিত।

তিনি বলেছিলেন, 'ইরান বুঝতে পেরেছে যে ভারত তার (ইরানের) ওপর নিষেধাজ্ঞা চায় না, কিন্তু একইভাবে তারা (ভারত) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ক্ষুব্ধ করতে চায় না। আসলে অনেক সময় মানুষ কিছু একটা চায় অথচ তাকে অন্য কিছু করতে হয়।'

তিনি যোগা করেন, 'এটা বৈশ্বিকস্তরে একটা কৌশলগত ভুল এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই একই কাজ করছে। আপনি ভুল জিনিস যত গ্রহণ করবেন তার সমাপ্তি হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ভারত ইতোমধ্যে ইরান থেকে তেল কিনছে না।'

উত্তর আমেরিকা নিউজ ডেস্ক

কুটিশ্বর বাবু: জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

রত্নদীপ দাস রাজু

জগৎ সংসারে কিছু কিছু ক্ষণজন্মা মানুষের আবির্ভাব ঘটে; যাঁরা সংসারের সীমা পার হয়ে অসীমের মধ্যে বিলীন হয়ে যান। তাঁদের কীর্তি অমর হয়ে থাকে মানুষের মনে। মৃত্যুর বহু বছর পরও তাঁরা প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন নতুন প্রজন্মের জন্য। নবীগঞ্জ উপজেলার সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে যে কয়জন প্রতিথযশা গুণী ব্যক্তি জন্ম নিয়ে গ্রাম-বাংলার উন্নয়ন, সংস্কার ও সমাজের বৈষম্য দূর করে নতুন প্রজন্মের জন্য আধুনিক সমাজ তথা রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে যৌবনের সোনালি দিনগুলি উৎসর্গ করেছেন, সেই মহান ব্যক্তিদের মধ্যে কুটিশ্বর বাবু (১৯২৪-১৯৯৫) অন্যতম।

পোশাকি নাম কুটিশ্বর দাশ হলেও তিনি কুটিশ্বর বাবু নামেই সুপরিচিত ও বিখ্যাত। কুটিশ্বর বাবু ১৯২৪ সালের ১ জানুয়ারি অবিভক্ত ভারতবর্ষের আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার নবীগঞ্জ থানার মুক্তাহার গ্রামের 'বাবুর বাড়ি' নামক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্ম নেন। তার পিতা সমাজসেবক বাবু ভগবান দাশ ও মাতা সুরধ্বনী বালা দাশ। তাঁর জেঠা মহাশয় মাস্টার বঙ্কচন্দ্র দাশ ছিলেন তৎকালীন ৩৯ নম্বর সার্কেলের সরপঞ্চ। পাঁচ ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। সেই সময়ে 'বাবুর বাড়ি' নামে খ্যাত তাঁদের পরিবারটি ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, যশ ও খ্যাতিতে এই অঞ্চলের বিখ্যাত পরিবারগুলির মধ্যে অন্যতম। তিনি নবীগঞ্জ দরবার পাঠশালা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ভর্তি হন নবীগঞ্জ জেকে উচ্চবিদ্যালয়ে। সেখানে ১৯৪৩ সালে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রাস ও হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ থেকে ১৯৪৫ সালে আইএ পাশ করেন। তৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্টারমিডিয়েট ও এন্ট্রাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত। তিনি লেখাপড়ায় যেমন ছিলেন মেধাবী, তেমনি কৃতি ফুটবলার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল এলাকাজুড়ে। তাঁর একটি ফুটবল টিম ছিল, যা এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ঐ টিমের অন্যান্য খেলোয়ারদের মধ্যে ছিলেন ননীগোপাল গোস্বামী (প্রয়াত, জন্তরী) প্রমূখ। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা মাহাত্মা গান্ধীর আদর্শের অনুসারী।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের ধনাঢ্য ও শিক্ষিত পরিবারের বহুসংখ্যক লোক পিতৃভূমি ত্যাগ করে ভারতে চলে যান বা যেতে বাধ্য হন। কিন্তু, কুটিশ্বর দাশেরা স্বপরিবারে তাঁর জন্মভুমি পূর্ববঙ্গেই রয়ে যান। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই ছিলেন সমাজ সচেতন, কর্তব্যপরায়ন এবং উন্নত মূল্যবোধ ও ব্যক্তি চেতনার অধিকারী। জীবনাচারে তিনি ছিলেন অনন্য ভদ্র, সজ্জন, সংস্কৃতমনা ও অহিংসবাদী। সততা, পরোপকারীতা, দেশপ্রেম, সুদক্ষ বিচারবুদ্ধি, মানবতাবোধ ছিল তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম। ব্যক্তিত্বের বিশালতা, জ্ঞানের গভীরতা, মার্জিত ব্যবহার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে সবাই তাকে মান্য ও শ্রদ্ধা করত।

জীবদ্দশায়ই তিনি ব্যক্তি থেকে পরিণত হয়েছিলেন ব্যক্তিত্বে, হয়ে উঠেছিলেন এক প্রতিষ্ঠান। পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে কোন সরকারি-বেসরকারি চাকুরীর জন্য টু না মেরে পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সমাজকে সুশিক্ষার আলোয় আলোকিত করার প্রয়াসে পারিবারিক আর্থিক প্রাচুর্যতা, নিজস্ব ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং অন্যান্য ভাল চাকুরী লাভের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকতার মত মহান পেশাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে যোগদান করেন নবীগঞ্জ যুগল কিশোর হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে। শিক্ষকতায় প্রবেশ করেই তিনি মেধা, প্রজ্ঞা দ্বারা শিক্ষাঙ্গনের সকলের প্রিয় হয়ে উঠেন। অর্জন করেন অভিভাবক মহলের শ্রদ্ধা। অনেক গরিব ও মেধাবী ছাত্রের নিজস্ব অর্থায়নে লেখাপড়া করিয়েছেন। যাঁরা পরবর্তি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। নিজ গ্রামে (১৯৫৬ সালে) প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। মুক্তাহার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে বেশ কয়েক বছর তাঁদের বাড়ির কাছাড়ি ঘরেই পরিচালিত হত স্কুলের পাঠদান ও অন্যান্য কার্যক্রম।

তিনি গ্রামের প্রত্যেকটি ঘরে-ঘরে গিয়ে ছোট ছেলে-মেয়েদের স্কুলগামী হতে উৎসাহ ও অভিভাবকদের পরামর্শ দিতেন। বেশ কয়েক বছর পাঠদান পরিচালিত হওয়ার পর, পরবর্তী তৎকালীন সিও (ডেভ.) (বর্তমান ইউএনও) তাঁর অনুরোধে এক দিন স্কুল পরিদর্শনে আসলে তিনি স্কুলের জন্য নিজস্ব অবকাঠামো নির্মানের কথা বলেন। অবশেষে তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক বছর পর স্কুলটি নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এ কাজে আরও যাঁরা অবদান রাখেন, তাঁরা হলেন তাঁর অগ্রজ প্রয়াত ভাগ্যেশ্বর দাশ (১৯২১-২০০৪), প্রয়াত যোগেশ দাশ প্রমূখ। তিনি মুক্তাহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রায় তিন দশক ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, নবীগঞ্জ জেকে উচ্চবিদ্যালয় এবং হিরা মিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করেন।

তিনি হাইস্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। গ্রাম-গঞ্জের পঞ্চায়েত শালিসে তিনি তাঁর মেধা, মনন ও বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে সমাজের বিভেদ দূর করে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনে ভূমিকা রাখেন। একটা সময়ে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ১৯৫৪ সালে শিক্ষকতা থেকে অকালীন অবসরে চলে যান। ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবনে তিনি কথার মূল্য বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলতেন। আর এসব ছোট-বড় কাজের মধ্য দিয়েও সমাজ সচেতনতা ও স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী-মুজিবের নেতৃত্বে তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে তৃণমূলে ব্যাপক কাজ করেন। ১৯৬০ সালে আইয়ূব খাঁন মৌলিক গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিডি নির্বাচন চালু করলে, তিনি জনগণের চাপে নির্বাচনে অংশ নেন এবং বিডি মেম্বার নির্বাচিত হন। তৎকালে নির্বাচিত নয়জন বিডি মেম্বার থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা হত। এলাকার যুব সমাজ ও মুরুব্বীদের পক্ষ থেকে তাঁকে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চাপ থাকলেও তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের সন্তান লাবণ্য কুমার চৌধুরীকে মেনে নেন। লাবণ্য কুমার চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে তিনি বেশ সময় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেন। সেই সময় তিনি ইউনিয়নের প্রত্যেকটি গ্রামে-গ্রামে গিয়ে ছোট ছেলে মেয়েদের স্কুলগামী হতে উৎসাহ ও অভিভাবকদের পরামর্শ দিতেন। ফলে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার আলো ছড়াতে স্মরণীয় ভূমিকা রাখেন। সর্বোপরি একজন জন-নন্দিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি পুনঃনির্বাচিত হন। তিনি বিডি মেম্বার থাকাকালীন তাঁর অনুপস্থিতে পরিষদের কোন সিদ্ধান্তই হত না, তাঁর ব্যক্তিত্বের ও বিচক্ষনতার কারণে। ১৯৬৭ সালে তিনি তৎকালীন নবীগঞ্জ থানার ছয় নম্বর করগাঁও (বর্তমানে সাত নম্বর করগাঁও) ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এক সময় নবীগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের কমিটির গঠিত হলে তিনি সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। একটি ইউনিয়নের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে দীর্ঘ দিন অত্যন্ত সুনাম ও শ্রদ্ধার সাথে চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন জননেতা ডাক্তার কুটিশ্বর দাশ।

১৯৬৯ সালে পূর্ব-বাংলা স্বাধীকারের চেতনায় জ্বলে ওঠে। ১৯৭০-এ জাতীয় নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর আবস্থানটা ছিল অগ্রগণ্য। যুদ্ধ শুরু হলে তিনি সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বা অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে পরিবার পরিজনদের ভারত সীমান্তে পরিবার পরিজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। শরণার্থীদের খাদ্য, ওষুধসহ প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণে শুরু করেন রিলিপ কার্যক্রম। যোগাযোগ করেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে। এ সময় শরণার্থীদের সমস্যাবলী সমাধানের পাশাপাশি যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উদ্ভোদ্ধ করে তাদের রিক্রোট করেন মুক্তিযুদ্ধে। তাছাড়া, তিনি মুক্তিযোদ্ধাদেরও নানাভাবে সহযোগীতা করেন।

দেশ স্বাধীন হলে দেশে ফিরেই স্বগ্রামসহ ইউনিয়নের রাজকার ও দুর্বৃত্তদের কর্তৃক লুঠপাঠকৃত মালামাল ফেরত আনা ও উত্তেজিত পরিস্থিতি শান্ত করতে ভূমিকা রাখেন। যুদ্ধবিধস্ত গ্রাম-বাংলা পুনঃর্গঠনে ক্ষতিগ্রস্থদের ঘরবাড়ী নির্মাণে সরকারি বরাদ্দ প্রদানের পাশাপাশি নিজস্বভাবেও সহযোগিতা করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্থ গ্রাম বাংলা পুনর্গঠন করতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ান। তাঁর সময়ে ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়। তিনি সব সময় পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর সমাজকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কাজ করেছেন।

একজন স্বনামধন্য চেয়ারম্যান হিসেবে ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রত্যেক মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সফলতা-ব্যর্থতা সর্বোপরি গণ-মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে সম্পৃক্ত হয়ে সবার সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ইউনিয়নের ছাড়াও যে কেউ তাঁর কাছে আসলে তিনি সৎ পরামর্শ ও সাধ্যমত সহযোগীতা করতেন। তিনি ছিলেন মানবতাবোধ সম্পন্ন আদর্শ মানুষ। তবে নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন অবিচল।

ডাক্তার কুটিশ্বর দাশ চিকিৎসক হিসাবেও ছিলেন কিংবদন্তিসম। এ অঞ্চলের হতদরিদ্র শ্রেণীর শেষ ভরসা ছিলেন তিনি। নামমাত্র মূল্যে আজীবন জনগণের স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছিলেন। যার জন্য এখনো তাঁর সম্পর্কে প্রাচীন ব্যক্তিবর্গের গুণকীর্তনের অন্তনেই। যে কোন বিষয়ে তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়। তিনি নিজের জীবনকে যেমন উৎসর্গ করেছিলেন দরিদ্র জনগোষ্টির সুস্বাস্থ্য বিধানে, তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়েও ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। তাঁর ধী শক্তি, নিরপেক্ষতা, উদার মানসীকতা ও অসাম্প্রদায়িক কার্যক্রমে হয়ে ওঠেন ইউনিয়নের নীতিনির্ধারক। যে কোন বিবাদ ও সামাজিক সমস্যা স্বউদ্যোগেই নিরপেক্ষভাবে নিষ্পত্তি করতেন। যে কোন বিচারকার্যে বসলে রাত যত গভীর বা শেষ হোক না কেন নিষ্পত্তি না করে উঠতেন না। তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এমন কেউ ছিল না। এমনকি তাঁর রায়ে বাদী-বিবাদী দুপক্ষই সন্তুষ্টি পেত। তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশালতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল, যে কোন বিচারে প্রধান বিচারক বা সভাপতির আসন তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও রাত জেগে গ্রাম্য বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন। গ্রাম্য শালিস-বৈঠকের কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব কুটিশ্বর বাবু ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিমূর্ত প্রতীক। আজীবন তিনি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সমাজে প্রতিষ্টার জন্য কাজ করেছেন।

বইপড়া ও বিভিন্ন গ্রন্থ পঠন-পাঠন ছিল তাঁর শখের মধ্যে অন্যতম। সংস্কৃতি, ইংরেজি, বাংলা, দর্শন বিষয়গুলিতে ছিল তাঁর অগাধ দখল। হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়গুলি ছিল তাঁর নখদর্পণে। একজন বিদ্ধান ও পন্ডিত ব্যক্তি হিসাবে অনেক জ্ঞান পিপাসুরা তাঁর কাছে ভীড় জমাতেন। তিনি একজন লোক কবিও ছিলেন। অনেক গান (পদাবলী) রচনা করেন। যা প্রকৃতি, সমসাময়িক ভাবনা ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি প্রকাশ পায়। গানগুলি তাঁর স্মৃতির স্মারক হয়ে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে আজীবন।

ধণাঢ্য পরিবারে জন্ম নিয়েও আজীবন অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। পরতেন সাদা পাঞ্জাবীর সাথে সাদা পায়জামা, কখনোবা সাদা ধুতি। খাদ্যাভাসও ছিল সাদামাটা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কুলাউরা উপজেলার বুয়াই গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে পঞ্চাশের দশকের প্রথমে প্রমিলা রানী দাশে সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর সহধর্মীনি প্রমিলা রাণী দাশও (২৫.২.১৯৩৬ - ১০.৩.২০০৫) ছিলেন সুশিক্ষিত একজন শিক্ষিকা, যিনি বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি, ডস, উর্দু, তামিলসহ মোট আটটা ভাষা জানতেন। সর্বোপরি ছিলেন চিন্তা ও মননে তাঁর আদর্শের অনুসারী।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চার পুত্র ও চার কন্যা সন্তানের জনক। ১৯৯৫ সালের ৪ এপ্রিল (বাংলা বর্ষ ১৪০০ সালের ২০ চৈত্র) রোজ মঙ্গলবার ভোরবেলা ৭১ বছর বয়সে ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমণ করেন মহৎ ও প্রজ্ঞাবান এ ব্যক্তিত্ব।

তিনি এক সার্থক ও পরিপূর্ণ জীবনের প্রতীক। প্রকৃতির নিয়মেই তাঁকে বিদায় নিতে হল। অমরলোকে চলে গেলেন তিনি। আমাদের জন্য রেখে গেলেন নান্দনিক ও কর্মময় জীবন বোধ। তিনি ছিলেন দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পন্ন একজন শিক্ষক, চিকিৎসক, দেশপ্রেমিক জনপ্রতিনিধি তথা একজন আদর্শ ও স্মরনীয় ব্যক্তিত্ব।

মাতৃভূমির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে তাঁর সময়ের সামাজিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে। তিনি ছিলেন জনগণের নিকটতম বন্ধু ও দেশের কল্যাণকামী সাহসী দেশপ্রেমিক। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিশীল কর্ম, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদী আদর্শ-নীতি মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে হাজার বছর। গেল ১ জানুয়ারি ছিল তাঁর শততম জন্মবার্ষিকী। তাঁর জন্মশতবর্ষে পরম শ্রদ্ধা আর গভীর ভালবাসা জানাই সাদা মনের এই মানুষটির প্রতি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তাঁর স্মৃতিচারণ করে বলছি-

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে,
রয়েছ নয়নে নয়নে।'

লেখক: সম্পাদক, পাঠাগার বার্তা; সভাপতি, কুটিশ্বর দাশ স্মৃতি সাহিত্য পরিষদ, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

তথ্য ঋণের কৃতজ্ঞতা: এই নিবন্ধ লিখতে বিভিন্ন সময়ে তথ্য দিয়ে সহযোগীতা করেছেন শ্রদ্ধেয়-আব্দুল আজিজ চৌধুরী (প্রাক্তন গণপরিষদ সদস্য ও প্রধান শিক্ষক, নবীগঞ্জ জেকে উচ্চবিদ্যালয়), মনোরঞ্জন দাস সিংহ (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, গয়াহরি), মেজর (অব.) সুরঞ্জন দাস, মিহির কুমার রায় (মিন্টু) (নবীগঞ্জ), লক্ষী কান্ত দাশ (প্রাক্তন শিক্ষক, মুক্তাহার), ব্যোমকেশ দাশ টগর (বিশিষ্ট ব্যক্তি, মুক্তাহার), রবীন্দ্র চন্দ্র দাস (বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন শিক্ষক, মুক্তাহার), সুনীল কান্ত দাশ (বিশিষ্ট ব্যক্তি, মুক্তাহার), এডভোকেট সুমঙ্গল দাশ সুমন (রাজনীতিবিদ, তারনগাঁও) প্রমূখ এবং সাত নম্বর করগাঁও ইউপির কার্যালয়; নবীগঞ্জ যুগল কিশোর উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি স্মারক সংকলন রোদেলা কিশোর দিন-২০১৭।

কবি হেলাল হাফিজ: প্রেম, প্রতিবাদ ও বেদনার এক অনন্য কবি

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

বাংলা কবিতার জগতে এক বিশিষ্ট নাম কবি হেলাল হাফিজ। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে তিনি নিজের কাব্য চেতনার মাধ্যমে সাহিত্যের জগতে এক আলোকিত অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় যেমন প্রেমের গভীর আবেগময়তা রয়েছে, তেমনি রয়েছে সমাজ-রাজনীতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিবাদের স্পষ্ট উচ্চারণ।

হেলাল হাফিজ ১৯৪৮ সালের ৭ অক্টোবর নেত্রকোনা জেলার এক সাহিত্যপ্রবণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কেটেছে এক নিভৃত মফস্বল পরিবেশে। ছোটবেলা থেকেই তিনি সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। পরিবারের অনুপ্রেরণায় ও সেই সময়ের সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্যচর্চার প্রতি ঝোঁক বাড়ে। শৈশবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ তাঁকে কবি হওয়ার পথে পরিচালিত করে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর তিনি নেত্রকোনা দত্ত হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর নেত্রকোনা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। যদিও তিনি একাডেমিক পড়াশোনায় অতটা মনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু, তাঁর মন ছিল সাহিত্যের গভীরে। ছাত্রজীবনেই বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লেখার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যজগতে প্রবেশ ঘটে। ১৯৭২ সালে দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' তাঁকে রাতারাতি জনপ্রিয় করে তোলে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তরুণদের মনে জমে থাকা হতাশা ও বিক্ষোভ কবিতাটিতে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার চেতনা ও হতাশার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে এই কবিতা। হেলাল হাফিজের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যে জলে আগুন জ্বলে' প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরই তা পাঠকমহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলো প্রেম, বেদনা, বিদ্রোহ ও সমাজের প্রতি গভীর এক প্রশ্নচিহ্ন বহন করে। বহু প্রতীক্ষার পর ২০১৯ সালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা ৭১' প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থের তুলনায় কম প্রচারিত হলেও পাঠকদের মধ্যে সমাদৃত হয়।

তাঁর কবিতাগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য হল শব্দের মধ্যে গভীর অর্থবহ ব্যঞ্জনা তৈরি করা, যা সহজে পাঠকের হৃদয়ে ছাপ ফেলে। হেলাল হাফিজের কবিতার ভাষা সরল কিন্তু গভীর। তাঁর কবিতায় প্রতিটি শব্দের ভেতর লুকিয়ে থাকে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। প্রেমের কবিতায় তিনি যেমন আবেগের গভীরতা ছুঁতে সক্ষম হয়েছেন, তেমনি তাঁর বিদ্রোহী কবিতাগুলোতে সমাজ ও রাজনীতির প্রতি তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর কবিতা প্রেম, ব্যথা, একাকীত্ব ও স্বাধীনতার সংগ্রামের এক অপূর্ব মিশ্রণ। কবির ব্যক্তিজীবন ছিল নানা চড়াই-উতরাইয়ে ভরা। এক সময় তিনি দীর্ঘ সময় ধরে আর কোন কবিতা লেখেননি। আর্থিক অনটন ও একাকীত্ব তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তবে, সেসব সমস্যার মধ্যেও তিনি কবিতা লেখা ছাড়েননি এবং সাহিত্যিক অবদান রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনের এই দিকটি অনেকের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য হেলাল হাফিজ পেয়েছেন নানা পুরস্কার ও সম্মাননা। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারসহ অন্যান্য সম্মাননায় তিনি ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর কবিতাগুলো শুধু বাংলাদেশে নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও প্রশংসিত। হেলাল হাফিজ বাংলা সাহিত্যের এমন একজন কবি, যিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে প্রেম, প্রতিবাদ ও বেদনার এক অনন্য ধারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কবিতার শব্দগুলো শুধু কাগজে নয়, মানুষের হৃদয়ে জ্বলন্ত আগুন হয়ে ধরা দেয়। তাঁর কাব্যিক উচ্চারণ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সাহস জোগাবে এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দ্রোহ ও প্রেমের কবি হেলাল হাফিজ শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। যে কবি তাঁর শব্দের আগুনে আমাদের জাগিয়ে রাখতেন, যাঁর কবিতায় ছিল দ্রোহের শাণিত ছাপ এবং প্রেমের কোমলতা- তিনি চলে গেলেন এক করুণ অসহায়ত্ব নিয়ে। শাহবাগের সুপার হোস্টেলের একটি ওয়াশরুমে, দরজা ভেঙে, তাঁকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। মাথায় আঘাত, রক্তক্ষরণ- এবং এর মধ্যে কোন সহমর্মী হাত ছিল না, ছিল না কোন সাহচর্যের ছায়া। এক যুগান্তকারী কবি, যিনি তাঁর শব্দের শক্তিতে যুগের পর যুগ প্রজন্মকে আলোড়িত করেছেন, তিনি কি এভাবেই বিদায় নেওয়ার যোগ্য ছিলেন? আজকের এই ক্ষত, এই শূন্যতা, আমাদের প্রশ্ন করে- কবি বেঁচে থাকতে কেন আমরা তাঁকে জীবনের আলো দিতে পারিনি? কেন আমরা তাঁকে সঙ্গ দিতে পারিনি? এক বার ভাবুন, যদি আমরা বেঁচে থাকা মানুষগুলোর সত্তাকে যথাযথ মূল্য দিতাম, তাহলে কি এমন দিন দেখতে হতো? হায়, আমরা বাঙালি জাতি- মৃত্যুর পর আমরা ফুল দেই। কিন্তু, জীবনে ভালবাসা দিতে পারি না। এখন আমরা তাঁর স্মৃতিতে ভাসব। টকশোতে বসে তাঁর কবিতার প্রশংসায় মুখর হব। বইমেলায় তাঁর নামে আয়োজন হবে, প্রবন্ধ লেখা হবে, স্মারক সংখ্যা বের হবে। অথচ জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁর সেই নিঃসঙ্গতা, সেই অসহায়ত্ব- এসব নিয়ে আমরা ভাবিনি। এই দৃশ্য আমাদের জন্য এক নির্মম শিক্ষা। আমরা কি শুধু মৃত্যুর পরই সম্মান করতে জানি? জীবনের চাহিদাগুলো আমরা উপেক্ষা করি, অথচ মৃত্যুর পর শোকের অভিনয়ে আমরা পারদর্শী। হেলাল হাফিজের মৃত্যু শুধু একজন কবির বিদায় নয়; এটি আমাদের অনুভূতির দীনতা, সমাজের অবক্ষয়ের এক নির্মম চিত্র। আমরা কি এক বারও থামব না, ভাবব না- জীবিত মানুষটিকে ভালবাসতে, সম্মান করতে কেন এত কার্পণ্য করি?

মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের ভূমিকা

দীপংকর গৌতম

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির আত্মপরিচয়ের স্মারক কিংবা জন্মজরুল বলা যায়। মুক্তিযুদ্ধ কখনো একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় না। ভারত বর্ষেও স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে থেকেও আমরা একই বিষয় দেখে এসেছি। সিপাহী বিদ্রোহ বা সিরাজউদ্দৌল্লার আম্রকাননের যুদ্ধ কোনটাই মুক্তি সংগ্রাম থেকে আলাদা নয়। আন্দোলন-সংগ্রামের এক একটি সোপানকে অতিক্রম করে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। বাঙালির স্বাধীনতার আকাক্সক্ষা ছিলো বহু পুরানো। কৈবর্ত বিদ্রোহ থেকে তেভাগা, টংক, নানকার, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহসহ বিভিন্ন কৃষক সংগ্রাম সব গণসংগ্রামই ছিলো স্বাধীনতার এক একটি সোপান। স্বাধীনতা যুদ্ধ কখনো একবারে বা এক দিনে শুরু হয়েছে বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তা বলে না। বাঙালির গণসংগ্রামের এই ধারাবাহিকতায় ৫২, ৬২, ৬৯'-এর রক্তাক্ত পথ পেরিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, অজস্র মানুষের আত্মদানের মধ্য দিয়ে আসে এক দিন মুক্তির সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

আমাদের মহান স্বাধীনতা ৩০ লক্ষ মানুষের রক্ত ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঘুমন্ত নীরিহ বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামক ওই পরিকল্পনা দিয়ে নারকীয় গণহত্যা শুরু করে। এক রাতেই তারা হত্যা করে ৩০ হাজার মানুষকে। এত কম সময়ে এত বড় গণহত্যা বিশ্বের ইতিহাসে নজির বিহীন। মানুষ বুঝে উঠতে পারেনি সে কি করবে। তারপর পথ সব খুলে যায়। মা, মাটি, মানুষ রক্ষায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাঙালি দামাল ছেলেরা।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। চিত্রশিল্পীরাও শামিল হয় জনযুদ্ধে। ১৯৬৯ বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করে। সেই বছর ২১ ফেব্রুয়ারির স্লোগান ছিল 'আজ পলাশ ফোটার দিন'। ঢাকা আর্ট কলেজের ছাত্ররা 'অ' 'আ' অক্ষর দিয়ে ফুলের বলয় এবং আন্দোলনের বার্তা বহনকারী স্বরবর্ণের ব্যানার শহীদ মিনারে টাঙায়। আর্ট কলেজে প্রতিদিন রাত জেগে পোস্টার লেখা হতো। প্রতিদিন এক রিম কাগজে সর্বোচ্চ ৫০০ পোস্টার লেখার দায়িত্ব দেয়া হয়। সে সময় রাস্তায় নেমে ছবি এঁকেছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, রশিদ চৌধুরী, আমিনুলইসলাম, হাশেম খান, মুস্তাফা মনোয়ার, রফিকুন নবীসহ অনেকে। ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামের শিল্পীরা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ব্যানার, ফেস্টুন অঙ্কন করেন।

১৯৬৯'-এর গণ আন্দোলনে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'-এর ব্যানারে চারুশিল্পীরা সভা সমাবেশ করেন। নেতৃত্ব দেন শিল্পী কামরুল হাসান, হাশেম খান, শাহাদাৎ চৌধুরী, বিজয় সেন, গোলাম সরোয়ার, মঞ্জুরুল হাইসহ অনেকেই। দেশের শিল্পী সমাজ মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে অংশ নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে তাদের রঙ তুলি মারণাস্ত্রের চেয়েও কোনো কোনো সময় বেশি কাজ করেছিল। তাছাড়া, অনেক শিল্পী রঙ তুলি রেখে অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শিল্পী শাহাবুদ্দীনের নাম তাদের মধ্যে অন্যতম। একাত্তরের এপ্রিলে খালেদ মোশাররফের অধীনে দুই নম্বর সেক্টরে তিনি গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তানি বাহিনীর আতঙ্কে ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তিনি শাহবাগ রেডিও স্টেশনে ঢুকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দেন। ১৯৭১ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রদর্শনীতে ১৭জন শিল্পীর ৬৬টি শিল্পকর্ম স্থান পায়। ঐতিহাসিক এই প্রদর্শনী দেখেই বিশ্ববাসী বাংলার দূরাবস্থার কথা জানতে পেরেছিল। প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীর নাম ও শিল্প- গোলাম মোহাম্মদ- 'সূর্য বিলোপ', অঞ্জন বণিক- 'রক্তাক্ত বাংলাদেশ', বীরেন সোম- 'কান্না', 'দুঃস্বপ্ন', চন্দ্রশেখর দে- 'নিষ্পাপ শিকার', 'চঞ্চল পাখি', মুস্তাফা মনোয়ার- 'গর্বিত মা', 'নারী এবং পশু' ও নাসির বিশ্বাস- 'ধর্ষণ' ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাদানকারী শিল্পীদের মধ্যে এক উজ্জ্বলনক্ষত্র পটুয়া কামরুল হাসান। তিনি অনুভব করেছিলেন একমাত্র একটি স্বাধীন রাষ্টীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালির সত্যিকারের মুক্তি সম্ভব। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কামরুল হাসান পশ্চিমবঙ্গে চলে যান এবং নবগঠিত মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তিনি ইয়াহিয়া খানের প্রতিকৃতি দিয়ে একটি বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' শিরোনামে। সেখানে দানব আকারে দেখানো হয় ইয়াহিয়াকে; যা প্রকৃত অর্থে পুরো হানাদার বাহিনীর নগ্ন চরিত্রের পরিচয় বাহক। সেই চিত্রটি দিয়ে পোস্টার ছাপিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই পোস্টার চিত্রটি পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর এবং তাদের এদেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ রাজাকারদের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্রোহের উদ্রেক বাড়িয়ে দেয় বহু গুণে।

মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী নিতুন কুণ্ডের করা পোস্টারগুলোর মধ্যে 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী, 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি' 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' 'একেকটি বাংলা অক্ষর একেকটি বাঙালির জীবন' 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব' উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম গণহত্যা, অত্যাচার তুলে ধরে চিন্তামণি কর ও কামরুল হাসানের নেতৃত্বে কোলকাতার বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সহায়ক সমিতির সহায়তায় ১৯৭১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বিড়লা একাডেমিতে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ গৌরবময় ইতিহাসের স্মারক নির্মাণ করেছেন আমাদের দেশের দেশপ্রেমিক শিল্পীরা। মুক্তিযুদ্ধে একজন সশস্ত্র যোদ্ধার কাজ তারা করেছেন তুলি-কলম-রঙের বর্নিল আঁচড় দিয়ে। মাতৃভূমির প্রতি, দেশের মানুষের প্রতিয়ে দায় তা তারা পালন করেছেন সর্বাত্মকভাবে। তাদেও এই দায়বদ্ধতার ইতিহাস সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে এই প্রজন্ম জানবে শিল্পীর স্বাধীনচেতা স্বভাব ও মাটি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা। যার মধ্যে নিহিত রয়েছে শিল্পের রাজনীতি। শিল্পকলার বিকাশে শিল্পীর দায়বদ্ধতার জায়গাটার পাটাতনকে পোক্ত করার বিকল্প নেই।

তথ্য সূত্র: ১. মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী সমাজ/আফম মোদাচ্ছের আলী । দৈনিক আজাদী ৫ মার্চ, ২০২২/ ২. মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী ও শিল্প হিমা আক্তার হিরামনি ২ এপ্রিল, ২০২১ দৈনিক সংবাদ/ ৩. মুক্তিযুদ্ধেও শিল্পী ও শিল্প ,দীপংকর গৌতম।

মিঠি

রাশিদা কামাল

ক্যালেন্ডারের পাতায় চোখ পড়তেই একটু থমকালো মিনু। লালবৃত্তে বন্দি তারিখটা জ্বলজ্বল করছে। তবে, আজ আর দিন গুনতে হল না। কাল সকাল ছটায় প্লেন ল্যান্ড করবে। অনেক দিন পর মিঠি আসবে।

ক্যালেন্ডারের সামনে থেকে সরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো ও। উত্তরে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গায়ে। শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল ও। বুড়ো আকাশটাকে আজ আর ভাল লাগছে না! শুধু বুড়ো নয়, বিষণ্ণও মনে হল। আসলে আকাশটা বিষণ্ণ না, বিষণ্ণ ওর মনটা!

রানা ছিল ওর ক্লাসমেট। কিন্তু, সম্পর্কটা এক সময় বন্ধুত্বের সীমা ছাড়ালো। ওদের অজান্তেই ভালবাসার সেতুটা পরিণত রূপ নিল। কিন্তু, বাড়িতে মিনুর বিয়ের কথা চলছে। মিনু বলতে পারছে না রানার কথা। প্রতিষ্ঠিত ছেলে রেখে বাবা কখনই পড়ুয়া ছেলের সাথে বিয়ে দেবে না তা সে জানে। বাবার এসব প্রেম ফ্রেমে বিশ্বাস নেই!

রানার কাছে প্রসঙ্গটা তুললেই ও হেসে উড়িয়ে দেয়।

'সময় হলে দেখা যাবে মিনু!'

'বাবা ছেলে দেখছে!''

'দেখতে দাও!'

'ফাজলামি রাখ রানা! বাবা সিরিয়াস!'

'তাই উঠেপড়ে লেগেছেন বিয়ের জন্য!'

তোমাকে তো বুঝাতেই পারছি না!'

'কী করতে হবে বলো!' রানা এবার সিরিয়াস।

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না!'

'চলো, নিজেরা বিয়ে করে ফেলি! আমরা তো অ্যাডাল্ট!'

'তা হয় না! বাবা-মাকে কষ্ট দিতে পারব না।'

শেষ পর্যন্ত মিনুর ভাবির মধ্যস্থতায় বাবাকে কথাটা জানানো হল। বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়েটা হয়েও গেল। বিয়ের রাতে রানা মিনুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে তুমি আমার বউ!

'কেন!'

'তোমার বাবা যেভাবে বেঁকে বসেছিলেন! আচ্ছা মিনু আমরা এ যুগের মানুষ! আমাদের স্বাধীনতা থাকতে পারে না!'

বিয়ের দুই বছরের মাথায় মিঠি এলো। সবাই খুশি! বেশি খুশি হল আম্মা। নাতনি যেন চোখের মণি, সময় কেটে যায় নাতনিকে নিয়ে।

দেশে তখন যুদ্ধ লেগেছে। এক দিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে মিনু দেখে রানা পাশে নেই। সাবধানে আলো জ্বাললো মিনু। আর তখনই চোখ পড়ল, একটা ভাঁজ করা কাগজের দিকে। রানার লেখা একটা চিঠি। সাবধানে খুলল চিঠিটা, ছোট চিঠি- 'আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। অপেক্ষায় থেকো, আমি ফিরে আসব।'

না! রানা ফিরে আসে নি! মিনু মনে মনে বলে, তুমি কথা দিয়েছিলে ফিরে আসবে, আমি অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু, অপেক্ষার শেষ হয় না! মিঠি এখন বাবা বলতে পারে! বাবাকে তো ও চেনেই না! কী বলি ওকে বলো তো!

এরও দু মাস পর জানা গেল, রানা মারা গেছে। তিনজন মানুষের স্বপ্ন এ খবরে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

হঠাৎ এক দিন আম্মা মিনুকে কাছে ডেকে বলল, 'এভাবে তো সংসার চলছে না মা! আমি একটা কথা বলি। তুমি ভেবে দেখ! আমার এক জানাশোনা ছেলে আছে, বিয়ে করতে চায়। আমি তোমার কথা বলেছি। ও রাজি আছে, মিঠি আমার কাছেই থাকবে।'

'তা হয় না মা! আমাকে অপেক্ষায় থাকতে বলেছে। এ জীবনে না হোক পরের জীবন দেখা হবে!'

'কিন্তু মা আমি তোমার কষ্ট সহ্য করতে পারছি না! আমার ছেলেকে ভালবেসে তুমি আমার কাছে এসেছিলে। সে তো আর নেই! ফিরেও আর আসবে না! আমার কথাটা মেনে নাও মা!'

এরও এক বছর পর শিহাবের সাথে বিয়েটা হয়েছিল মিনুর। মিঠি তখন একটু বড় হয়েছে। শিহাব আদর করলেও মিঠি ওকে মেনে নিতে পারত না! মায়ের বিয়েটাই ওর মনে গভীর দাগ ফেলেছিল।

সেই মিঠি কাল ঢাকা আসবে পড়া শেষ করে। আম্মা মিনুকে বলেছিল, 'একটা ছেলে থাকবে মিঠির সাথে। ছেলেটাকে ও পছন্দ করে।'

কথাটা মিনুর ভাল লেগেছিল! মিঠির পছন্দের একজন মানুষ আছে তাহলে!

'মা, তুমি যাবে এয়ারপোর্টে?' বাপির প্রশ্নে একটু থমকালো মিনু। মিঠি এলে ওর কী! ওর কাছে তো আর আসছে না! ও ছেলেকে বলল, 'আমার কাজ আছে। তোমরা যাও।'

ওর কাছে আসবে না মিঠি। তবুও একটা চেনা সুর বেজে উঠল মনে। জীবনটা যেন কেমন! এক সময় হাজার পাখির ভিড় ছিল মনে। আজ তারা উড়ে গেছে! তবুও মিনু তাদের খোঁজে মনের গভীরে!

ডোরবেল বাজছে। দরজার ওপাশে আম্মা দাঁড়িয়ে। অবাক মিনু! 'আপনি এখানে!'

'মিঠি আজ তোমার কাছে আসছে তুমি জান না!'

'আমার কাছে!'

'শোন মা, মিঠির ভুল ভেঙেছে! ছেলেটাই ভুল ভাঙতে সাহায্য করেছে।'

আবার ডোরবেল। মিনু দরজা খুলেই দেখে মিঠি আর বাপি হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। দু'ভাই-বোনের মুখে তৃপ্তির হাসি। ওদের পেছনে সেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে যার নাম অলোক, যে মিঠিকে ভালবাসে।

চেনা গন্ধটা, চেনা সুরটা মিনুকে ঘিরে ধরেছে। আম্মার কথাই ঠিক! ভালবাসা হারিয়ে যায় না! অভিমানে ঢাকা পড়ে থাকে! মিনু তাকিয়ে থাকতে থাকতেই এক সময় অনুভব করল ওর দুচোখ ঝাপসা। ঝাপসা চোখেই ও মেয়ের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিল। মিঠি ছোটবেলার মত ঝাপিয়ে পড়লো মায়ের বুকে। মিনুর মনে হল, সেই হাসিখুশি ফোকলা দাঁতের মিঠিই যেন ওকে জড়িয়ে ধরে আছে।

জয় বাংলা ও ফানুস

সুব্রত চৌধুরী

শীতের পড়ন্ত বিকেলে ছোট মামার সাথে অন্তু ট্রেনে চেপে বসে। স্টেশনে নেমে রিকশায় চড়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে মামার বাড়িতে পৌঁছে যায়। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে লেপের তলায় ঢুকতেই যাত্রার ক্লান্তির কারণে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতে অন্তুর বেশিক্ষণ লাগে না।

পর দিন সকালে মামার সাথে সে গ্রামে ঘুরতে বের হয়ে যায়। গ্রামের চায়ের দোকানটাতে ঢুকে গরম ডালপুরিতে অন্তু কামড় বসাতে যাবে এমন সময় ক্র্যাচে ভর দিয়ে বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক ব্যক্তি চায়ের দোকানে ঢুকে টেবিলে গিয়ে বসে। মামা সালাম দিয়ে তার সাথে কথা শেষ করে যখন নিজের টেবিলে এসে বসে, তখন অন্তু নিচু স্বরে মামাকে জিজ্ঞেস করে, লোকটা কে?

'বীর মুক্তিযোদ্ধা রথীন্দ্র বড়ুয়া!'

'মুক্তিযোদ্ধা!'

'হ্যাঁ।'

'উনার মুখ থেকে যুদ্ধজয়ের গল্প শুনতে চাই।'

অন্তুরা চা খাওয়া শেষে তার টেবিলে গিয়ে বসে। মামা তার সাথে অন্তুকে পরিচয় করিয়ে দেয়।

'আপনি তো মুক্তিযোদ্ধা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যুদ্ধজয়ের গল্প শুনবো।'

'মুক্তিযুদ্ধ তো এখন বলতে গেলে ডেড ইস্যুই।'

'মুক্তিযুদ্ধ আমার খুব ফেভারিট ,আমি শুনবো। আপনি বলুন।'

ঠিক আছে বলছি.....

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। এক দিন দুপুর বেলা কয়েকটি মিলিটারি জিপ এসে থামলো স্কুলের মাঠে। গ্রামের রহিম চাচা তাদেরকে সহযোগিতা করছিলেন। গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, জোয়ান ছেলেরা সবাই পালিয়ে গেল, আমি কিন্তু পালালাম না।

'কেন পালালেন না?'

'আমার মাথায় অন্য প্ল্যান ছিল।'

'কী প্ল্যান?'

বলছি। এক দিন দুপুরে স্কুলের মাঠে গরু চড়াতে দিয়ে গাছের তলায় বসে আনমনে ছবি আঁকছিলাম। হঠাৎ দেখি সঙ্গীন হাতে একজন সৈন্য আমার দিকে তাকিয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে।

'ভয় লাগেনি?'

ভয়ে আমার কাপড়ে চোপড়ে হিস্যু হয়ে যাওয়ার অবস্থা। যা দশাসই চেহারা। পাকির নির্দেশমত আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণ করে ক্যাম্পের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ক্যাম্পে ইজি চেয়ারে বসা মেজর শাহবাজ, ইশারায় হাতের ড্রইং খাতাটা দেখতে চাইলেন। ড্রইং খাতাটা তার হাতে তুলে দিতেই মেজর সাহেব খাতাটি উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলেন। আর মাঝে মধ্যে বাহ! নাইস! শব্দ করতে লাগলেন। ছোট একটা টুলে মেজর আমাকে বসতে বললেন। ক্যাম্পের ভেতর থেকে রহিম চাচা বের হয়ে আসলে মেজর সাহেব তাকে কীসব যেন বললেন। রহিম চাচা বাংলা তর্জমা করে বলল- তার ড্রইংগুলো মেজর সাহেবের পছন্দ হয়েছে। মাঝে মধ্যে আমি চাইলে ক্যাম্পে এসে ফাই ফরমাশ খাটতে পারি, ছবি আঁকতে পারি। আমি মাথা নেড়ে সায় দিই।

পরের দিন থেকে আমি ক্যাম্পে যাওয়া শুরু করি, ছবি এঁকে মেজর সাহেবকে দেখাই। মেজর সাহেব তা দেখে খুশি হয়।

এ দিকে, পাকিরা ঘাঁটি গাড়ার পর থেকেই পুরো গ্রামটিই পুরুষ শূন্য। পুরুষদের অনেকেই যুদ্ধে গেছে।আমার পাকি ক্যাম্পে যাওয়ার খবর ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের কানেও পৌঁছে গেছে।

এক দিন রাতে পাড়ার বড় ভাই দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খুলতেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই দরজায় খিল দেয়। তারপর ফিসফিস করে বলে, তুই কী নিয়মিত ক্যাম্পে যাস? বললাম, হ্যাঁ।

'এই সুযোগটাই আমাদের কাজে লাগাতে হবে।'

'কিভাবে?'

'শুনেছি, মেজর তোর ড্রইং পছন্দ করে। তুই পুরো ক্যাম্পের স্কেচ করে আমাকে দিতে পারবি?'

'হ্যাঁ পারব।'

'ওটা পাওয়ার পর আমরা ক্যাম্পে হামলার প্ল্যান তৈরি করব। খেয়াল রাখবি, কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।'

এরপর থেকেই আমি সুযোগমত ক্যাম্পের স্কেচ করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠাতে থাকি। তারা সেই অনুযায়ী হামলার ছক আঁকতে থাকে। আর এক দিন রাতে আমার ঘরের দরজায় আবারো টোকা পড়ে। দরজা খুলতেই বড় ভাই হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে। খাটের এক কোণায় বসে গড়গড় করে বলতে থাকে, 'আমরা ক্যাম্পে হামলার জন্য প্রস্তুত। আগামী প্রবারণা পূর্ণিমার দিন তুই ক্যাম্পে ফানুস উড়াবি, ওরা ফানুস ওড়ানো নিশ্চয় পছন্দ করবে। তৃতীয় ফানুসটা ওড়ার সাথে সাথেই আমরা হামলা করব। এটাই ফাইনাল।'

এরপর থেকে আমি প্রবারণা পূর্ণিমার বিভিন্ন আয়োজনের ছবি স্কেচ করে পাকিস্তানি সৈন্যদের দেখাতে থাকি। তাদের খুব পছন্দ হয়। বিশেষ করে ফানুস ওড়ানো। মেজর সাহেব আমাকে অনুরোধ করে প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস ওড়াতে,আর এ যেন আমার কাছে মেঘ না চাইতে বৃষ্টি পাওয়া। আমি ফানুস তৈরির রসদ যোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার যেন তর সইছিল না। প্রবারণা পূর্ণিমার আগের দিন আমি ফানুস ওড়ানোর সব সরঞ্জামাদি ক্যাম্পে রেখে আসি। রহিম চাচাও আমাকে এ ব্যাপারে বেশ সাহায্য করে।

প্রবারণা পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় চাঁদের কিরণে চারদিক ধুয়ে যাচ্ছে। আমি প্রথম ফানুসটা ওড়াতেই পাকিদের খুশি দেখে কে? দ্বিতীয় ফানুসটা ওড়ানোর পর তারা সবাই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। তৃতীয় ফানুসটা ওড়াতে গিয়ে আমার হাত কাঁপতে শুরু করে, তারপরও আকাশে ওড়াতে সক্ষম হই। তৃতীয় ফানুসটা আকাশে উড়তেই মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করে। আচমকা আক্রমণে অপ্রস্তুত পাকিদের কণ্ঠে বাঁচার করুণ আকুতি ঝরে পড়ে। এক পর্যায়ে ক্যাম্পে আগুন ধরে যায়, পাকিরা তাতে পুড়ে মরতে থাকে। আগুনের লেলিহান শিখা লকলক করে আকাশ পানে উঠতে থাকে। আমার কাছে তখন সে আগুনকে ছাপিয়ে ফানুসের আগুনকে অনেক বেশি রক্তিম মনে হয়। আর সবকিছু ছাপিয়ে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের 'জয় বাংলা' শ্লোগানে........

অন্তু মুগ্ধ হয়ে শুনতেই থাকে। রথীন্দ্র বড়ুয়া বলেই যাচ্ছে, তারপর........!

কবিতার এক পাতা

আমাদের আকাঙ্খাও অপূর্ণ মনে হওয়ায় এবং দেশ -বিদেশের অগ্রসর পাঠক ও কবিদের তরফে আরো কিছু অনূদিত কবিতা প্রকাশের অনুরোধ আসায় চলতি সংখ্যা, অনুবাদ কবিতা- ২য় পর্ব হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। অনুবাদকদেরকে প্রীতিময় শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মদানের মর্যাদাকে আমাদের শ্রদ্ধা! আপনাদের সকলকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা!
ফারুক ফয়সল

ঈশ্বরকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করো না

জয় হারজো

অনুবাদ: শামস আল মমীন

ঈশ্বরকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করো না
ও এখানেই থাকে।
সে একটা গল্প লিখছে। এটা
পৃথিবীর সবচে পুরাতন গল্প, কিন্তু খুব নাজুক আর
থেকে থেকে বদলায়। ও যদি দেখে
তুমি তাকে দেখছ তাহলে ভেতরে ডেকে নিয়ে
তোমাকে কফি খাওয়াবে, গরম গরম পাউরুটিও, আর
তুমিও বাধ্য হবে কিছুক্ষণ বসে তার কথা শুনতে।
কিন্তু এই গল্প সাধারন কোন গল্প নয়।
ভূমিকম্প, বজ্রপাত, চোখ ধাঁধাঁনো সৌন্দর্য আর যা কিছু
তোমার পছন্দ
তার সবটা নি:শেষ হয়ে যাওয়া তোমাকে সইতে হবে।
গল্পটা এতই
মনোমুগ্ধকর যে তুমি হয়তো উঠতেই চাইবে না;
আর এভাবেই
সে তোমাকে ফাঁদে ফেলবে। দেখতে পাচ্ছ, ওই যে ওখানে
একরোখা লোকটা দাঁড়িয়ে? এ যাবৎকাল
একমাত্র ওই ফসকে পালিয়েছে।

কিছু ভালোবাসা, কিছু কাজ
ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ
অনুবাদঃ হাইকেল হাশমী

তারা খুব ভাগ্যবান ছিল
যারা ভালোবাসাকে পরিপূর্ণ কাজ মনে করত
অথবা কাজকে প্রেম ভাবত
আমি সারাটা জীবন ব্যস্ত রইলাম
কখনো ভালোবাসায়, কখনো কর্মব্যস্ততায়
ভালোবাসার জন্য কখনো কাজ বাধা হলো
আর কখনো কাজের জন্য প্রেম জট পাকালো
আমি বিরক্ত হয়ে দুটোই
মাঝ পথে অসমাপ্ত রেখে এলাম।

নীলপাখি

চার্লস বুকোওস্কি

অনুবাদ: বদরুজ্জামান আলমগীর

আমার বুকের খাঁচায় আছে নীলপাখি এক
সে বেশুমার বেরিয়ে যেতে পাখা ঝাপটায়
কিন্তু আমি যে ছাড়ার পাত্র নই
বড় এককাট্টা,
আমি বলি এখানেই আমার বুকের ভিতর
মিশে থাকো,
আমি চাই না অন্যকেউ তোমাকে দেখুক।
আমার বুকের ভিতরে এক নীলপাখি
বেজান ছিঁড়েফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায়
আমি ওর উপর হুইস্কি ঢেলে দিই
ফুৎকারে ছুঁড়ে মারি সিগারেটের ধোঁয়া
কড়কড়ে নারীরা, পানশালার বারটেরন্ডার
কী মুদি দোকানের বেচনেওয়ালারা একদম বোঝে না
আমার বুকের ভিতর একটা নীলপাখি আছে।
যে খালি ছটফট করে
বুক ছেড়ে উড়ে যেতে মাথা কোটে
কিন্তু আমি যে ছাড়ার পাত্র নই-
চোখ রাঙিয়ে বলি এখানেই চুপটি করে
বসে থাকো,
আমাকে আউলাঝাউলা করাই কী তোমার মতলব?
আমার কাজকাম লাটে তুলতে চাও-
এমন করো না;
আমার বুকেই বরং লেপ্টে থাকো।
ইউরোপে আমার বই বিক্রির ঢেউ
তুমি কী তার বারোটা বাজাতে চাও?
আমার বুকের তল্লাটে আছে নীলপাখি এক
সে কেবলই বেরিয়ে যেতে পাখা ঝাপটায়।
আমি সেয়ানার উপর বড় সেয়ানা বজ্জাতের হাড্ডি
আমি ওকে একদম নিরলে রাত্তিরে
বুক থেকে মাঝেসাঝে বাইরে বেরুতে দিই
সবাই তখন ঘুমে কাই
ওকে বুঝিয়ে বলি- মন খারাপ করো না বাছা
এখানেই থাকো।
সে আমার ভিতরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটু গান করে
তবুও ওকে আমি মরে যেতে দিই না
আমরা একসাথে ঘুমাই-
এটিই আমাদের গোপন চুক্তি
কাউকে কাঁদিয়ে ছাড়বার জন্য এটুকুই যথেষ্ট
কিন্তু আমি কাঁদি না- তুমি?

আমাকে হত্যার আগে

ইয়া কিভা

অনুবাদ: মিলটন রহমান

এবং যখন আমাকে হত্যা করার পালা এলো
সবাই লিথুনিয়ার ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো
সবাই আমাকে দানব ডাকতে শুরু করলো
আমাকে তারা নিজের দেশে ধরে আনলো

ও ঈশ্বর, বললাম, আমি লিথুনিয়ান নই
ও ঈশ্বর, তাদের আমি এই ডাক ইয়েদিশ ভাষায় বললাম
ও ঈশ্বর, এই ডাক আমি তাদের রাশিয়ার ভাষায় বললাম
ও ঈশ্বর, আমি তাদের ইউক্রেনের ভাষায় বললাম

সেখানে তখন কালমিয়াস নদীর স্রোত বয়ে চলছিলো নিমান নদীর বুকে
অন্যদিকে চার্চ থেকে ভেসে আসছিলো একটি শিশুর কান্না।

কবি ও অনুবাদক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কবিতা: ঈশ্বরকে নিয়ে ঘাটাঘাটি কর না

কবি: **জয় হারজো** (মে ০৯, ১৯৫১–) আমেরিকার ২৩ তম পোয়েট লরিয়েট। তিনি কবি, নাট্যকার, শিশু সাহিত্যিক ও সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। অ্যান আমেরিকান সানরাইজ, দ্য উয়োম্যান হু ফেল ফ্রম দ্য স্কাই, ইন ম্যাড লাভ অ্যাণ্ড ওয়ার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ সহ কবি জয় হারজোর মোট কবিতার বই নয়টি। তিনি সাহিত্যের অনেক উল্লেখযোগ্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সংগীতের ক্ষেত্রে অবদানের জন্যে ২০09 সালে তিনি বছরের সেরা নারী শিল্পী হিসাবে 'বেস্ট নেটিভ আমেরিকান মিউজিক্যাল অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত হন।

অনূদিত কবিতা: ঈশ্বরকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করো না

বাংলা অনুবাদ: কবি শামস আল মমীন। ১৯৮২ সাল থেকে ওহাইও এবং নিউইয়র্ক মিলিয়ে সুদীর্ঘ আমেরিকা অভিবাসী জীবন এই কবির। পড়াশুনা করেছেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং শিক্ষাশাস্ত্রে। নোবেলপ্রাপ্ত কবি লুইস গ্লিকের কবিতা প্রথম বাংলা ভাষায় (২০05 সালে) অনুবাদ করেন। ২০09 সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সাম্প্রতিক আমেরিকান কবিতার বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিতায় ঝুলন্ত জ্যোৎস্না' প্রকাশিত হয় ২০09 সালে।নির্বাচিত কবিতা ও কবিতা সংগ্রহ সহ কবি শামস আল মমীনের প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা নয়টি।

কবিতা: কিছু ভালোবাসা, কিছু কাজ

কবি: ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ (১৯১১-১৯৮৪)
উর্দু ভাষার খ্যাতিমান কবি। তাঁর পেশাগত জীবন বহুমুখি ও বিস্তৃত। তিনি শিক্ষকতা করেছেন, সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন, ট্রেড ইউনিয়ন করেছেন, বেতার কর্মী ছিলেন। এতসব কিছুকে ছাপিয়েও সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিচয়েই তিনি সমধিক পরিচিতি ও সম্মান অর্জন করেছিলেন।
সুভ্-ই-আজাদী, নকশ্-ই-ফরিয়াদী, দাস্ত-ই-সাবাহ্, জিন্দান নামা প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ।

অনুবাদ: হাইকেল হাশমী

তিনি একজন বাংলাদেশী বহুভাষী কবি, অনুবাদক ও গল্পকার। পিতা প্রগতিশীল উর্দু কবি ও ভাষা সৈনিক মরহুম নওশাদ নূরী। বাংলাদেশের উর্দু ছোটগল্প ১ম ও২য় খন্ড, উপমহাদেশের উর্দু ছোটগল্প ১ম ও ২য় খন্ড, সা'দাত হাসান মান্টোর গল্প, মোহাম্মাদ জামিল আখতারের 'সংখ্যায় বিভক্ত জীবন', কবি ও সাহিত্য সম্পাদক ওবায়েদ আকাশের কাব্যগ্রন্থ 'পৃষ্ঠা জুড়ে সুলতানপুর'র ইংরেজি অনুবাদ 'সুলতানপুর, হোয়্যার মাই সোল রিসাইডস, শের ও শায়েরী ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম। এগুলি ছাড়াও তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতার বই ও গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতা: ব্লু বার্ড, কবিঃ চার্লস বুকোওস্কি (১৯২০-১৯৯৪)

"শেকসপীয়ার, মিল্টন, দান্তে, র‍্যাবেলিয়াস, শোস্তাকোভিচ, লেনিন এবং / অথবা ভ্যানগঘের চেয়ে আমেরিকার মানুষের প্রতি মিকি মাউসের প্রভাব বেশি।"এই মন্তব্যই এই গোঁয়ার কবির জাতকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। হেনরি চার্লস বুকোওস্কি জাতে জার্মান হলেও মার্কিন নাগরিক। দারুণ আলোচিত ও ভীষণ আদৃত যেমন, তেমনই বিশ্রীভাবে সমালোচিত। তিনি ছয়টি উপন্যাস, কয়েকশ গল্প এবং কয়েক হাজার কবিতার সফল জনক।

অনূদিত কবিতা: নীল পাখি

অনুবাদঃ বদরুজ্জামান আলমগীর।তিনি একাধারে কবি, অনুবাদক ও নাট্য রচয়িতা। ১৯৯৭ সালে বাঙলা একাডেমি তাঁর প্রথম বই 'নননপুরের মেলায় একজন কমলাসুন্দরী ও একটি বাঘ আসে' প্রকাশ করে। প্রথম কবিতার বই 'পিছুটানে টলটলায়মান হাওয়াগুলির ভিতর' প্রকাশিত হয়েছিল ২০05 সালে। অপর একটি নাটকের বই 'আবের পাঙ্খা লৈয়া' সহ আরো তিনটি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ এবং টেড হিউজের কবিতার অনুবাদ গ্রন্থ 'ঢেউগুলো যমজ বোন' তাঁর লেখালেখির ঝুলির ভাণ্ডারে।

কবিতা: আমাকে হত্যার আগে। কবি ইয়া কিভা

ইউক্রেনে সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত কবি তরুণী ইয়াকিভা। একাধারে কবি, অনুবাদক এবং সাংবাদিক। ফ্রান্স, লিথুনিয়া এবং পোলিশ সহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর কবিতা। নিজ দেশের মর্যাদাপূর্ণ ইউরি কাপলান লিটারারি প্রাইজ সহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। নেতৃত্ব দিয়েছেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে।

অনুবাদ: আমাকে হত্যার আগে

ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন এমেলিয়া গ্লেজার। ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষান্তর করেন কবি মিলটন রহমান। লণ্ডনে বসবাসরত কবি ও গবেষক মিলটন রহমান অনুবাদ ও কথাসাহিত্যেও অবদান রেখে যাচ্ছেন। ২০02 সালে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ব্রুটাস পর্ব ও কর্তার শারীরিক অবনতি' গল্প সংকলন। প্রকাশিত মোট গ্রন্থ সংখ্যা ১২ টি।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem.
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW:
718-516-3425

A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

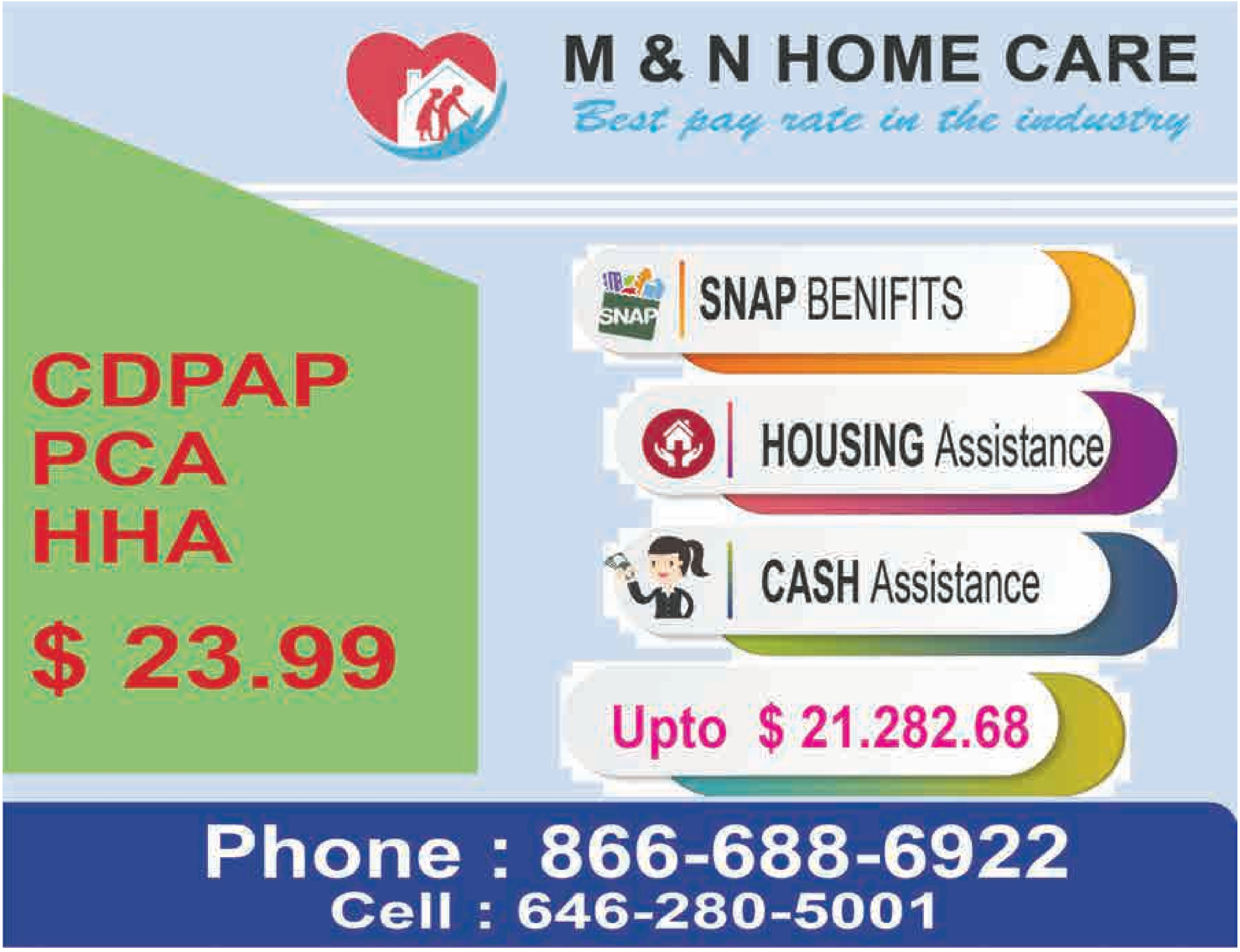
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!

718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

19 December 2024, Thursday, Issue 405

বৃহস্পতিবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ৪ পৌষ ১৪৩১, ১৭ জমাদিউস সানি ১৪৪৬

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউইয়র্কে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে বিজয় দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউইয়র্কে ১৬ ডিসেম্বর যথাযথ মর্যাদায় ও উৎসাহ উদ্দীপনায় বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১৯৭১ সাল ও ২০২৪'-এর জুলাই-আগস্টে শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে পাঠানো রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টার বাণী পড়া হয়। অনুষ্ঠানে 'গণমুক্তি অনিবার্য' শীর্ষক প্রামাণ্য ভিডিও

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

টক অফ দ্য উইকে মীর চৌধুরী

বাঙালিকে মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করাই ফোবানার প্রধান উদ্দেশ্য

উত্তর আমেরিকা অফিস

মীর চৌধুরী

নর্থ আমেরিকার বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় সম্মেলন হল ফোবানা। জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফোবানার সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতি বছর ফোবানার অনুষ্ঠানে এখানকার কংগ্রেসম্যান ও সিনেটরদের আমন্ত্রণ জানানো হয় বলে জানান মীর চৌধুরী।

তিনি বলেন, 'বিভিন্ন স্টেটে ছড়িয়ে থাকা ফোবানার অঙ্গ-সংগঠনগুলোর সাথে আমাদের নতুন প্রজন্ম সম্পৃক্ত হবে, এটাই আমার চাওয়া। আমি চাই, তারা ফোবানাকে মূল ধারার রাজনীতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিক। নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের মাধ্যমে ফোবানাতে একটা শান্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

গেল বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে আগামীর ফোবানা সম্পর্কে এভাবেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন কমিউনিটির বহুমুখি সচেতনমূলক কাজের জন্য পরিচিত ও প্রসংশিত মীর চৌধুরী।

মীর চৌধুরী, পেশায় ট্যাক্স অ্যাডভাইজর ও সিনিয়র ফাইনান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ফোবানার জন্মলগ্ন থেকেই মীর চৌধুরী এর সাথে জড়িত। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে তিনি ফোবানার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে তিনি পুনরায় ফোবানা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এছাড়াও, মীর চৌধুরী ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য হিসাবে বাংলাদেশি সংগঠনের যাত্রা শুরু করেন। ১৯৯৫ সালে তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ জার্সির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হন ও ২০০০ সালে ওই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। মীর চৌধুরী আমেরিকা বাংলাদেশ এডুকেশন ফান্ডের একজন উপদেষ্টা, যা বাংলাদেশের মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তায় কাজ করে থাকে।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। ৭১'-এর

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সন্দ্বীপে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে দুই যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী

আগামী সংসদ নির্বাচন

দলীয় মনোনয়ন পেতে ইতোমধ্যেই তারা তদবির শুরু করেছেন। ধর্ণা দিচ্ছেন ঢাকার কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে।

উত্তর আমেরিকা অফিস

মোস্তফা কামাল

মিজানুর রহমান

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামের দ্বীপ উপজেলা সন্দ্বীপ (চট্টগ্রাম- ৩) আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে রয়েছেন দুই যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী। দলীয় মনোনয়ন হতে ইতোমধ্যেই তারা জোর তদবির শুরু করেছেন। ধর্ণা দিচ্ছেন ঢাকার কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছেও। পাশাপাশি সরব হচ্ছেন বিভিন্ন দলীয় অনুষ্ঠানেও।

এই দুই যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী হলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন।

মোস্তফা কামাল পাশা বাবুলের বাড়ি সন্দ্বীপের বাউরিয়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডে। তিনি দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি সন্দ্বীপ উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও উপদেষ্টা ছিলেন।

উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন নেতাকর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দলের নেতাকর্মীদের সুসময় ও দুঃসময়ে সাহায্য সহযোগিতা করে পাশে থাকেন মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল। তিনি করোনা মহামারীর সময় একক অর্থায়নে দলমত

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

দীর্ঘ ১৪ বছর পর দেশে ফিরেছেন বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

দীর্ঘ ১৪ বছর পর দেশে ফিরছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা ও আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ। বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) দুপুর ২টায় তিনি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। এ সময় নেতাকর্মীরা ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন তাকে।

গিয়াস আহমেদ জানান, দীর্ঘ ১৫ বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি, গণতন্ত্র হত্যাকারী ফ্যাসিস্ট সরকার ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য হাজার হাজার

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

গর্তমুক্ত রাস্তা নাগরিকদের জন্য স্বস্তি বয়ে আনবে

বললেন এরিক

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

এরিক অ্যাডামস

এই সপ্তাহে অ্যাডামস্ প্রশাসন সিটির পাঁচ লাখ গর্ত মেরামত করতে যাচ্ছে। দ্রুত গর্ত মেরামত করার রেকর্ড উদযাপন করবে অ্যাডামস্ প্রশাসন। আগের প্রশাসনে দেড় লাখ গর্তের অভিযোগ উঠেছিল, যেখানে গত তিন বছরে ৩১১ হটলাইনে ৯০ হাজারের কম গর্তের অভিযোগ উঠেছে। এখন দ্রুত সিটির সব গর্ত মেরামত করা হচ্ছে, নিয়মিত রাস্তা সংস্কার করায় গর্তের সংখ্যা কমেছে এবং প্রতি বছর গড়ে এক হাজার ২০০ লেন-মাইল রাস্তা নতুন করে সংস্কার করা হচ্ছে।

সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) কমিউনিটি অপ:এড-এ নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস্ জানান, শীতকালে গর্ত বেশি দেখা যায়। তাই, ৩১১ হটলাইনে জানালে তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। সেই সাথে রাস্তায় কর্মীদের কাজ করতে দেখলে গাড়ি যেন ধীরে চালানো হয়, সে পরামর্শ দেন তিনি।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমাদের বৃহত্তর লক্ষ্য, একটি পরিষ্কার ও সাশ্রয়ী শহর গড়া।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

অবিশ্বাস্য সেল! 718-721-2012 আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ $775 25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102 Nazrul Islam President & CEO

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন RE/MAX "REALTOR, YOU CAN DEPEND ON" Hashan Chowdhury Realtor Mobile: 301-675-1822 Office: 301-916-1400 Fax: 301-916-0282 Realtorchowdhury@gmail.com 12810 Wisteria Dr. #300 Germantown, MD 20874

কর্ণফুলী ট্যাক্স www.karnafullytax.com ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স পেরোল বিজনেস সেটআপ ইমিগ্রেশন নোটারী পাবলিক ENROLLED AGENT PH: 718-205-6040 37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights Mohammed Hasem, EA, MBA

খলিল'স ফুড Khalil Biryani House 718.409.6840 Khalil Halal Chinese Khalil Pizza & Grill Khalil Supermarket 1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

মতিন MOTIN An Icon of Growth & Development Sweets & Masala

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC. e-file Income Tax Sales Tax Corporate Tax Partnership Tax Business setup Payroll (W2, 1099) All imigratoin Services Accounting & Bookkeeping MD SHORIFUL ISLAM President & CEO 165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432 Tel: +1 (347) 251-9921, Email: Hillsidetax21@gmail.com

Home & Habitat Realty Corp. নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 516-460-8260 Mohammed Islam Branch Manager 646-724-6417 71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট BANGLA TRAVELS JACKSON HEIGHTS NEW YORK আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার 7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 সুপার ডিল $589+ 917-396-4140, 917-592-7828 MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC Certified Public Accountants Accurate, Fast & Reliable Services 929-207-1516 2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462 Zakir Choudhury, CPA Founder & CEO www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস বিনামূল্যে পরামর্শ প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW Cell: 917-282-9256 To Schedule Appointment Only. গাড়ী এক্সিডেন্ট বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা ট্রিপ এন্ড ফল বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা স্লিপ এন্ড ফল হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা লেড পয়জনিং IMMIGRATION Moin Choudhury, Esq. Attorney at Law TIMOTHY BOMPART, ESQ. ATTORNEY AT LAW Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372 Manhattan & Long Island Office By Appointment Only Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076 Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

হোম কেয়ার Immigrant Elder Home Care LLC বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

IATA Accredited Agent OPEN 7 DAYS Best service is our Goal Hajj & Umrah RAHMANIA TRAVEL SERVICES TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL 718-205-3270, 646-322-1654 WINTER SALE !! 37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।

ফোন: ৭১৮-৩০৮-৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com